

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

বাল্য-লীলা ১৩৮৫

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ রায়,
প্রণীত।



কলিকাতা

১নং গঙ্গাধর বাবু লেন

ইউনিভার্সিটি প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং লিমিটেড,

আব, চার্টার্ড কন্ট্রোল প্রিন্ট

ও

প্রকাশিত।

১৩১৯



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে দু'একটা কথা ।

সন ১২৪১ সাল অথবা ১৭৫৬ শকাদেব ফাচ্চুনী শুক্লা-
দ্বিতীয়াব চন্দ্রোদয়েব সঙ্গে সঙ্গে ভগবান রামকৃষ্ণদেব লীলাবন্ত
ভাবতেতিহাসে এক অ'পূর্ব ঘটনা। ইহা ভাবতের এক যুগান্তর।
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দর্শন ও বিজ্ঞান উন্নতির চবম
সীমায় উপনীত। বেদান্ত শাস্ত্রাদি চর্চা জগতের শীর্ষস্থান
অধিকার কবিয়াছে। বাজনৈতিক গগনে বাজনীতি বিশাবদ
সমুজ্জ্বল গ্রহগণ সমুদিত। এ দিকে হাবনাট স্পেনসার
ও কাব্লাইলাদি পাশ্চাত্য মনস্বী দার্শনিকগণ ও শাস্ত্রদর্শী
পণ্ডিতাগণ্য বেদান্তবাদী মক্ষনলাব দর্শনশাস্ত্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
কবিয়া, সৃষ্টিকল্পেব আদিতে এক ভগবানেবই স্থান নির্দেশ কবিয়া
গিয়াছেন। সেই যুগে যখন বিজ্ঞা ও জ্ঞান চর্চা উন্নতির
উচ্চতর স্থানে সমাকট, সে সময় পুস্তক-লব্ধ জ্ঞান যে কেবল
অজ্ঞানমাত্র, ইহা এক নিবন্ধব ব্রাহ্মণ দ্বাবাই প্রতিপন্ন হয়।

পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম শাস্ত্রাধীত পণ্ডিতগণকে যুক্তি
ও মীমাংসা দ্বাবা একমাত্র ভগবান রামকৃষ্ণই বুঝাইতে সক্ষম
হইলেন যে, এযুগে জীব জ্ঞানে মুক্ত হইবার উপযোগী নহে,
কেবল মাত্র ভক্তিব্যোগেই ভগবান লাভে সমর্থ। শুদ্ধা ভক্তিই
ভগবান লাভেব সোপান। কিসে সেই শুদ্ধা-ভক্তি সমুদিত
হয়, কিসে মনে ব্যাকুলতা আসে, কিসে ভগবানেব নামে সর্ব-
গাত্র পুলকিত হয়, কিসে তাঁহার জগৎ মানুষ কাঁদিত শিখে, ইহাই
তাঁহার মূল মন্ত্র। ভগবান বলেন “মা যেমন ছেলেকে চুষি দিয়া
ভুলাইয়া গৃহকার্যে প্রবৃত্ত হন, জগন্মাতা সেইরূপ মানব সাধাবণকে
পুত্র ধনাদিকপ মহামায়ায় ভুলাইয়া বাঁধিয়া তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র
রাখিয়াছেন। কিন্তু যে সন্তান তাহাতে না ভুলিয়া চুষি দুবে ফেলিয়া

দিয়া, মাতাব জন্ম অনবরত কাঁদিতে থাকে, তখন তাহাব স্নেহময়ী জননী যেমন সমবাল্পে আঁসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সম্ভাপ নাশক স্তন্য দানে শান্ত কবেন, সেইকপ যে ব্যক্তি সংসারের ঐশ্বর্য্যে না ভুলিয়া তাহাকে দূরে নিক্ষেপ কবত ভগবানের জন্য বাকুলচিত্তে বোদন করেন, তিনি তাহাকে তাহাব অমৃত-ময়ী ক্রোড়ে স্থান দেন ।

এইকপ বিষয়ে কেবল মাত্র উপদেশ দিয়াই যে তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন, তাহা নহে , প্রত্যেক উপদেশের সাববদ্ধা তিনি স্বয়ং উপলব্ধি কবিয়া, তবে অপবকে উপদেশ দিতেন । জগন্মাতা দর্শনাশায় ঠাবুবের বাকুলতা, ও বালকের নাথ সবকণ বোদন ও উন্মত্ত ভাব যিনি দেখিয়াছেন তিনি অশ্রু বিসজ্জন না কবিয়া থাকিতে পাবেন নাই । তাই তিনি উপদেশাচ্ছলে বলিয়াছেন “যে তাহাকে চায় সেই তাহাকে পায়” । ঐকপ স্থলে রামপ্রসাদের গীতটী গাতিয়া জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম কবাইতেন, যথা, “ডাকাব মতন ডাক দেখি মন, শ্যামা মা কি থাক্তে পারে , ইত্যাদি” ।

একপ শিক্ষক এ যুগে এই বিংশ শতাব্দীতে কেহ দেখিয়াছেন কি ? বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র ইত্যাদি হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র, কোবাণ, বাইবেল ও জেন্দাভেস্ত ইত্যাদি অপবাগব জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, ভগবানের স্বরূপ ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ অসমর্থ । স্বয়ং বামহৃদয়ের রূপ, বস, গন্ধাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতীত ভগবানের স্বরূপ অতি প্রাজ্ঞল গ্রামা ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া জগতে এক যুগান্তবের প্রবাণ প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন , এবং যাহার উপর অধিক করণ, হইত তাহাকে নিজ শক্তি সন্ধ্যাবণায় জগন্মাতা প্রত্যক্ষ দর্শন করাইয়াছেন । তাই আজ তাহাবই নাম ঘোষণাব জন্য জগতের নব নারীকে, সেই সরল সন্ন্যাসীব ধর্ম্মব্যাখ্যা ও ভগবান লাভের

ଶୁଦ୍ଧ ବହନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଯାନ୍ତି । ଭେକ ବିହীন
 ଦୀନ ହୀନ, ଅହଂଶୂନ୍ୟ, ପଲ୍ଲିବାସୀ, ନିବନ୍ଧକ ପୂଜାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେ ନବ-
 ଛତ୍ରେ କାତବ ଛଟିଆ ନବ-ଦେହ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହା
 ଆଲୋଚନା ଗ୍ରାସ ମାନବ ଚକ୍ରର ସମ୍ମୁଖେ ଦେଖାହିତେ ପ୍ରୟାସ କରିବ ।
 ଆଶା ଏହି ମାତ୍ର, ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ କାହାକେ ଓ କ୍ଳେଶ
 ପାଟିରେ ଥିବ ନା, କାରଣ ତିନି ଅପ୍ରକାଶ ଓ ସର୍ବ ପ୍ରକାଶକ ।

ବାମନକୃଷ୍ଣଦେବ, ସନ୍ନାସ ସାଧନା ଲାଭ କରିବାର ସମାଧି ଲାଭ
 କରିବା ଗୋପାଳପୁରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପବନଂସ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେହି
 ନାମେ ଅଭିଷିକ୍ତ ଓ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ତାହି ତାହାଙ୍କେ ପବନଂସ
 ଦେବ ବଳିଆ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ନାମେ ତାହାଙ୍କେ ଶୈବଦେବ
 ଧର୍ମତା କରା ଥିବ ।

ତবে ପବନଂସଦେବ ଭାବମୟ । ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତେ ତାହାଙ୍କେ
 ପଦାଳୋଚନା କରିବେ ତାହାଙ୍କେ କେବଳ ମାତ୍ର ଭାବେରୁ ଖେଳା ଦେଖା
 ଯାଏ । ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ସାଧନାବସ୍ଥା, ଓ ପ୍ରାଚୀନାବସ୍ଥା ଏହି ତିନି ଭାଗେ
 ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ତାହାଙ୍କ ମନେ କେବଳ ଭାବେର
 ବିଚିତ୍ର ଚରଣାବଳୀ ପରିଲକ୍ଷିତ ଥିବ । ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ କ୍ରିୟା-
 ବଳାପ ଭାବବଦ୍ଧ, ଓ ଉପଦେଶ ଭାବବଦ୍ଧୋଚ୍ଛାସ ମାତ୍ର । ତାହି ବଳି
 ଠାକୁର ଆମାଦେବ ଭାବ-ଗନ ମୁଦ୍ରି ।

କେବଳ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଦେଖାହିଲେ ଜନ ସାଧାରଣ ତାହାଙ୍କେ
 ପ୍ରଧାନ ସାଧକ ବଳିଆ ଗଣନା କରେ, ଏବଂ ତଦପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତି
 ଦେଖାହିଲେ ତାହାଙ୍କେ ଶୈବଦେବତା ବଳିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ । କିନ୍ତୁ
 ଜଗତେବ ଚକ୍ଷୁ ବାମନକୃଷ୍ଣେ ଏମନ୍ତ କେବଳ ଶକ୍ତିର କାୟା
 ପ୍ରତିଭା ଥିବ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ଅବତାର
 ବଳିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବେ ପାରେ । ଶୈବ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ
 ସନ୍ଧ୍ୟା, ଠାକୁର ବଳିତେ, “ହିଁ ଅନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଫଳମାତ୍ର”, କିନ୍ତୁ
 ଅନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲାଭ କରିବେ ଗଲେ, ମାୟାର ବାଜ୍ୟେ ଥାକିବେ ଥିବ,
 ଶୈବ ଲାଭ ଥିବ ନା ।

যে ব্রাহ্মণী ঠাকুবকে তত্ত্ব সাধনায় সহায়তা কবেন, চন্দ্র নামে তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য অষ্টসিদ্ধাই লাভ করিয়া অনেক ভৌতিক কার্য সম্পন্ন করিতেন। একদিন তিনি পবনহংসদেবের সহিত রাসমণিব দেবালয়পার্শ্বস্থিত ৮ যত্ন মল্লিকেব বাগানে বেড়াইতে গিয়া প্রত্যাবর্তনের কালে বাত্রি হইয়া পড়ে। ঘটনা চক্রে সেই বাত্রি কৃষ্ণপক্ষীয় বাত্রি থাকায়, বজ্রনৌব প্রথম ভাগ তমসাময়ী ছিল। দুইজনে দেবালয়ে ফিবিয়া আসিবার সময় ঠাকুব অন্ধকারে পথ পার্শ্বস্থিত খাদে পতিত হন। তাই চন্দ্র বলিলেন “দাদা আলো ধবিব ?” বলিলামাত্র চন্দ্রেব পশ্চাদ্ভাগ হইতে এক জ্যোতিব বেখা বহির্গত হইয়া পথ আলোকিত করিল, এবং সেই আলোকে উভয়ে পথ পাইয়া দেবালয়ের উজানে সহজে প্রবিষ্ট হইলেন। বামকুম্বদেব সেই আলোক সাভাষো, দেবালয়ের উজান মন্যে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু চন্দ্রকে বলিলেন “দিক্কাই লাভ করিতে নাই এব” দেখাইতেও নাই। সিদ্ধাই লাভে ভগবান লাভ হয় না। চন্দ্র তুমি আর একপ আলো দেখাইও না ? কাবণ সামান্য বক্তিকালোকে যে কার্য সম্পন্ন হয় তাহাব জন্য তপঃ ক্ষয় পূর্বক অষ্টসিদ্ধাই লাভেব প্রয়োজন কি ৮ লাভ ভগবানে বঞ্চিত হওয়া মাত্র”। ঠাকুব আবও বলিতেন “বিজ্ঞান বলে মানুষ যে কার্য সাধনে সমর্থ তাহা সম্পাদনেব জন্য দেবারাবনাব প্রয়োজন কি” ? তাই ঠাকুবেব ভৌতিক কার্য প্রদর্শন অনেকেব ভাগে ঘটে নাই। তবে ঘটনাচক্রে যদি ঠাকুব কর্তৃক কোন আশ্চর্য ঘটনা সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা ভাবেব ঘোবেই হইয়া যাইত এবং তাহাতে অহংএব লেশ থাকিত না।

যে মনস্বীগণ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে ঠাকুবেব সহিত মিশিয়াছেন, তিনিই, ঠাকুব যে কি ছিলেন, তাহা উপলব্ধি

করিয়া তাঁহার আপনার কার্যকলাপ আপনিই বদলাইয়া ফেলিয়াছেন।

মনসী কেশবচন্দ্রের পূর্ব কার্য কলাপ ও ধর্ম্যভাব, বিজয়-চন্দ্র গোস্বামীও পূর্ব ধর্ম্যভাব ও মহেন্দ্রনাথ সবকাবের ন্যায় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের পূর্বভাব ও ঠাকুরের সতিত পবিচয়ের পর সময়ের মনোগত ধর্ম্যভাব, পর্যালচনা কবিলেই স্পষ্ট প্রতীত-মান হয়, যে ঠাকুরের অপূর্বভাব ঘন শক্তির সংঘর্ষে সকল মনস্বীর হৃদয়ই পবিত্রিত হইয়াছিল। ঠাকুর বেদান্ত ভাষ্যের বা ব্যাকরণের কুট তর্কের মীমাংসা কবিতেন বটে, কিন্তু ধর্ম্য-বাজ্যের, মানব বুদ্ধির অপরিমিত তত্ত্ব সমূহ, বিশদভাবে চক্ষে সম্মুখে যেন ছবিব মত ধরিয়া দেখাইতেন।

কাশীর সুবিখ্যাত পবমহংস ত্রৈলোক্য স্বামী মৌনাবস্থায় থাকিয়াও বামকৃষ্ণদেবের সহিত সাক্ষাতে, ঐঙ্গিতে উভয়ে উভয়ের মনোগত ভাব পবিচালিত করিয়াছিলেন। উক্ত স্বামী সম্বন্ধে একপ ঐঙ্গিতে, বাক্যের বিনিময় আব কখনও কেহ শুনে নাই।

শ্রীবৃন্দাবনে রুদ্রা গঙ্গামায়া, বামকৃষ্ণদেবকে প্রথম দর্শনেই পবিচিহ্নের ন্যায় ঢালানী ঢালানী বলিয়া সম্বোধন করেন, এবং বামকৃষ্ণদেবকে একপ বশ করিয়া ছিলেন, যে তাঁহাকে বৃন্দাবন হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করান মণ্ডুকের পক্ষে কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছিল।

অবতাববাদ “প্রচাব-লীলা” গ্রন্থে বিশদ ভাবে অঙ্কিত কবিবাব প্রয়াস কবির।

ভগবানের কৃপায় “শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণদেবের বালা-লীলাব” মুদ্রা-ঙ্কন কার্য সুসম্পন্ন হইল, “সাধন লীলাব” হস্ত লিপিও প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া মুদ্রাঙ্কনের জন্য প্রস্তুত ছিল, ইত্যবসাবে কোন হীন

বুদ্ধি অস্বাভাবিক বড় বড় কবিয়া সেই পাণ্ডুলিপি আত্মসাত কবিয়া ফেলিয়াছেন। তাহাতে ভগবানের সুন্দর ছবিপ্রতিকলিত ছিল। হায়! হায়! সেই হীনচেতা ঈর্ষাবশত বি অকস্মিকই না কবিল। একটা অমূল্যবস্ত্র জগতেব চক্ষু হইতে চিবদিনেব জন্য অন্তর্জিত কবিয়া ফেলিয়াছে। বোধ হয় সে পশুর পশুর ঘটিবে না। যে গুণধর, ঠাকুরকে জানবাজাবে বাসমণিব বাটীতে জুতাং ঠোকাং মাঝিয়াছিলেন এই পুস্তক আত্মসাতে তাহাবই নর্ত্তিমান পুরু সহায়তা কবিয়াছিল। বিধিব কি ঘটনা চক্রে।

এই পুস্তক প্রণয়নে ও মুদ্রাঙ্কনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিশেষ সাহায্য কবিয়াছেন। তৎক্ষণ্য ভাটাদিগকে হৃদয়েব সন্তিত ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীযুক্ত ধীবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, কান্যকৌলীর্থ।

এ বজ্রনীকান্ত সেন।

এ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

✓ দেবেন্দ্র নাথ মজুমদার।

✓ গিবীশচন্দ্র ঘোষ।

(বামকৃষ্ণ ভাগবত তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।)

বিনয়াবনত,

শ্রীবাজেন্দ্রনাথ দেবশর্মা।

৭৮ বামকৃষ্ণাঙ্ক.

১৯শে ভাদ্র।



শ্রী শ্রী বামদেব ।



নমামিহঁতং সত্যসকলং সর্বধন্যভূবর্গিনং ।
ব্রহ্মণ্যং পদমং ভক্তং গোপকাক্ষিতং মানাহবং ॥



ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଭାଗବତ ।

ପ୍ରଥମକଳ୍ପ ।

ଉଦ୍ଘୋଷନ ।

ନମି ଗୋ ମା । ବାମି । ବୀଣା-ସମନ୍ବିତା,
ସବୋଜ-ବାସିନୀ, ସ୍ଵବେନ୍ଦ୍ର-ସେବିତା,
ଅସିତ-ବବଣା, ଛୁନୀଳ-ବସନା,
ବେଦ-ନିନାଦିନୀ, ବାକ୍-ବାଦିନୀ ।

ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ--ବାଡ଼ୁଳ-ଚବଣା,
କୃଷ୍ଣ-ମାଲିନୀ, କୁଷ୍ଠମତ୍ତୁଷଣା,
ମଧୁବହାସିନୀ, ମଧୁବଭାଷିଣୀ,
ପୂତଶ୍ରୁତିଗାଥା-କଳନାଦିନୀ ।

ସେ ବୀଣା ବଢ଼ାବ—“ବେଦବ୍ୟାସ ଗାଥା”
ଭାବତେ ଅତୁଳ—“ଭାବତୀୟ କଥା”
ଭାଗବତ-ଲୀଳା, ଯାହେ ସ୍ଵପ୍ରକାଶ,
ସେ ନାମେତେ ନାଶେ, କଲୁଷରାଶି ।

যে বীণা উচ্ছ্বাস “পূত বামাযণ”
 ভবক্লেশ যাহে, কবে নিবাবণ,
 লামকৃষ্ণলীলা, হ'ক প্রকটিত ৭
 দীন হৃদয়ে সে বীণা উচ্ছ্বাসি ।

পাপভাবে ক্লিষ্টা, যবে বস্তুক্কাবা,
 ঘোর চূবাচাবে, অতীব কাতবা
 ধর্ম্মধানি যবে উপজে ভাবতে,
 ভ্রান্তিবশে জীব, ভ্রমে নিবস্তুব ।

পবিত্রাণ হেতু, সাধুজনগণে,
 শাসিতে চুপুতে, ধর্ম্মেব বন্ধণে
 পূর্ণব্রহ্ম বিভূ, লীলাব চলায়,
 অবতরিল এ বিশ্ব ভিতর ।

অতি গুহ্য কথা, অবতাব-বাদ,
 যে নামেতে নাশে, বাদ বিসম্বাদ,
 যে নামেতে ঘোচে, ভবে যাতায়াত,
 ভোগকৃষ্ণ ভবে, যাহে নিবারে ।

তোমারি প্রসাদে সে লীলা প্রকাশ,
 পুবাণাদিগ্রন্থে, তাহাব বিকাশ,
 করুণা বিতরি, অম্বুজ-চরণা ।
 দীনে শক্তি দে মা । লীলা প্রচারে ।

ব্রাহ্মণ চণ্ডালে নাহিক বিচার,
আচার বিচার, যবে একাকার,
জদযে না বহে, ধর্ম-সংস্কার,
ধর্মভাব যত, সকলি হত।

ভবিষ্য কলস, শুদ্ধা-ভক্তি-বাবি,
লভি নব বেশ, দীন ব্রহ্মচারী,
সিদ্ধিল সে বাবি, ভক্ত-শিবোপবি,
নাশিল অজ্ঞান-তিমির যত।

দেবি। বীণাপাণি। বীণাব বন্ধাব -
বাজেন্দ্র জদযে—কব একবাব।
রামকৃষ্ণ-লীলা, হউক প্রচাব—
গীত হ'ক সেই, মধুব-লীলা।

অশ্রুবাশি পাব, আশা সম্ভবণে,
পদু আশে যথা, হিমাদ্রি লজ্জনে,
আমারো তেমতি আশা প্রকটনে,
“দেব রামকৃষ্ণ” মধুরলীলা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত ।

দ্বিতীয় কল্প ।

অবতাবাধায ।

গুণত্রয় শক্তিসহ, পুরুষে বিলীন ,
প্রকৃতি নিখর। যবে, গ্রহ তাহে লীন । ১ ।
পবন পুরুষ সুপ্ত, যোগেতে মগন ,
প্রাণ প্রশমনে মৃত, জীব জন্তুগণ । ২ ।
ব্রহ্মাণ্ডের আদিবীজ, দেব-নাবায়ণ,
সর্বশক্তি সুপ্তভাবে, তাহে বিদ্যমান । ৩ ।
ইচ্ছাশক্তি উদ্ভবিলে, বিশ্বসৃষ্টি হয়,
প্রকৃতি সৃষ্টির আদি, আদ্যাশক্তি কয় । ৪ ।
পবন পুরুষ এক, পূর্ণজ্ঞানময়—
ষষ্ঠদশ-কলা পূর্ণ সুবতি অব্যয় । ৫

১ । সৃষ্টির আদিতে প্রকৃতির সহিত পরমপুরুষের অবস্থান বর্ণন ।

২ । সহ, বজ ও তম ত্রিগুণব বিকারে সৃষ্ট, স্থিতি ও প্রলয় সাবিত হয় । প্রলয়ে সেই গুণত্রয় পৰমেশ্বরে লীন হয় তখন তাতাদের বিকাশ হয় না । ভগবান তখন নিষ্ক্রিয় ও নিমিত্ত থাকেন ।

৩ । প্রকৃতি, পুরুষে লীন থাকিবার জন্য সৃষ্টি কাণ্ডা অচল থাকে ।

৪ । শক্তি বিকাশ বিশ্বসৃষ্টি-আরম্ভ পৰিকল্পিত হয় । সেই উচ্ছাশক্তিই আত্মাশক্তি বা মহামায়া নামে অভিহিত হয় । বখা, চণ্ডীতে—

“মহামায়া প্রভাবন সংসার” স্থিতিকারণং ।

তবাত্র বিশ্বব্যঃ কাব্যোযোগনিহাঃ জগৎপতে ।”

৫ । ভগবানের রূপ কল্পনা করা হইল, অর্থাৎ ভগবান জ্ঞানবোধ্য ও পূর্ণদ্যোতির্ময় ।

ভুবন কল্লিত হয় দেহ সন্নিবেশে,
 কপেব কল্লনা, শুদ্ধ সত্ত্ব সমাবেশে । ৬
 ব্রহ্মাণ্ডেব বীজরূপ, আদি নাবাষণ,
 তাঁহাতে উদ্ভব, যত অবতার গণ । ৭
 ব্রাহ্মণ বিগ্রহ ধবি, পদ্মনাভ হরি,
 দ্বন্দ্বচর স্বাধ্যায়ে বত, হযে ব্রহ্মচারী । ৮
 কৌমাৰাদি সৃষ্টিতবে আদি অবতাব,
 ভক্তিভাবে তাব পদে কবি নমস্কার । ৯
 জল-মগ্না বসুন্ধবা, কল্প অবসানে,
 বেদ উদ্ধাবিল বিভূ, ধৰিয়া দশনে । ১০
 জলে স্থলে অবস্থান, অতীব বিচিত্র,
 নল্লাহ নৃবতি তাঁব, পবন পবিত্র । ১১
 কৰ্ম্মেব বন্ধন হেতু, ক্লিষ্ট, জীবগণ,
 মুক্তি দ্বাব উদ্ঘাটিতে, দেব নাবাষণ—১২
 নল্লাহ বিগ্রহ ধবি, জীবমুক্তি তবে,
 বিলাইল হবিনাম ব্রহ্মাণ্ড ভিতবে । ১৩

৬। এষ্ট বিদ্যব্রহ্মাণ্ড ভগবান্‌বট আভাব অৰ্ণাৎ প্রতিবিম্ব মাত্র যথা বেদান্তে
 কথিত আছে যথা—“ঐশান্যান্‌বিদ্যং সৰ্গং যৎকিঞ্চিদিবর্ততে” ।

৭। ভগবান্‌ ইতিতৈব অবতাবব উৎপত্তি, অৰ্ণাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম অঙ্কে ৩য়
 অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে কথিত আছে যথা—

“এতগানাবতাৰাণাং নিধান বীজমব্যব” ।

বস্তাংশাংসেন সৃজ্যন্তোদবতিবাঙ নরাধরঃ” ॥

৮—৯। ২ শ্লোকে ১ম অবতাব কল্পন । ১০—১১। ৩ শ্লোকে ৩য় অবতার অৰ্ণাৎ
 বরাহাবতার কথন ।

১২—১৩। ৩ শ্লোকে ৩য় অবতাব অৰ্ণাৎ নাবদাবতাব কল্পন ও অবতীর্ণ হইবার
 কারণ বৰ্ণিত হইল ।

শিখাতে মানবগণে, আত্ম-সংযমন,
 শর-নারাশ্রয়ণ কপে, তবে আগমন । ১৪
 নিগূঢ় সৃষ্টিব তত্ত্ব, করিতে প্রকাশ,
 অনুপম সাংখ্য শাস্ত্র কপিলে বিকাশ । ১৫
 আত্ম-বিছা শিখাইতে, অলক, প্রহ্লাদে,
 অনসূয়া গর্ভে জন্ম, লভিলা সাহ্লাদে । ১৬
 দত্তাত্রেয় অবতার ভাবতে প্রথিত,
 শুদ্ধ সত্ত্ব ভাব জীব, ত'ল প্রকাশিত । ১৭
 ক্রিয়া, কৰ্ম্ম, যাগ, যজ্ঞ, হীন যবে জীব,
 তব দয়া প্রকাশিয়ে নাশিলে অশিব । ১৮
 কচির ঐবাসে, বিভু, আকৃতি উদবে,
 জনম লভিলা যবে, স্বেচ্ছা নাম ধবে । ১৯
 ক্রিয়া, কৰ্ম্ম, যাগ, যজ্ঞ, মুক্তিব কাবণ,
 কালবশে পুনঃ তাহে বদ্ধ জীবগণ । ২০
 আত্মকৰ্ম্মে বদ্ধজীব লুতাতন্ত্র সম,
 কৰ্ম্মফল ভুঞ্জিবারে জীবের জনম ' :
 ফল আশা পবিহরি কৰ্ম্ম আচরণে,
 জীবমুক্ত কৰ্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণে । ২২

১৪। ১ শ্লোক ৪র্থ অবতার কখন ও অবতীর্ণ হইবার কারণ নির্দেশন।

১৫। ১ শ্লোকে ৪ম অবতার কখন ও অবতীর্ণ হইবার কারণ নির্দেশন। কপিলাবতারে ভগবান, জননী দেবহুতিকে ও আচারি নামক ব্রাহ্মণকে লগ্নপ্রায় যোগ শিক্ষা দানের জন্ত সাংখ্য-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

১৬—১৭। ২ শ্লোকে ৬ষ্ঠ অবতার কখন ও অবতীর্ণ হইবার কারণ নির্দেশন। এই অবতারে অগ্নিপত্নী অনসূয়ার প্রাৰ্থনামাত্র দেবগণ দত্তাত্রেয় নামে তাঁহাব গর্ভে জন্মলাভ করেন।

১৮—১৯। ২ শ্লোকে ৭ম অবতার বর্ণন ও অবতীর্ণ হইবার কারণ নির্দেশন হইল।

২০—২১। ৫ শ্লোকে ৮ম অবতার বর্ণন ও অবতীর্ণ হইবার কারণ নির্দেশন হইল। এই

শ্যাম ধরিয়া নাম মোক্ষ শিক্ষা আশে,
 জনমিল মেরুগর্ভে, নাভেব ঔরসে । ২৩
 ফলমুখি ফুল সম যত মুক্ত জীব,
 মুক্তি পথে অগ্রসব, নহে বদ্ধজীব । ২৪
 ঋষি প্রার্থনা মতে নবদেব মূর্তি,
 প্রস্থানান্তে অবতীর্ণ, স্তম্ভব আকৃতি । ২৫
 মধুম্ভব শেষে যবে, ভীষণ বর্ষণে,
 ক্ষীণতা মহোদধি যথা, সলিল প্লাবনে । ২৬
 ধরিত্রী ভাসায়ে পৃষ্ঠে, তরণী স্বরূপে,
 উদ্ধাবিল বৈবস্বত মনু, সীম কপে । ২৭
 অমৃত লভিতে যবে মিলি দেবানুরে,
 মথিল ক্ষীবোদার্ণব, সবে প্রাণপূবে । ২৮
 মন্থন দণ্ডেব তবে মন্দর ভূধবে,
 প্রস্থাপিল নিজ পৃষ্ঠে কুর্মা অবতাবে । ২৯
 অতি অপকপ কপ, কুর্মা অবতার,
 পুরুষ প্রকৃতি যোগ করি নমস্কার । ৩০

অবতারে ভগবান, পারমহংস ব্রহ্মেব উপদেশ প্রদান করিয়া জীবগণকে মুক্তি শিক্ষা দেন ।
 নিখাম কর্ণধারাই ভাব বে মুক্ত ভব, উহা সাধনাধায়ে বিবৃত হইবে । অলাবু ও
 কৃষ্ণাণ্ডের দেকপ আগ্রে মল তটয়া পান কুল তব তঙ্গপ নিত। মুক্ত জীবগণ অগ্র সিদ্ধ হইয়া
 তপে সাধন কায়া আবদ্ধ করেন ।

২৫ । ১ শ্লোকে ৯ম অবতার বর্ন ও অবতীর্ণ হইবার কারণ নির্দেশ । এই
 অবতারে ভগবান পৃথু নামে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবী হইতে ওষধি সকল দোহন করিয়া-
 ছিলেন । তজ্জন্ত উহা অতিশয় মনোরম ও বাঞ্ছনীয় ।

২৬—২৭ । ২ শ্লোকে ১০ম অবতার বর্ন ও অবতীর্ণ হইবার কারণ নির্দেশ করা
 গেল ।

২৮—৩০ । ৪ শ্লোকে ১১ম অবতার বর্ন ও অবতীর্ণ হইবার কারণ নির্দেশ
 করা গেল ।

জ্ঞান নহে কৰ্ম্ম যোগ, সেই যুগধৰ্ম্ম,
 আদি অবতাব, শুদ্ধ সৃষ্টি আদি কৰ্ম্ম । ৩১
 মনন্তরী কপে বিশ্বে দ্বাদশাবতাব ,
 অম্বুবাশি হতে হ'ল সুধাব উদ্ধাব । ৩২
 প্রকাশিল আয়ুর্বেদ, মঙ্গল কাবণ,
 জবা ব্যাধি হ'তে মুক্ত, যাহে জীবগণ । ৩৩
 মোহিনী মূৰ্ত্তি ধবি, মোহিয়া দানবে,
 বিলাইল সুধাবাশি, দেবগণে, যবে । ৩৪
 বিষ্ণু-দেবী হিবণাকশিপু দৈতা ববে,
 বিনাশিল দেব—নরসিংহ কপ ধরে । ৩৫
 বামন বিগ্রহ ধবি, বলিবে ছলিল,
 পরশুরামেতে ধবা দেব নিঃক্ষত্রিল । ৩৬
 জীবে অন্ন শক্তি হেবি স্মৃত-পরাশর,
 বিভাগিল চাবিভাগে, বেদ-তরুবব । ৩৭
 ব্রৈতায়ুগে সমুদ্ভূত রাম অবতাব,
 বীৰ্য্য সাধ্য কৰ্ম্ম যত সাধিল সেবাব । ৩৮
 পিতৃসত্য পালিবাবে ছাড়ি বাজ-পদ,
 বনবাসী হ'ল বান, ঘটিল বিপদ । ৩৯

পুথিবার সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় জীব সংখ্যা বদ্ধিত হওয়ায়, এক দোহে পুরুষ প্রকৃতি মন্ত হইয়া
 কান্দুরই প্রয়োজন কবাইল ।

৩২—৩৩ । ২ শ্লোকে দ্বাদশাবতার বান । ধরত্ববা আবাসদ প্রচাব কবেন ।

৩৪ । ১ শ্লোকে ত্রয়োদশাবতার বান ।

৩৫ । ২ শ্লোকে চতুর্দশাবতার বান ।

৩৬ । ১ শ্লোকে পঞ্চদশ ও ষোড়শাবতার বান ।

৩৭ । ১ শ্লোকে সপ্তদশাবতার বান ।

৩৮—৪১ । ৪ শ্লোকে অষ্টাদশাবতার অর্থাৎ বাসাবতার বান ।

বধিবারে রক্ষঃপতি লঙ্কার রাবণ,
 সাগরে বাঁধিল দেব, করি দৃঢ়পণ । ৪০
 জ্ঞানকীরে ভেয়াগিল, প্রজার কল্যাণে,
 সত্যত্রত রাধিবারে বিহরিল বনে । ৪১
 ভূভার হরণতরে, পূর্ণব্রহ্ম হরি,
 লীলাছলে ক্রুশক, রাম কপে অবতরি । ৪২
 ক্রুশক বলরাম কপে পূর্ণ অবতার ;
 • খেত কৃষ্ণ মিলি দৌহে অদ্বৈত আকার । ৪৩
 কলিযুগে দেবদেবী অশুরে মোহিতে,
 বুদ্ধকপে অবতীর্ণ গয়া প্রদেশেতে । ৪৪
 বুদ্ধকল্প বুদ্ধক ভাব যবে লুপ্ত প্রায় ;
 হিন্দুধর্ম উদ্ধাবিতে শঙ্কর বিজয় । ৪৫
 কত সত্য, কত ত্রেতা, কতই দ্বাপর,
 ক্রমধর্ম্যে যুগ যত ভ্রমে নিরন্তর । ৪৬
 এক ব্রহ্ম আদি বীজ ব্যাপ্ত চরাচর ;
 চিদানন্দ নির্বিকল্প পূর্ণ পরাংপর । ৪৭
 কপহীন ভাববশে তাঁহাব বিকাশ ,
 নীল, কৃষ্ণ বর্ণ ভেদ আকাশে প্রকাশ । ৪৮

৪০—৩। ২ শ্লোকে একোনিংশতি ও বিশতি অর্থাৎ কৃষ্ণ ও বলরাম অবতার বর্ণন। বিষ্ণু সৃষ্টিতে যেত ও কৃষ্ণ দুইটা মূলবর্ণ, কৃষ্ণ বলরামে সেই মূলবর্ণেরই বিকাশ হইল।

৪৪। ১ শ্লোকে একবিংশতি অর্থাৎ বুদ্ধাবতার বর্ণন।

৪৫। ১ শ্লোকে দ্বাবিশত্যাৱতার অর্থাৎ শঙ্করাবতার বর্ণন।

৪৬। অনন্তযুগ আসিতেছে ও বাইতেছে ও যুগ-ধর্মের নিরত পরিবর্তন ঘটতেছে।

৪৭। একব্রহ্ম চিত্রপে জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। বটবৃক্ষের বীজ যেমন নষ্ট হয় না তদ্রূপ ভগবানরূপ বীজ নিহিত থাকিয়া কালে অকুরিত হয়। ঠাকুর যেমন বলেন “গির্গি যেমন নাতা কাতা স্বাভির ভিতর সকল গাছের বীজ অর্থাৎ শশা বিচি, কুমড়া বিচি তুলিয়া রাখেন, সেইরূপ সৃষ্টি স্বংশে মহামায়া সৃষ্টির বীজ রাখিয়া দেন।”

৪৮। আকাশ বর্ণ বিহীন হইলেও তাহাতে যেমন সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া নানা বর্ণের

অনন্ত জীবের সৃষ্টি, জীব অগণন ;
 একত্রে বহুত্ব তার কে করে গণন, ৪৯
 এক ব্রহ্ম ভাব-রূপে, অনন্ত বিগ্রহ ;
 ইচ্ছাশক্তি পবকাশি, ধরে বহু দেহ । ৫০
 কলি-জীব স্বল্প-আয়ু অল্পগত-প্রাণ ;
 তপ, যোগ, যজ্ঞ, নহে নিস্তার কারণ । ৫১
 তাই শিব বিধানিল আগম বিধান,
 শক্তির সাধন-মন্ত্র সাধনা প্রধান । ৫২
 জীবে মুক্তি লভিবারে যে কারণ-বারি,
 ভগুকাপালিকে তাহা সাধনার অরি । ৫৩
 পঞ্চম মকারে হয় সাধনার সিদ্ধি,
 উন্নত তান্ত্রিকে তাহা, বাসনার বৃদ্ধি । ৫৪
 কামিনী সুরায় শেষে তত্ত্বের সাধনা,
 আসক্তি প্রবৃতি যাহে, সিদ্ধি বিডম্বনা । ৫৫

সমাবেশ দেখাবার, ভগবানের রূপ সম্বন্ধেও তজ্জপ, অর্থাৎ ভগবানের কোনরূপ, না থাকিলেও ভক্তগণ তাঁহার নানা রূপ দেখিতে পান ।

৪৯—৫০ । এক বর্ণে বহুবর্ণ বৃক্ষ হইয়া বেকপ বহুঅর্থ প্রকাশ করে, তজ্জপ শক্তি সংযোগে এক ঈশ্বর বহুরূপে প্রতিভাত হন । ক্রতি যথা—

“একোবর্ণেবহবর্ণশক্তি রোগাৎ বর্ণন্যনেকান্নিতার্থোদধাতি ।

বিচৈতিচাত্তে বিশ্বমাদৌত্তরা সমুদ্রা সমবনজু” ।

৫১—৫২ । জগৎগুরু শিব, তত্ত্ব-সাধনা প্রচার করেন । ভক্তি ও বিশ্বাসে সামান্য ক্রিয়া দ্বারা শিব জীব-মুক্তির বিধান করিলেন ।

৫৩ । কাপালিক বা ইতর তান্ত্রিক সাধারণ ভাবে যদ্যকে “কারণবারি” বলিয়া ব্যবহার করেন ।

৫৪ । পঞ্চমমকার অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব ।

৫৫—৫৬ । ৪ রোকে তত্ত্ব-সাধনার ব্যতিচার বর্ণিত হইল । কারণ বারি জীবে আনন্দদায়িনী, কিন্তু জীব সেই কারণ বারির অপব্যবহার দ্বারা ও পরকীয়া শক্তিতে

প্রেমভক্তি তাহে লুপ্ত, উন্মাদের প্রায়,
 বিপথে উন্মুখ সাধু, স্থপথ হারায় ॥ ৫৬
 তন্মের প্রভাব যবে বঙ্গে বিস্তারিল ;
 প্রেম, ভক্তি, বিলাইতে চৈতন্য আইল । ৫৭
 শক্তি সহ যুক্ত হযে, শক্তি নিবারিল ।
 ভারতের ঘরে ঘরে প্রেম বিলাইল । ৫৮
 আবার ধর্মের গ্লানি, উপজে ভারতে,
 হিন্দুধর্ম লুপ্ত প্রায়, ধর্ম বিপ্লবেতে । ৫৯
 সাধন ভজন হীন অতি অনাচারী,
 জ্ঞান ভক্তিহীন সবে ভক্ত-ভেকধারী । ৬০
 কভু হিন্দু বেদাচারী শাস্ত্র-ব্যবসায়,
 ভগবানে নাহি জানে—জীবিকা উপায়— । ৬১
 হিন্দুকূলে জনমিয়া কখন খৃষ্টান ;
 রীতি-নীতি কভু তার সম মুসলমান । ৬২
 হৃদয় বিহীন নর পশুর সমান,
 আত্মস্তরি আত্ম-গর্ব্ব আত্ম-অভিমান । ৬৩
 তমোগুণে পূর্ণ সবে, পূর্ণ অহঙ্কার,
 অজ্ঞানে, জ্ঞানভাবে করিছে বিচার । ৬৪

আসক্ত হইয়া মুক্তিলাভ দূরে থাক্ যোর বিপথে পতিত হইয়া, ভগবান লাভে সম্পূর্ণ
 অসমর্থ হয় । ভগবান্নৈতিক শক্তি সাধনা করিতে গিয়া, স্বরার প্রভাবে, কতই না অকর্ম
 করিয়া ফেলে ।

৫৭—৮ । ২ স্লোকে ত্রয়োবিংশতি অর্থাৎ চৈতন্যাবতার বর্ণন ।

৫৮ । শক্তি অর্থে লক্ষ্মী-শ্রিয়া । ভোগের দ্বারা ত্যাগ প্রদর্শন

৫৯—৬৪ । এই কর্তী স্লোকে রামকৃষ্ণাবতার বর্ণনাকালে ভারতের হীনাবস্থার বিষয়
 বর্ণনা করা গেল ।

কলিযুগে জীব যবে অন্নগত-প্রাণ,
 বৈদেশিক ভাবে যবে চিন্তসমাধান । ৬৫
 যাহাতে সদাই রহে ভাবেব অভাব,
 তাবে দিল বামকৃষ্ণ ভগবত ভাব । ৬৬
 দীনহীন গুপ্তভাবে তাঁব আগমন,
 তাপিত মানবে শাস্তি দিবার কারণ । ৬৭
 যে কোন ভাবেতে যার হযেছে দর্শন,
 সেভাবে হৃদয়ে শাস্তি, করেছ স্থাপন । ৬৮
 যার চিত্ত তব তরে সদা ব্যাকুলিত ।
 শুদ্ধা ভক্তি দিলে তারে হয়ে আকুলিত । ৬৯
 ধর্মের পার্থক্যভাব তুমি ঘুচাইলে ;
 সর্ব ধর্ম সমন্বয়ে সাধনা কবিলে । ৭০
 মাতৃভাবে নিজশক্তি, আপনি পূজিলে,
 তোমার আমিহ তুমি, তোমাতে মিলালে ॥ ৭১

৬৫ । পান্ড্যত্যাগ শিক্ষা দ্বারা পান্ড্যত্যাগ রীতি নীতি ও আহার ব্যবহার হওয়া

৬৬ । ভাববিহীন পদার্থ ।

৬৭ । ঠাকুর স্বয়ং বলেন এ অবতারে তাঁহার ছদ্মবেশে আগমন ।

৬৮ । যে প্রাণমনে যে ভাবে তাঁহাকে ভাবিয়াছে, তাহার তরুণ লাভ হইয়াছে । অর্থাৎ যে, শুদ্ধভাবে তাঁহাকে ভাবিয়াছে, তাহার কাছে তিনি শুদ্ধ, ও যে ভগবানভাবে ভাবিয়াছে তাহার নিকট ভগবানরূপে দেখা দিয়াছেন ।

৬৯ । কবেকজন ভক্তকে বিনা তপস্তা চিত্তশুদ্ধি দান করিয়া চরিতার্থ করেন ।

৭০ । শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণস্বয়ং স্বয়ং সর্বধর্মের সর্ব সম্প্রদায়সম্মতসাধনা দ্বারা, ধর্মের একত্ব ভাব শিক্ষা দিয়াছেন । তিনি বলেন “বিভিন্ন ধর্ম, একই ঈশ্বরে পৌছিবার ভিন্ন পথ মাত্র” ।

৭১ । ভগবান সকল অবতারে শক্তি সহ লীলা করিয়াছেন, এবং স্বীয় শক্তিতে প্রেম সাধনা করিয়া লোক শিক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু ভগবান বামকৃষ্ণ নিজ শক্তিতে মাতৃভাবে সাধনা করিয়া কামিনী যে ভোগ লাগসা চরিতার্থ করিবার জন্ত নহে, এবং রমনীকে মাতৃভাবে সাধনা ভিন্ন রিপূনরনের যে অন্ত উপায় নাই, তাহা বিশদভাবে দেখাইয়া দিয়া, জগতে এক যুগান্তর ঘটাইয়া দিয়াছেন ।

কেশবাদি ব্রাহ্মভক্ত তোমারি কৃপায় ।
 লভিল শক্তিব জ্ঞান-সাধন উপায় । ৭২
 নিত্য সিদ্ধ নরেন্দ্রাদি তব নিজ জন,
 তব যশোগুণ গানে যাপিল জীবন । ৭৩
 শুবশ মনোমোহন লভি ভক্তিবারি,
 তঁজিল নশ্বর দেহ তব নাম করি । ৭৪
 বিজয় ভক্তের শ্রেষ্ঠ অধৈত গোঁসাই,
 'সেবিল তোমাতে যথা সেবেছে নিতাই । ৭৫
 ভক্তবীর রামচন্দ্র সেবি প্রাণপণে,
 প্রচারিল তব নাম ভক্ত সন্নিধানে । ৭৬
 যত পাপী উদ্ধাবিল তোমার কৃপায়,
 গিবীশ লভিল ভক্তি তোমার দ্বায । ৭৭

৭২ । কেশবচন্দ্র সেমের নববিধান প্রচার, ঠাকুরের সর্বধর্মসম্বন্ধ উপদেশের চরম ফল ।

৭৩ । স্বামী বিবেকানন্দ ।

৭৪ । মনোমোহন মিত্র একজন ভক্তবীর । ইঁহার নিবাস কোয়গর, ইনি—বেঙ্গল-সেক্রেটারী আফিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন ।

৭৫ । বিজয়চন্দ্র গোস্বামী নবদ্বীপস্থ চৈতন্যভক্ত অধৈতবংশীয় । প্রথমে সাধারণ ব্রাহ্ম-দলভুক্ত থাকিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায়, সাধনাবারী মহোচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন ।

৭৬ । রামচন্দ্র দত্ত একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন, ইনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের Assistant to the Chemical Examiner এবং Science Associationএর একটা গুরুত্বপূর্ণ সহকারী ছিলেন । ইনি প্রধান ভক্তবীর । ঠাকুর ইঁহার রক্তাবতাদের অংশে জন্ম বলিয়া কহিতেন । ইনিই সর্বপ্রথমে ভগবান রামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া সর্ব সাধারণে প্রকাশ করেন । ইনি কাঁকড়াগাছীস্থ নিজোদ্যান, রামকৃষ্ণদেবের স্মরণার্থ দান করিয়া, সেই উদ্যানে ভগবানের অস্থি সংস্থাপন করিয়া, তাহাতে মন্দির ও মাটমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন । উদ্যানটী যোগোদ্যান নামে অভিহিত এবং তাহাতে প্রতি ভাদ্রমাসের জন্মদ্বিতী তিথিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোভাব-উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে ।

৭৭ । ইনি বঙ্গ নটচুড়ামণী এবং প্রথিত নামা বঙ্গীয় লেখক গিরীশচন্দ্র ঘোষ দাসে

সাক্ষোপাঙ্গ লয়ে প্রভু জনমি ধরায়,
 শুকাতক্তি শিখাইলে তোমার লীলায় । ৭৮
 মম ভিক্ষা তব পদে দাস হয়ে থাকি,
 মন কাঁচে তব মূর্তি সতত নিবধি । ৭৯
 সংস্কার বশে জীব জন্মে অবিরত,
 সঙ্কল্প সাধিতে চিত সদাই নিরত । ৮০
 সাধিতে বিশ্বের হিত শক্তি সমাবেশে,
 বিরচিয়া মায়াদেহ অবতার আসে । ৮১
 আবির্ভাব তিরোভাবে রহস্ত নিহিত,
 পূর্ণ অবতারে তাহা আছে প্রকটিত । ৮২

পরিচিত । ইনি তৈরব অংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং পূর্ণ বিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন । ঠাকুরে আত্মনির্ভর করিয়া, ইনিই তাঁহাকে বকলবা দিয়াছিলেন এবং ঠাকুরকে স্বয়ং ভগবান বিশ্বাসে তাহা ভক্তগণের নিকট প্রচাব করেন । ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে ঠাকুরসিঁতির বাগানে সকলকে স্পর্শ দ্বারা সংসারী ভক্তের ভিতর চৈতন্য বিকীরিত করিয়া, ভাবাবস্থার আত্ম প্রকাশ করেন ও বলেন “বিনি বাম, বিনি কৃক, তিনিই ইমানী রামকৃক” ।

৭৮ । অষ্টরঙ্গ ভক্তগণ অর্থাৎ রাম, ননোমোহন, শ্রীমঃ অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বলরাম বদ্র, সুরেশ, সুরেন্দ্র, বুড়ো গোপাল, নিরঞ্জন, লাই, তারক, নারায়ণ, নরেন্দ্র, ছোট নরেন, যজ্ঞেশ্বর, রাজেন ও শশিভূষণ ইত্যাদি ।

৭৯ । মন কাঁচ অর্থাৎ কটোপ্রাণের জ্বার রঞ্জিন কাঁচ বাহাতে মূর্তি অঙ্কিত হয় ।

৮০ । পূর্ণ জন্মার্জিত কর্মফলে এবং সেই ফলভোগোপযোগী দেহ ধারণ করিয়া ও তত্ত্বপদুস্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবের দেহ অবসান হয় । অতএব জীবের জন্ম ও মৃত্যু নিয়তির অধীন ।

৮১ । অবতারগণ সাধারণ মানবের জ্ঞান পিতার গুরু ও মাতার শোণিতে জন্মগ্রহণ করেন না । তাঁহারা পরাবিদ্যার প্রভাবে আদ্যাশক্তিদ্বারা মায়া দেহ বিরচিত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, যথা ভাগবতে কথিত আছে (শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় ৩০ শ্লোক) :
 এতদ্রূপং ভগবতো হরুপপ্ত চিদান্বনঃ ।

মায়াজটৈ বিরচিতং মহাদাধিত্যত্মনি ।

৮২ । অবতারের জন্ম ও মৃত্যু সাধারণ জীবের জ্ঞান নহে, তাহা শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীজৈরামকৃষ্ণাবতারে প্রকাশ আছে ।

৬৭—৮৪ । এই কয়টি শ্লোকে চতুর্বিংশতি অবতার অর্থাৎ রামকৃষ্ণ অবতার বর্ণিত হইল । ভাগবতে কোন অবতার সংখ্যা নির্দিষ্ট না করিয়া কেবল বলিয়াছেন যে, ধর্মবিসম্ব উপস্থিত হইলে, ধর্ম সংস্থাপনের জন্ত ও অধর্ম নাশের জন্ত, ভগবান অবতাররূপে

পর্যায়ে সে ভাব কথা করিয়া বিস্তার,
 প্রচারিব রামকৃষ্ণ নীলা কি প্রকার । ৮৩
 জীবভাবে নহে তাঁর ভবে আবির্ভাব,
 নীলাষ প্রকট বিভূ সবে সমভাব । ৮৪
 জীবের কলুষরাশি কবিতা বহন,
 নীলাদেহ প্রতিদানে হয় বিসর্জন । ৮৫

জগৎগ্রহণ করেন । শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ৩৮ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে কথা :—

“অবতারাক্ষসংখ্যোদ্যাহরেঃ সত্বনিধেৰ্হিমাঃ ।

যথা বিদ্যাসিনঃ কুলাঃ সরসঃ স্বঃ সহস্রশঃ” ।

পূর্ব শ্লোকে ভাগবতে অসংখ্য অবতারের কথা বলিয়া শেষে বলিলেন :—

“এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান স্বয়ং ।

ইন্দ্রিয় ব্যাকুলং লোকং মূড়য়ন্তি যুগে যুগে” ।

পরে রামকৃষ্ণ চরিত্র বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পূর্বাভ্যাস, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরাম দেবকে লইয়া পূর্ণ, কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ । অর্থাৎ উক্ত অবতারগণও সত্বদাকর্ষণকারী স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহকারণ ও লোকতোষণার্থ পরমপুরুষের অংশ ও কলারূপে যুগে২ অবতীর্ণ হইয়াছেন ও হইয়া থাকেন । এখানে ইহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা এই যে, জগতে কামিনী-কাঞ্চনই যখন সমগ্র ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তির উত্তেজক, তখন কেবল মাত্র কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিতে পারিলেই যে ইন্দ্রিয় সমস্ত নিগ্রহ হইল, তাহা আর বুঝিতে বাকি থাকে না । তাই বলিলাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবানরূপে কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কারণ কামিনী কাঞ্চন ত্যাগই তাঁহার সাধনার মূলমন্ত্র । ভবিষ্য পুরাণে কঙ্কিঅবতার ব্যতীত কলিতে তিন অবতারের বিষয় বর্ণিত আছে । ১ম শঙ্করাচার্য্য, ২য় চৈতন্য, পরে ৩য়টী বাকি থাকে । সেই ৩য় অবতার ধরিলেও রামকৃষ্ণ সেই স্থান অধিকার করেন । পূর্ব কথিত শ্লোকে কোন ২ গ্রন্থে ইন্দ্রিয় স্থানে ইন্দ্রিয়ারি শব্দ প্রয়োগ আছে । ইন্দ্রিয়ারি বলিতে গেলে ইন্দ্রের যে সমস্ত অঙ্গর শব্দ, তাহাই বুঝায়, কিন্তু কলিতে ইন্দ্রিয়ারি দ্বারা লোকে কিরূপে ব্যাকুলিত হইবে ? হৃতবাঃ ইন্দ্রিয়ারি শব্দ হলে ইন্দ্রিয় শব্দ প্রয়োগ হইলে অর্থ বোধ হয় । বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ অবতারে তিনি ইন্দ্রের গর্ভে থর্ব করিবার জন্ত ইন্দ্রবজ্র প্রথা উঠায় দিয়া গোবর্দ্ধনপিরির পূজা প্রথা গোকূলে প্রবর্তন করেন । অতএব ইন্দ্রিয়ারি পরিবর্তে ইন্দ্রিয় শব্দ থাকিলেই অর্থবোধ হয় । অবতার সম্বন্ধে পবনহংসদেবের মত নীলা বর্ণন হলে বর্ণিত হইবে ।

সূর্য্যবংশ অবতংস নৃপতি প্রধান,
 পুণ্যশীল দশবধ অতিভক্তিমান্ । ৮৬
 সাধিল পুত্রোষ্টি ষাগ পুত্রের কারণ,
 ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবরে কবিয়া বরণ । ৮৭
 সেই যজ্ঞহৃত-চক্র কবিয়া ভক্ষণ,
 জ্যোষ্ঠা রাণী এসবিল রাজীবলোচন । ৮৮
 রামেন্দ্র জনম কথা অতি অপকপ,
 রামাযণে বিবরিত তাঁহার স্বরূপ । ৮৯
 শোণিত শুক্রেতে নহে দেহ বিরচিত,
 মহামায়া শক্তিবলে হয় সংঘটিত । ৯০
 যোগেব বিভূতি বলে বলী বক্ষঃপতি,
 নিষ্পেষিলা দেবকুল বাক্সস দুর্ম্মতি । ৯১
 শৈবভেজ নিষ্কাসিতে পূর্ণ অবতাব,
 অদম্য বাবণ হত হৃত ধবা ভার । ৯২
 অপ্রাকৃত ভাবে তাঁর যথা আবির্ভাব,
 সরযু সলিলে তথা হয় তিবোভাব । ৯৩
 কারানীতা অবরুদ্ধা দেবকী উদরে,
 জনমিল রাম, ক্রুশ ও মায়া দেহ ধরে । ৯৪
 শ্রীকৃষ্ণ সাধিত কৰ্ম্ম করি সমাধান,
 ব্যাধের শাণিত শরে ত্যজিল পরাণ । ৯৫

৮৫।১০৬ । ২০টা শ্লোকে ইহা দেখান হইল যে অবতারগণ মায়াধারা দেহ ধারণ
 করিয়া সৰ্ব্বলুপ্তভারবহনজন্ত কঠিন ব্যাধি কিবা অস্ত্র উপায়ে দেহ বিসৰ্জন দ্বারা,
 সেই জীব-কলুষরাশির প্রায়শ্চিত্ত করেন । এইহলে শ্রীকীরামকৃষ্ণ দেবের জন্ম ও মেহাব-
 সান বৃত্তান্ত পয়ালোচনা করিয়া যাঁহা অনুমিত হইত, তাঁহা সুধীগণ বিচার করিয়া
 শ্রীকীরামকৃষ্ণ যে অবতার তৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে কুণ্ঠিত হইবেন না ।

পূর্ণজ্যোতি প্রবেশিয়া মাযার জঠরে,
 জনমিল বুদ্ধদেব, প্রাসাদ ভিতরে । ৯৬
 শাক্যসিংহ, রাজ-ভোগ ত্যজি পরিজন,
 ভিক্ষুবেশে অবণ্যেতে করিল গমন । ৯৭
 প্রচারিয়া শেষ শিক্ষা নিজ শিষ্যগণে,
 ত্যজিল নশ্বর দেহ বসি শালবনে । ৯৮
 শিবজ্যোতি প্রবেশিয়া গর্ভ সমাধান,
 বিশিষ্টা লভিল পুত্র, শঙ্কর সমান । ৯৯
 শঙ্কর শঙ্কবাদেশে ধর্ম প্রচাবিল,
 ভগন্দর রোগে দেব দেহ সম্বরিল । ১০০
 বায়ু-বিতাড়িত তেজে গর্ভের সঞ্চাব,
 শচীদেবী প্রসবিল শিখাই কুমার । ১০১
 প্রেমভক্তি বিলাইয়া ভারত ভিতরে,
 মিশিল পুরুষোত্তমে অকুল সাগরে । ১০২
 কুমারী মেবাব গর্ভে শীঘ্র জনমিল,
 ঈশ্বর আদেশে প্রেম-ভক্তি প্রচাবিল । ১০৩
 জনে জনে ভ্রাতৃত্বাব যবে উন্মেষিল,
 নবেব কলুষ লয়ে ক্রুশে বিদ্ধ হ'ল । ১০৪
 বায়ুভাবে শিবজ্যোতি জঠবে প্রবেশি,
 হুগুগু জনমিল পূর্ণিমা বশী । ১০৫
 ধর্মতত্ত্ব প্রচারিয়া ভগবতাদেশে,
 কণ্টরোগে লীলা শেষ হ'ল অবশেষে । ১০৬
 ত্যাগ শিক্ষা মূলমন্ত্র নরের শোভন,
 ধবা অবতারি দেব করেন অর্পণ । ১০৭

খণ্ডপূর্ণ অবতাব বিবিধ কথন,
 প্রযোজন মতে হয় শক্তি সঞ্চাবণ । ১০৮
 উদ্দেশ্য বহন যথা—পূর্ণ অবতাব—
 —অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণ নির্বিকাব— ১০৯
 ক্ষীণজ্যোতি বিভাসিত পথ প্রদর্শনে,
 মধ্যাহ্ন ভাস্কব জ্যোতি তম নিবারণে । ১১০
 নবেব বলুঘ বাশি কবিত্তে বহন,
 ধবামাষে নব কাপে হয় আগমন । ১১১
 দেশকাল পাত্র ভেদে কবি শিক্ষাদান,
 প্রায়শ্চিত্ত হয় শেষে কবি প্রাণ দান । ১১২

বাইবার আলোক প্রদর্শিত হয়, কিন্তু পূর্বাবতাবে ভগৎপ্রহেলিকা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের মুক্ত করেন ।

১১১ । ভগবান বামকৃষ্ণ শ্রীনাথ নাক্ত কবিবাচন, “দেখলাম খোশ্‌টী ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল, এস বসে আমি যোগে অবতাব, তখন ভাবলেন বুঝি মনের খেয়ালে ঐসব কথা ব’লুছি, তারপৰ চুপ কবে দেখলাম, তখন দেখি আগনি ব’লুছে, শক্তির আরাধনা চৈতন্তও করেছিল । দেখলাম পূর্ণ আভির্ভাস, তবে সব গুণের ঐশ্বর্য । মাকে বশেছিলাম যে আর বকতে পারি না, যেন একবার ছুঁয়ে দিলে, সোকেই চৈতন্ত হয়” । আর এক সময় ভাবাবেশে সরাসী সেবক বাবালকে বলিয়াছিলেন “আমি এবেছি, তুই কবে এল” ? অবতাবগণ জগতে অবতীর্ণ হইলে অন্তবঙ্গ সাক্ষোপান্নগণও তাহার সহিত সমসাময়িক সময়ে অবতীর্ণ হন, ঠাকুরের উক্ত প্রসঙ্গ তাহা প্রকাশিত হইল । পীড়াকালীন যখন ঠাকুর সঁঠির বাগানে ছিলেন, তখন ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে গিরীশচোষ প্রমুখ সংসারী ভক্তগণকে বল্লভক হইয়া স্পর্শছলে উদ্ধার করিতে ছিলেন । সেই সময় ভাবাবস্থা বলিয়াছিলেন, “যিনি কালে রাম ও কৃষ্ণ হইয়াছিলেন, সেই ইন্দানী রামকৃষ্ণ” । ভগবতের ইতিহাস পয়্যালোচনা করিলে দেখাযায় যে, সকল দেশে সকল কালে অবতারগণ নবেব উদ্ধারের জন্য, নিরুপবীবে তাহাদের পাপ গ্রহণ করিয়া, নিজ শোণিত দানে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন । যীশুখ্রীষ্ট তাহার অলস্ত উদাহরণ ।

১১২ । ঠাকুর নিজ শ্রীমুখে কহিয়াছেন—বুকে হাত দিয়া—“এই ভিতর যিটা আছে (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ) বেধি একদিন বাহির হইয়া বেড়াইতেছে, তাহার গায়ে চড়ুদিকে যা ।” এই ঘটনাটির কিছু পূর্বে ঠাকুর একটা গণিতকূট রোগীকে স্পর্শ করায় সে রোগ মুক্ত হয়, কিন্তু তিনি সমস্তদিন বৃত্তিক দংশনের জালা ভোগ করেন । ঠাকুর শ্রীমুখে বলিয়াছেন “তাহার রোগ সারিয়া গেল, কিন্তু তার ভোগটা এইটের (আপনাকে দেখাইয়া) উপর দিয়া হয়ে গেল ।”

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

তৃতীয়স্কন্ধ ।

— — — — —

জন্মাধ্যায় ।

+XIX+

জনপদ নাতিদূরে বিস্তৃত কান্তার পারে,
পল্লী-বাস অতি নিরঞ্জন । ১১৩

নাহি জন-কোলাহল সুখ শান্তি অবিরল ;
সবল হৃদয়, সর্বজন । ১১৪

কামারপুকুর নাম মর্ত্যে যাহা ব্রজধাম ;
শ্রীনিবাস যাহে জনমিল । ১১৫

ফল পুষ্প সুশোভিত তকবাজি পরিবৃত ;
ক্ষেত্র শস্যে পরিপূর্ণ ছিল । ১১৬

সুদ্বিহ্বান বিপ্রবর সুধী সর্বগুণাকর ;
সেইগ্রামে তাঁহার নিবাস । ১১৭

স্বধর্ম্মে সতত রত নিজ প্রয়োজন মত, —
রচিয়া আশ্বাস কবে বাস । ১১৮

১১৫। কামারপুর নামক গ্রাম, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান। ঐগ্রাম হুগলি জেলার অন্তর্গত আরামবাগ সবডিভিজননের মধ্যে অবস্থিত, পূর্বে ইহাকে জাহানাবাদ কহিত। বিষ্ণুপুর হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণে গেলে, কামারপুকুরে বাওয়া যায়।

১১৭। সুদ্বিহ্বান চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীগ্রামের পিতা ও চন্দ্রমণি দেবী জননী ছিলেন।

স্বপনে লভিয়া শিলা স্বভবনে প্রতিষ্ঠিতা :

ରାଧାବୀର ଜାଗ୍ରତ ଦେବତା । ୧୧୯

তাঁহার সেবার তবে নিজে খান্ধ চাষ করে :

সেই ভাব স্বয়ং প্রণোদিত। ১২০

দীন গৃহে বহে সুখ অতিথি নহে বিমুখ :

লক্ষ্মী-ভাণ্ড খালি নাহি রহে । ১২১

অন্নপূর্ণা চন্দ্রমণি অন্ত গলে দিনমণি :

আহার করেন যাহা বহে । ১২২

କୁନ୍ଦିରାଞ୍ଚ ନିର୍ଠାବାନ ଦେବତାଙ୍କ ଭକ୍ତିମାନ :

সত্যনিষ্ঠ তেজস্বী ব্রাহ্মণ । ১২৩

শুকাভক্তি সমন্বিত **সদাচার নিয়মিত :**

ଦ୍ରଷ୍ଟ ପଲ୍ଲୀବାସୀ ସର୍ବସଜ୍ଜନ । ୧୨୪

অক্ষাণ্য তেজেব ভবে পল্লীবাসী ভয় করে :

উঠে সবে হেবিলে তাঁহায় । ১২৫

যদবধি তাঁর জ্ঞান নাহি হয় সমাধান :

সর্বোপায়ে কেহ নাহি যায় । ১২৬

সহসা হইল চিত্তে গয়াভীর্থ পর্য্যটিতে :

পিতৃপিতৃ কবিত্তে প্রদান । ১২৭

গহে রাখি স্বধর্ম্মিনী পুত্রদ্বয় গুণমণি :

রাখি গৃহে খাওয়া সংস্থান । ১২৮

১১২। একদিন জুদিরাম গ্রামান্তরে যাঁতে ২ পরিষদে কোন বৃকতলে নিষিদ্ধাবহার লগ্ন দেখিলেন যে, অতুরে মাঠে ধানক্ষেত্রে মধ্যে রতুবীর বিগ্রহ শায়িত আছেন। তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া লইবার আদেশ পাইয়া তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া আসেন। এ কথা ভগবান রামকৃষ্ণ শ্রীমতে বলিয়াছেন।

১২০। ঋষিগণ বেষ্টিত নীবারধাঙ্গ স্বয়ং ছড়াইয়া দিয়া নিজে কর্তন করিতেন, সেইরূপ কুদ্রিয়ামণ্ড দেবতার ভোগের জন্য স্বয়ং ধাঙ্গ চাখ করিতেন।

১২৮। ক্ষুদ্রাঙ্গের জ্যোতিষ রামকুমার ও মধ্যম রামেশ্বর এবং সর্বকনিষ্ঠ পুত্র
রামকুমার ও ভাৰ্যা সীমন্তী চন্দ্রাবদী দেবী।

লয়ে নিজ অনুচর জুদিরাম দ্বিজবর ;
 তীর্থ-যাত্রা করিল হুদিনে । ১২৯
 বাসুদেব রক্ষু নীরে শাস্তিনাথ নমি শিরে
 যাত্রা করে অতি শুভক্ৰমে । ১৩০
 নগর নগরী কত ভ্রমি পাশ্বে অবিরত ;
 নদ নদী উত্তরিল কত । ১৩১
 পর্বত কান্তার যত রাজ পথ অবিরত,
 ভ্রমি শেষে গয়া উপনীত । ১৩২
 তীর্থকার্য্য সমাধিয়া পিতৃগণে পিণ্ড দিয়া ;
 কঙ্ককার্য্য সমাধিল শেষে । ১৩৩
 গয়াধামে তীর্থ যত ভ্রমণ করিতে কত ;
 ষষ্ঠ মাস কাটিল প্রবাসে । ১৩৪
 একদিন নিশাশেষে, গভীর নিদ্রা আবেশে ;
 জুদিরাম দেখিল স্বপন । ১৩৫
 শঙ্খ চক্র গদাধর ঘেন হেম কলেবর ;
 পূর্ণব্রহ্ম পতিত পাবন । ১৩৬
 চতুর্ভুজ কপে হরি বালকের বেশ ধরি ;
 মুহুর্তে কহিল তাঁহায় । ১৩৭
 “পুত্রকপে জনমিব তব সাধ পুরাইব ;
 না কহিবে এ রহস্য কা’য়” । ১৩৮
 “তব সম পুত্র বরে নাহি শক্তি পালিবারে” ;
 দ্বিজ কহে “কেন এ ছলনা” ? ১৩৯

১৩০ । জুদিরামের বাটীর সম্মুখে শাস্তিনাথ শিব প্রতিষ্ঠিত ছিল ।

১৩১।১৩২ । সে সময় রেল গাড়ী না হওয়ায় পদব্রজে জুদিরাম গয়াতীর্থে গমন করেন ।

১৩৬-৪০ । ভগবান্ রামকৃষ্ণ আপন জন্ম সম্বন্ধে ইহা ক্রীমুখে প্রকাশ করিয়াছেন ।

পুত্ররূপী গদাধর কহে “শুন দ্বিজবর !
 পালিবারে না কর ভাবনা ?” ১৪০
 ইহা কহি দ্বিজবরে বসে তাঁর অকোপরে ;
 আনন্দে বিহ্বল ক্ষুদ্রিবাম । ১৪১
 সহসা পুলক গাত্রে ধারা বহে দুই নেত্রে ;
 প্রেমে মাতোয়ারা অবিরাম । ১৪২
 পুষ্প রাশি ববিষণ করে যত দেবগণ ;
 হুন্দুভি বাজিল আকাশেতে । ১৪৩
 সুমন্দ মলয় বর চৌদিক উৎসব ময় ,
 জগত ভাসিল আনন্দেতে । ১৪৪
 নিদ্রাভঙ্গে শিহরিল সুখ স্বপ্ন মিলাইল ;
 আনন্দে ভাসিল মন প্রাণ । ১৪৫
 মুখে জয় গদাধর । পব ব্রজ পরাৎপর ;
 দীনহীনে কব প্রভু ত্রাণ । ১৪৬
 নিজ শয্যা পবিত্রি চলে বিপ্র বিষ্ণু স্মরি,
 করিবারে স্নান পুণ্য তোয়ে । ১৪৭
 নির্মল পূত সলিলে স্নান করি কুতূহলে ;
 উঠে বিপ্র সন্ধ্যা সমাপিয়ে । ১৪৮
 পল্লিধিয়া পট্ট বাস স্বক্ষেতে উত্তরি বাস ;
 গলে দোলে তুলসীর মালা । ১৪৯
 শেফালিকা কুরুবক দ্রোণপুষ্প সূচম্পক ;
 তুলসী চন্দন ভরি ডালা । ১৫০
 পাশিয়া বিষ্ণু মন্দিবে বাখি পূজা উপচাবে,
 বসে বিপ্র সুন্দর আসনে । ১৫১
 সর্জরস সুবাসিত ধূপবাসে আমোদিত,
 পূজে দেব কপূর চন্দনে । ১৫২

পূজা জপ সমাধিয়া স্তব করে বিনোদিয়া ;

“এত দয়া এ দীন ভ্রাতাণে । ১৫৩

তুমি দেব গদাধর । তুমি ব্রহ্ম পবাংপর ।

তব লীলা জানে সর্বজনে ।” ১৫৪

প্রেম অশ্রু দব দব বিগলিত শতধার ,

যেন উৎস বাহি নীব বাহে । ১৫৫

প্রেম বিগলিত চিত্ত বিপ্র অতি হবমিত্ত ;

বাহু-দৃষ্টি শূন্য হয়ে বাহে । ১৫৬

চুলু চুলু অঁখি ভাবে উন্মত্ত যেন আসবে ;

প্রেমে মাতোষাবা বিপ্রবর । ১৫৭

ক্রমে ভাব অপনীত অপ্রশান্ত এবে চিত্ত ;

চলে নিজ বাসে দ্বিজবব । ১৫৮

লীলাময় লীলা ভাবে খেলাইছ এই ভবে ;

সঙ্গ নহে তব লীলা কভু । ১৫৯

এ ভব বঙ্গ আলয়ে কা’বে কিসে সাজাইয়ে ;

হেব রঙ্গ কত তুমি বিড়ু । ১৬০

কেহ বা সংসার পাতি খেলিতেছে দিবারাতি ;

শিশু যথা লয়ে ক্রীড়নকে । ১৬১

ক্ষুধাপেলে খেলা ফেলি অঙ্গেতে মাখিয়া ধূলি ;

ক্রন্দনেব বোলে মাকে ডাকে । ১৬২

মা আসি লইলে কোলে সব দুঃখ যায় ভুলে ,

নয়নাশ্রু হয় সম্বরণ । ১৬৩

১৬০ । যেমন রঙ্গালয়ে নটগণ প্রত্যেকে নিজ অভিনয়োগ্ধোগী সাজে সাজিয়া থাকেন, তদ্রূপ মানবগণ সংসাররূপ বৃহৎ নাট্যশালায় কেহ পিতা কেহ পুত্র সাজিয়া রঙ্গ সমাপন করিয়া দেহত্যাগ করেন ।

কেহ বা ক্ষুধায় ভুলি খেলিতেছে ধুলা খেলি ;
 জননীরে না করে স্মরণ । ১৬৪
 দারা পুত্র প্রিয়জন লয়ে খেলে অমুক্ষণ ;
 মায়া-মোহে মুগ্ধ বন্ধ জীব । ১৬৫
 সংসারে থাকিয়া খেলে জননীরে নাহি ভুলে ;
 কর্ম বন্ধ যত মুক্ত জীব । ১৬৬
 ভবখেলা ডুলাবারে তব আসা বারে বারে ;
 নরের কল্যাণে লীলাময় । ১৬৭
 তাই দয়া পরকাশি উদয় হইলে আসি ;
 ক্ষুদিরাম গৃহে দয়াময় । ১৬৮
 প্রোষিত ভর্তৃকা যথা ক্ষুদিরাম পত্নী তথা,
 স্বামীব বিরহ চিন্তে সদা । ১৬৯
 ক্লিষ্ট বাসে অভিলাষ নাহি বেশ ভূষা আশ,
 না বাঁধে কুন্তল নাবী কদা । ১৭০
 পতির মূর্তি হৃদে ধ্যান করে অবসাদে,
 তাহাতে তন্ময় চিত তাঁব । ১৭১
 গৃহ কার্য যাহা করে মন রাখি দেশান্তরে,
 পূজে পদ পতি দেবতার । ১৭২
 একপে করিয়া বাস কেটে গেল ছয়মাস,
 সতত পতির চিন্তা মনে । ১৭৩
 একদিন নিশা শেষে গভীর নিদ্রা আবেশে,
 চন্দ্রমণি দেখিল স্বপনে । ১৭৪
 সহসা সুনীলাকাশে কোটিচন্দ্র পরকাশে,
 উদ্ভাসিয়া সহস্র কিরণ । ১৭৫

জ্যোতি ঘনীভূতাকাবে জ্যোতির্স্বয় রূপধরে,
জঠরেতে পশিল তখন । ১৭৬

নিশাপতি অন্তমিল স্নেহস্বপন টুটিল,
চন্দ্রমণি অতি চমকিতা । ১৭৭

জাগ্রতে স্বপন কথা সত্য স্বপন বারতা,
নিজমনে সদা আন্দোলিতা । ১৭৮

বাটার অনতি দূরে শিবমন্দির চত্ববে—
• একদিন প্রদোষ সময় । ১৭৯

শচী মাতা চন্দ্রমণি সখী কামাবিণী “লক্ষ্মী”
দুইজনে তথা বসি রয় । ১৮০

ক্ষণপরে “সুহাসিনী” অপরা প্রতিবেশিনী—
আসি হাসি মিলে তিন জনে । ১৮১

নিজ স্বপন কাহিনী কহে সতী চন্দ্রমণি
শিঠিরল সখী “লক্ষ্মী” শুনে । ১৮২

বহিল ঝটিকা ঘন —বেন দেব প্রভঞ্জন—
শিবালয় হ’তে আচম্বিতে । ১৮৩

জন্মিয়া শিবলিঙ্গে পশে চন্দ্রমণি অঙ্গে,
জ্যোতি আসি বায়ু প্রবাহেতে । ১৮৪

প্রবল পবনাত্তা ভূমেতে পড়ে মুচ্ছিতা,
চন্দ্রমণি বাতাহতা লতা । ১৮৫

সাধারণ জনে ক’খ উপদেব ভব ভয়,
মগ্ন ভল্ল হ’ল চিকিৎসিতা । ১৮৬

সে ভাব কাটিল যদি গুরুভাব নিববধি,
অন্তঃসাব পূর্ণা চন্দ্রমণি । ১৮৭

১৮৩।১৮৪ । বার ভরে নিবজ্যোতি এষিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীমাতা চন্দ্রমণি গর্ভবতী হবেন, ইহা শ্রীশ্রীমাতার গর্ভধারিণী নিজে বিবরিত করেন । ইহা গল্প নহে প্রকৃত ঘটনা ।

বিশ্বপতি বিশ্বাধার কুটীরে জনম তাঁর,
দেবলীলা বুঝিতে না পারি ।” ২০০

[ক্ষুদিরামের স্তব পাঠ ।]

জয় নাবাষণ পতিত পাবন
অগতিব তুমি গতি । ২০১

যে জন মানসে সতত সরসে,
পূজে দেব পশুপতি । ২০২

‘হৃদয় কমলে ভক্তি বিজ্ঞ দলে
যে পূজে তব চরণ । ২০৩

ভকত বৎসল ভক্তের সম্বল
দাও হে তব শরণ । ২০৪

লীলাময় হবি । তোমার চাতুরি,
কি বুঝিবে বল নরে । ২০৫

এই ভিক্ষা করি পাপ তাপ হারি ।
রে’খ যেন দাস করে । ২০৬

অষ্টমাস গর্ভকালে কুটীরের অন্তরালে,
একান্তে বসিয়া চন্দ্রমণি । ২০৭

কত কি ভাবিছে মনে কেন হেরি দেবগণে,
চতুর্মুখ বহুমুখ খানি । ২০৮

দ্বিলোচন ত্রিলোচন কেন হেরি অশ্রুক্ষণ,
নয়নের পক্ষ নাহি পড়ে । ২০৯

কাপেব প্রভাষ কেহ উজলিছে নিজ দেহ,
বিজলী খেলিছে যেন ঝড়ে । ২১০

কেহ বা চতুবানন হাতে কমণ্ডলু লন,
বস্ত্র বস্ত্র রক্তিম বরণ । ২১১

হংসে করি আরোহণ গৃহে করে বিচরণ,
 সাধিবারে সংসারে কল্যাণ । ২১২
 কেহ সহস্র লোচন ঐরাবত আরোহণ—
 বিচরিছে গৃহেব প্রাক্ষনে । ২১৩
 অক্ষ চন্দন শোভিত ফুলবাসে সুবাসিত,
 গন্ধ বহে মৃদুল পবনে । ২১৪
 কেহ বা শ্মেত বরণ দেহে ভস্ম নিলেপন,
 কটিতে ঝিপি-চন্দ্রবাস । ২১৫
 ঢুলু ঢুলু ত্রিনয়ন ভাব ঘোরে নিমগন,
 মনে লয় এই কৃন্তিবাস । ২১৬
 কভু নূপুরের ধ্বনি রুণু রুণু নিকনি,
 মৃদু পরশিছে শ্রুতি মূলে । ২১৭
 কভু বা বংশীর সুরে প্রাণ বিমোহিত করে,
 নাতিদূবে কদম্বের মূলে । ২১৮
 চন্দ্রমণি কহে সবে কেন আমি হেরি এবে,
 দেব দেবী মুরতি অশেষ । ২১৯
 কেন মৃদু বংশী রব শিকার ভৈরব রব,
 শ্রুতিমূলে পরশে বিশেষ । ২২০
 শুনিয়া এসব বাণী কেহ কহে অমুমানি,
 উন্মাদের ইহাই লক্ষণ । ২২১
 বিরক্ত মস্তিষ্কে দেখা ইহা হয় বিতীক্ষণ;
 আতঙ্ক হেরিছে অমুক্ষণ । ২২২

২০৮।২২০। এই কয়েকটি মোকোক্ত ঘটনা সমস্তই সত্য ঘটনা। অনেক অনুসন্ধানের ফলে এই সত্য জানিতে পারা গিয়াছে। ইহা পৌরাণিক বিবরণ নহে। আমার শ্রিয় বন্ধু বনোমোহন মিত্র স্বয়ং কানাবপুত্রর বাইরা ঐ সংবাদ সংগ্রহ করেন। এই কয়টি মোকদ্দার ইহা প্রকাশিত হইতেছে যে ভগবান জন্মগ্রহণ করিলে তেত্রিশ কোটি দেবতা তাহাকে দশনাশায় বিজয়র জদিরামের গৃহে আগমন করিত, তাঁই ঐশ্বর্য চন্দ্রমণি দেবগণের আগমন শব্দ শ্রুত হইতেন। দক্ষিণেবর বাস করান চন্দ্রমণি দেবী পদ্মজ্জলে উদ্ভূত বিবরণ করিয়াছেন।

এ সব ঘটনাবলি হেরি রহে কুতূহলি ;

চন্দ্রমণি হরষ অন্তর । ২২৩

দশমাস সমাগত বসন্ত ঋতু আগত ;

ফল পুষ্পে শোভে তরু বর । ২২৪

রবি শশী গ্রহচর ল'য়ে বুধে তুঙ্গে রথ ;

প্রসব বেদনা উঠে যবে । ২২৫

রঘুবীর পূজা শেষে ভোগরাগ অবশেষে ,

প্রসবিল হুকুমার তবে । ২২৬

২২৫। ঠাকুরের জন্মকালে রবি, শশী ও বুধ গ্রহ রাশিচক্রের উচ্চস্থান অধিকার করার দেবজন্ম সূচিত হইল ।

২২৬। সন্তান জন্মিলে পিতার জন্মাশোচ হয় । আশোচে দেবপূজা হয় না । পাছে বাস্তবদেবতার পূজার ব্যাঘাত জন্মে সেইজন্য পূজা ও ভোগাদি শেষে রামকৃষ্ণ ভূষিত হইলেন । ইহা শ্রীশ্রীমাতা নিজে কহিয়াছিলেন ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত ।

৪র্থ কল্প ।

বিশিষ্ট-জন্মাধ্যায় ।

+৪৪৬

প্রসন্ন অর্ণব শশী শোভে ভালে,
ষট্শকাশং শতাব্দীর কোলে,
শৈলজ ছলিছে মৃদুল হিল্লোলে,
জলচর খেলে আনন্দে ভাসি । ২২৭
গ্রহপতি লয়ে শুভ গ্রহচয়,
পশে কুন্তরাশি সবস হৃদয়,
শশিকর রেখা প্রথম উদয়,
ভারতে উদিল নবীন শশী । ২২৮
দিক্ উদ্ভাসিল গগন হাসিল,
তরুবর শাখে কুন্তুম ফুটিল,
নব সহকার তরু মুঞ্জরিল,
প্রাণের উল্লাসে বিহগ গায় । ২২৯
সুমনস্ক মনয় মৃদু সঞ্চারিল,
কুন্তুগের রেণু অঙ্গেতে মাখিল,
জলধর জাল মৃদুল গর্জিল,
বিন্দু বিন্দু বাবি বরষে ভায় । ২৩০
প্রকৃতি সুন্দরী ছাড়ি জীর্ণবাস,
পরিণত নবীন মোহন বাস,
নবোঢ়া কুমারী পবি পীত বাস,
বিবাহ বাসরে যেমতি সাজে । ২৩১

২২৭ । ১৭৫৬ শকের কাগনী শুক্লদ্বিতীয়ার ভাগবানের অন্তর্ভুক্ত (সন ১২৪১ সা।)

২২৮ । কুন্তরাশি—চান্দ্রা নাস । শশিকর—রথ । প্রথম উদয়—বিতীয়ার চন্দ্র ।

চন্দ্রমণি যবে শিশু প্রসবিল,
 আনন্দেব রোল জগতে উঠিল
 যতেক যুবতী শঙ্খ নিনাদিল,
 আনন্দোৎসব নারী সমাজে । ২৩২
 হেবে চন্দ্রমণি যত দেবগণ—
 বিমান উপরে করে স্বতি গান,
 শ্রবণ প্রসূন হয় ববিষণ,
 জীমূত গজ্জিয়া আকাশে ধায় । ২৩৩
 নবজাত শিশু কিবা অপকপ,
 বিচাবিল বামা বিষ্ণুর স্বরূপ,
 জ্যোতির ছটায় বিভাতি কপ,
 কক্ষ আলোকিত জ্যোতি-ছটায় । ২৩৪
 জননী হেবিল চতুর্ভুজ হবি,
 বিরাট মূবতি শঙ্খচক্রধারী,
 কামাবিণী হেবে চুড়াধড় ধারী,
 মোহন মূবলী লইয়া কবে । ২৩৫
 পুনঃ মহামায়া মোহেব আবেশে,
 নি'ল কোলে শিশু সস্নেহ সম্ভাষে,
 চুম্বিল ললিত বিন্ধ্যধব পাশে,
 ভুবন মোহিল মৃত্ত মধুরে । ২৩৬

২৩২-৩৮ । মহামায়া প্রভাবেন স'সার স্থিতিকারণঃ । চতি

তন্মাত্র বিশ্বব্যকার্যো যোগনিহিতাঙ্গগণ্ডে ॥

মায়াধারা অভিভূত মানব, ভগবান হইতে দূরে থাকেন, হুতরাং সংসারে জড়িত
 হন । মহামায়া দয়া করিয়া ঘাব ছাড়িয়া না দিলে সজ্জদানন্ম লাভ হয় না । তাই
 মহামায়ার পূজা । জ্ঞান আসি ঘাবা মহামায়াকে গণ্ডিত করিল তবে ভগবান দর্শন
 হয় ।

এই মহামায়া মোহ আবরণ,
 এতব সংসার স্থিতির কারণ,
 আপনা ডুলিয়া নর নারীগণ,
 খেলিছে সংসার গহন বনে । ২৩৭
 অবিচ্ছাদকপিণী শক্তি-ছায়া পাশে,
 বিলাস সরসে রাস-নীলা ভাসে,
 মোহিত সদাই মোহের আবেশে.
 রতি ক্রীড়া সার ভাবিয়া মনে । ২৩৮
 গহন কানন নিবিড় আধার,
 জ্ঞানজ্যোতি তাহে নহেক সঞ্চার,
 রিপুদল আছে ঘেবি অনিবার,
 মানস ভূঙ্গবে কবি দলন । ২৩৯
 সাধিবে কখন সাধন ভজন ?
 জপ যোগ যাগ দেব আবাধন,
 কামিনী কান্ধনে মত্ত অনুক্ষণ,
 ভোগের সাগরে ভ্রমিছে মন । ২৪০
 স্বার্থপর জীব সুখ অন্বেষণে,
 নিষত্ত ভ্রমিছে সংসার কাননে,
 'দারা মায়াভরু মগ্নিত ভূষণে,
 বিষ ফল সূত রয়েছে ফলে । ২৪১
 ভুজঙ্গ বেষ্টিত আত্মীয় স্বজন,
 সংসার কাননে করে বিচরণ,
 জ্ঞান ভক্তি জ্যোতি করেছে হরণ,
 বিষে জ্বর জ্বর ভথিয়া ফলে । ২৪২

ঢেঁকিশালা যাহে সূতিকা-আগার,
 জনমিল তথা এ নব কুমার,
 আবির্ভাব সদা কত দেবতার,
 আতঙ্কে কম্পিতা প্রসূতি সদা । ২৪৩
 সদ্যোজাত শিশু ঢেঁকি উতরিল,
 সবার অলক্ষ্যে বিবরে পশিল,
 তথায় সলিলে দেহ সন্মাজ্জির্ল,
 কেহ না দেখিল বালকে তদা । ২৪৪
 ধাত্রী সহ ধনী সূতিকা আগারে,
 পশিয়া না হেরি নবীন কুমারে,
 প্রমাদ গণিল সভ্য অস্তবে,
 অধীরা জননী শ্বতে না হেবি । ২৪৫
 কোন ভূত প্রেত বালবিদ্রকাবী,
 অথবা প্রচণ্ড ব্রহ্মদৈত্য অরি,
 কিম্বা উপদেব বিমান-বিহারী,
 হরিল বালকে এই বিচারি । ২৪৬
 প্রসূতি ভাসিল নয়নেব নীরে,
 কহিল বারতা যবে বিপ্রবরে,
 সহসা পশিল শ্রবণ বিবরে—
 সদ্যোজাত শিশু-রোদন-ধ্বনি । ২৪৭
 যতেক বমণী হরিত গমনে,
 ঢেঁকির বিবরে নেহাবে শয়ানে,
 হেরি শিশু নি'ল কোলে সযতনে,
 কর্দমান্ত-দেহ মুছায়ে ধনী । ২৪৮

২৪৪ । সদ্যোজাতশিশু ঈরুকে লইয়া যখন বহুদেব যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া গোকুলে নন্দালয়ে রাখিতে যান, তখন ঐ শিশু ভীহার হস্তচ্যুত হইয়া যমুনা পারিতে নিমজ্জিত হইল । অতঃপরে সেইভাবে প্রকাশিত হইল ।

নাডী-চ্ছেদ আদি জাত কৰ্ম্ম শেষে,
 আপিয়া বালকে ধান্য দূর্ব্বাশিষে,
 বরি পিতৃবব মঙ্গল আশিষে
 দিল রঘুবীরে রক্ষাব ভাব । ২৪৯
 পল্লী জনে শুনি অপূর্ব্ব কাহিনী,
 আইল ধাইয়া যতেক কামিনী,
 মঙ্গল সূচক দে'ষ হলুধ্বনি,
 ভাসে পুরবাসী স্নেহে অপার । ২৫০
 আর একদিন প্রভাতি তপনে,
 চন্দ্রমণি রহে বসিয়া বিজনে,
 চারু অঙ্কে ল'য়ে আপন সন্তানে,
 সর্ষপ তৈলেতে শ্রীঅঙ্গ মাখি । ২৫১
 রবিব কিরণ মেঘজালে ছায়,
 ভাতিল কুমাব উজ্জ্বল প্রভায়,
 যেন রবি লাজে হ'ল স্নান প্রায়,
 লুকাইল দেহ মেঘেতে ঢাকি । ২৫২
 সহসা জননী সন্তানেব ভারে,
 অবনত যথা তরু ফল-ভাবে,
 গিরিশৃঙ্গ যেন কর্দ্ধম উপরে,
 কাষ্ঠ পীঠাসনে বালকে রাখে । ২৫৩
 সহিতে কি পারে কাষ্ঠেব আসন ?
 জননী না পারে যে ভার বহন,
 ধবিত্রী কম্পিতা সে ভারে তখন,
 কৃপায় সে ধন “অনীল” বুকে । ২৫৪

আর কত শত অদ্ভুত ঘটনা—

বালকেব ছিল পল্লীতে বটনা,

সে কাহিনী কত কে কবে গণনা,

লীলার প্রসঙ্গ লীলায় শেষ । ২৫৫

অনাটন ছিল ত্রাঙ্গণ সংসাবে,

আপনা বঞ্চিয়া দিত অন্ন পরে,

জ্যেষ্ঠ রামকুমার ধনার্জন করে,

যুচিল সংসাবে সকল ক্রেশ । ২৫৬

অগ্নিতাপে যথা পয়-ফেন গুলি,

সংসাবেব স্তখ উঠিল উথলি,

পবিবর্তনেতে হইল আকুলি,

জ্যেষ্ঠ তাহা কিছু বুঝিতে নাবে । ২৫৭

“বুঝি কোন দেব দয়াপববশে,

জনম লভিল মোদের আবাসে,

নতুবা এমন সহজ আয়াসে,

সংসারেব ক্রেশ যুচিত্তে নাবে” । ২৫৮

“কুদিরাম কহে কবি নিবারণ,

প্রকাশ না কব এ সব কখন ?

অনর্থ নিশ্চয় হবে সংঘটন,

প্রকাশিলে গুহ্য রহস্য কথা” । ২৫৯

দেবের জনম রহস্য কাহিনী,

প্রকাশে নিশ্চয় আছে তাহে হানি,

শ্রীহরি-জনম দেবকী জননী,

গোপনে লুকায়ে রাখিল যথা । ২৬০

২৫৯-৬০ । ভগবান নিজে বলেন “এ অবতারে তাহার ছদ্মবেশে আগমন। যেমন রাজা গুপ্তবেশে রাজ্য পরিদর্শন করিতে আসিতা প্রকাশ হইলেই পলায়ন করেন, সেইরূপ ভগবান রামকৃষ্ণ অবতার বলিয়া প্রকাশিত হইবার পরই দেহত্যাগ করেন ।

ধন্য কামারিণী অতি ভাগ্যবতী,
 অন্য নারী নহে সে যে যশোমতী,
 কোলে লয় শিশু সযতনে অতি,
 প্রাণের পুতলি করিয়া রাখে । ২৬১
 কভু স্তন্য দানে করিয়া পোষণ,
 কভু তোষে শিশু কবি প্রীতিদান,
 পাখীর কাকলী শুনায়ে ভুলান,
 কখন রাখেন অঞ্চলে ঢেকে । ২৬২

আর এক দিন——

স্নপ্ত শিশু রাখি শয্যায় শয়ান,
 কৰ্ম্মাস্তরে মাতা করেন গমন,
 পুনঃ আসি হেরে চুল্লীতে শয়ান,
 ভস্ম বিলেপিত ললিত গায় । ২৬৩
 শায়িত বালক বর্দ্ধিত আকারে,
 অর্দ্ধদেহ রাখে চুল্লীর ভিতরে,
 রাখে কলেবর আধ বা বাহিরে,
 যেন শাস্তি নাথ শিবের প্রায় । ২৬৪
 খঞ্জন পঞ্জন নয়নে অঞ্জন,
 বর বপু পয়-ফেন সম্মার্জ্জন,
 কপালে খদির “টীপ” বিভূষণ,
 পঞ্চ মাস শিশু বয়স যবে । ২৬৫
 যুমে অচেতন মিলিত নয়ন,
 কক্ষের ভিতর শয্যা বিরচন,
 শিশু রহে তাহে শায়িত শয়ান,
 সুন্দর মশারি আবারি তবে । ২৬৬

জননীর চিত সদা সতর্কিত,
 কখন কি হয় সতত চিন্তিত,
 সহসা কি হবে হ'য়ে আতঙ্কিত,
 কঙ্কের ভিতর পশে স্বরাষ । ২৬৭

শয্যায় না হেরি আপন সন্তান,
 অমনি শুকাল জননী-বয়ান,
 দশম বর্ষীয় বালক শয়ান,
 শিশু বিনিময়ে হেরে শয্যায় । ২৬৮

ক্রন্দনেব বোলে ফাটিল মেদিনী,
 নয়নের নীবে ভাসিল ধরণী
 হা হতাশে মাতা আকুল পবাণী,
 কিবা সর্বনাশ ঘটিল হায় । ২৬৯

“সুপ্ত শিশু রাখি কবেছি গমন,
 পুনঃ ফিবে আসি না হেবি এখন,
 ক'রি বল না প্রাণ উচাটন ।
 বিধি কি ফিরায়ে দিবেন তায়” ? ২৭০

দ্বিজ ক্ষুর্দ্দিল্লান্ন হরিত গমনে,
 আসি পশি ঘবে হেরেন নয়নে,
 হেরে শিশু হস্ত পদ সঞ্চালনে—
 খেলিছে কৌতুকে শয্যার-পরে । ২৭১

সস্তাষি ত্রাঙ্গণী কহে দ্বিজবর,
 “একি রীতি তব হেরি নিরন্তর,
 খেলে শিশু তব শয্যার উপর,
 তবু ভ্রাস্ত অঁাখি, হেরে অপরে ? ২৭২

অতি অপকৃপ অদ্ভুত ঘটনা,
 সতত ঘটিবে তাহা কি জান না ?
 এসব রহস্য না কর বটনা,
 অতি গুহ্য কথা গোপনে রে'খ ৭ ২৭৩
 প্রকাশে মঙ্গল নহেক নিশ্চিত,
 ভাবময়ে ভাব আছয়ে বিদিত,
 বহু বর্ণ যথা গগণে উদিত,
 লীলাব বৈচিত্র গোপনে দে'খ" ১ ২৭৪
 অন্নপ্রাশনাদি নামানুকরণ,
 দ্বিবিধ সংস্কাব হ'ল সংঘটন,
 ব্রাহ্মণ অতিথি কবান ভোজন,
 আত্ম কুটুম্বেবে কবি নিমন্ত্রণ। ২৭৫
 গদাধর হ'তে জনম যীহাব,
 পদ্মোদর নাম বাখিল তাঁহার,
 সূঠাম গঠন সুন্দর আকাব,
 যাহে নরচিত কবে আকর্ষণ। ২৭৬
 গোঁসাই মহলে নিবজন-বাসে,
 গোলোকগোঁসাই রচিয়া আবাসে,
 প্রেম পবিমল বৈষ্ণব বিলাসে,
 কবে নিবসতি হরষ চিতে। ২৭৭
 হরি ধ্যান জ্ঞান হরিনাম সার,
 হরিনাম মুখে রহে অনিবার,
 বৈষ্ণব আচার বৈষ্ণব বিচার,
 বিষ্ণুরূপ চিন্তা সতত চিতে। ২৭৮

২৭৭। কামারপুকুরে জদিরামের আবাস সন্নিকটে গোঁসাইমহল নামক স্থানে, গোলোকগোঁসাই নামে এক বৃদ্ধ বৈষ্ণবগোঁসাই বাস করিত। তিনিই প্রথমে গদাধরকে ভগবান বলিয়া চিনিতে পারেন।

নিতি নিতি নব মল্লিকা মালতি,
 বকুল চম্পক কুম্ভ যুথি য়াঁতি,
 করি আহরণ পূজা কবে নিতি,
 রজনী-গন্ধা, দিয়া কর্ণমূলে । ২৭৯

গোলোক গৌসাই তুলসী চন্দনে,
 পূজে পদাঙ্ক-বাতুল-চরণে,
 বনফুল মালা কভু সযতনে,
 ' পরাষ আদবে পদাঙ্ক-গলে । ২৮০

সাধনার বলে চিনিল গৌসাই,
 সামান্য বালক নহেক পদাই,
 গোলোক বিহাবী এবে এই ঠাঁই,
 তাই ভক্তি ভরে পূজে চরণ । ২৮১

পদাই চরণে তুলসী চন্দন,
 হেরি আতঙ্কিত চন্দ্রমণি-মন,
 স্মরিয়া, গৌসাই পূজেছে চরণ
 গণিল কত তাহে অকল্যাণ । ২৮২

কহে চন্দ্রমণি গৌসায়ে ঠাঁই,
 “কেন অকল্যাণ কবিলে গৌসাই ?
 বুঝিবা না বাঁচে আমাব গদাই,
 তাই নিবারণ করি তোমায়” । ২৮৩

গৌসাই কহিল “শুনগো ব্রাহ্মণি ।
 তোমার সম্মুখে বালক না গণি,
 গোলোক-বিহারি নিজে চিত্তামণি,
 তোমার কুটীরে আসি উদয় । ২৮৪

ধ্বজ বজ্রাকুশ চিহ্ন যে চরণে,
 রঞ্জিত যে পদ রক্ত বরণে,
 যে পদ-সরোজ ধ্যানে মুনিগণে,
 পূজিতে সে পদ যাচি গো তাই । ২৮৫

অতি ভাগ্য বলে পেয়েছি সন্ধান,
 পাই স্বর্গ সুখ হেরে সে বয়ান,
 তারে হেরি যবে হৃদ ইষ্ট ধ্যান,
 হৃদয়ে মূর্তি জাগে সদাই” । ২৮৬

গোলোকেশ্বর বাণী শুনি চন্দ্রমণি,
 নেহারে হৃদয়ে সেই গুণমণি,
 স্বপনে যে কপ হেবেছে রমণী,
 বিশ্ব বিমোহন জ্যোতি স্বরূপ । ২৮৭

যোগেতে যেমন স্তিমিত নয়ন,
 আধ বিস্ফারিত আধ নিমীলন,
 তেমতি সে কপে চিত্ত নিমগন,
 ভাসে চিদাকাশে বিমল রূপ । ২৮৮

কপের সাগরে মানস ডুবিল,
 জীব আবরণ অমনি টুটিল,
 বিমল অমল কিরণ ভাঙিল,
 অবিচ্ছিন্ন তমসা কোথা লুকাই । ২৮৯

মায়ামোহ পুন মরীচিকা প্রায়,
 আবার মানসে সমুদিত হয়,
 আবার সংসার শাস্তির আলয়—
 বলিয়া হৃদয়ে হয় উদয় । ২৯০

পুনঃ মনে হ'ল শিশুর ভাবনা,
 চ'খে দেখা দিল স্নেহ-অশ্রুগণা,
 শঙ্করী ডাকিল “খোকা ত রয়েনা,
 জন্মনের বোল তুলেছে অতি” । ২১১
 ঝটিতি বমণী চলে উর্দ্ধশ্বাসে,
 কটিব বসন খুলিছে আবেশে,
 ক্ষবিত পযোধি স্নেহ পববশে,
 আপনা আপনে ভুলিল সতী । ২১২
 হেবিয়া জননী ফুকাবি অমনি,
 বোদিল বালক আবেগে যেমনি,
 হেবিল বদন ভিতরে জননী,
 বিবাট সুবতি বিশ্ব বাপিয়া । ২১৩
 ভূভাগ সাগর নদ নদী চয়,
 কূপ সর্বোবব ব্রহ্ম সমুদয়,
 মরুভূমি গিবিবব সমুচয়—
 লতা গুল্ম তরুণর লইয়া । ২১৪
 আকাশ পাতাল, গ্রহ রবি শশী—
 বাশি চক্র ল'য়ে ঘোবে দিবানিশি,
 দিবস শরীরী উজ্জ্বল তামসী,
 খেচব ভূচব যতক প্রাণী । ২১৫
 আতঙ্কে শিহবে সে কণা মেহাবি,
 চন্দ্রমণি হিয়া কাঁপে থরথরি,
 কহে “একি আমি হেবি যাদুকরী,
 কি কবি কেমন কিছু না জানি” । ২১৬

২১১ । ধনীৰ ভগ্নি ।

২১৬—১৬ । বেরপ যশোমতী ক্রীড়কেব বদনাভ্যন্তবে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়া ছিলেন ,

পুনঃ চন্দ্রমণি শিশুর নয়ন,
 শিবনেত্র যথা হেবিল তেমন,
 আধ উন্মীলন আধ নিমীলন,
 যেন শিশু রহে যোগে মগন । ২৯৭
 শিবের নির্মাল্য বিঘ্ন বিনাশন,
 শিশু শিবে মাতা করিল স্থাপন,
 চবণ-অমৃত কবাইল পান,
 তখন বালক চাহে নয়ন । ২৯৮ *
 চিব পূর্ণ দীপ্তি যাহে দীপ্তিমান,
 সদা চিদাকাশে মন ভাসমান,
 সে মন কি কভু বহে বিচ্যুতমান,
 চিদাভাস মাত্র জড় জগতে ? ২৯৯
 শৈশব কোমার বার্ককা যৌবন,
 জরা জীর্ণকায় মলিন বদন,
 অবস্থার ভেদ মাত্র সংঘটন,
 ভাবেতে বিভোব নাম স্মরিতে । ৩০০
 তাই শিশু এবে ভাবেতে বিভোব,
 কি ভাবেব ভাব নাহি তার ওব,
 জীবন রজনী এবে তার ভোব,
 প্রভাতি-তারকা উজলি জ্বলে । ৩০১

সেইরূপ শিশু গদাধরের বনানীভাস্তরে মাতা চন্দ্রমণি বিবচিসুর্ভি দর্শন করেন । ইহা চন্দ্রমণির শ্রীমুখের কথা ।

২৯৭ । ঠাকুরের প্রথম যোগতাব প্রদর্শন ।

৩০০ । জড়দেহের অবস্থা পরিবর্তনশীল, কিন্তু আত্মার ক্ষয়গুচ্ছি বা পরিবর্তন নাই । বিশেষতঃ ঈশ্বর কোটি অবতারের আত্মা পূর্ণত বিধায় সর্বদাই আত্মায় ব্রহ্মদর্শন হয় এবং আত্ম দর্শনকালে বাজ জগৎ হইতে মন অন্তর্মুখি থাকে ।

৩০১ । মোহান্ধকার বিদূরিত হইয়া পূর্ণজ্ঞানালোক বিকীরিত হইল ।

বাল্যে যে “মা” বুলি হয় উচ্চারণ,
 জীবনে মরণে যে নাম শরণ,
 আত্মা প্রকৃতির স্তুতিব কারণ ;
 যে নামে নীরস পবাণ গলে । ৩০২
 সুবর্ণ বণিক্ ধনে ধনপতি,
 কামারপুকুরে ছিল নিবসতি,
 দেব দ্বিজের তাঁব আছিল ভকতি,
 ধর্মদাসলাহা নামে প্রথিত । ৩০৩
 স্থাপি দেবালয় অতিথি নিবাস,
 ছিল ক্রিয়া কর্ম উৎসবে উল্লাস,
 অর্থ উপার্জনে নহেক উদাস,
 সজ্জন সঙ্গতি আছে বিদিত । ৩০৪
 ধর্ম দাস গেহে যত পবিজন,
 পদাশ্বে আদবে কবেন ভোষণ,
 কেহবা আদবে করে সম্ভাষণ,
 কবিতা চুম্বন ললিতাধরে । ৩০৫
 ললিত স্তম্ভব স্তম্ভাম গঠন,
 পদাশ্বে গৃহিণী করেন যতন,
 কভু বা স্ব-অঙ্কে করিয়া স্থাপন,
 খাণ্ড দেন নানা কোমল করে । ৩০৬
 লাহাপত্নী কহে বালকে সাদরে,
 “বিচলিত চিত্ত না হেরে তোমারে,
 বিকোভিত নদী যথা বায়ু ভবে,
 না হেরে তোমায় উদাস চিত্ত । ৩০৭

৩০২ । রমনীতে রামকৃষ্ণের বিরাট মাতৃজ্ঞান, বাল্যে ঘোবনে, বাল্যে সমভাবে দুট হইত ।

৩০৩ । কামারপুকুরে ধর্মদাসলাহা নামে কীর্তিমান ও ধনী সুবর্ণ বণিকের বাস ।

৩০৬ । গৃহিণী—ধর্ম দাসের পত্নী ।

উল্লসিত চিত হেরিলে তোমায,
 দেবতা বলিয়া তেন মান লয,
 খাছ অগ্রভাগ সতত তোমায,
 তাই হে গদাই । হয অর্পিত” । ৩০৮
 গয়া বিষ্ণু নামে ধর্ম্য দাস স্তুত,
 গদাধর সহ খেলিত সতত,
 উভয়েতে ছিল অতি প্রীতিযুত,
 তাই দু জনায় সাঙ্গাতি হয । ৩০৯
 মনে মনে দৌহে সুন্দর মিলন,
 এক বৃন্তে দুটা যুলের মতন,
 ধূলা খেলা কবে মিলি দুই জন,
 একই তাবে দুটা বাঁধা বয । ৩১০
 লাহা পুৰনাবী ল'য়ে গদাধরে,
 আনন্দ উল্লাসে ভাসে প্রেমনীরে,
 কেহ কোলে ল'য়ে চুম্বি বিশ্বাধরে,
 , কেহ শিখি চুড়া বাঁধিয়া দেয় । ৩১১
 কেহ বরবপু নবীন বসনে,
 করে স্তম্ভোভিত অতি সযতনে,
 অলঙ্কারে করে বঞ্জিত চরণে,
 নয়নে অঞ্জন পরায়ে দেয । ৩১২
 কেহ বক্ষে ল'য়ে পীয়ুষ পূরিত,
 স্তনদানে তাহে হয পুলকিত,
 কেহ মুখে তুলে দেয নবনীত,
 কমল নয়ন হেরে মজিয়া । ৩১৩

ধর্মদাস লাহা হিসাবে বসিলে,
 নাহি হয় ভুল তহবিল মিলে,
 কিন্তু সব ভুলে পান্দাসে হেবিলে,
 আপনা আপনে বয় ভুলিয়া । ৩১৪
 আধ বুলি লাহা-শ্রবণ-বিববে,
 পশে মৃদু মৃদু অমৃতের ধাবে,
 পাখির কাকলি, যেমতি লহরে
 * নহি সমীৰণ, প্রাণ মাতায় । ৩১৫
 কি জানি কি ভাব, উদে লাহা মনে,
 হেবি পান্দাধর-সুন্দর-বয়ানে,
 নিমেষ না পড়ে লাহার নয়ান,
 চিত্রার্পিত পুতলিকার প্রায় । ৩১৬
 লাহা হেবে সেই পলাশ লোচন,
 বিশাল উরস নিতম্ব অঘন,
 স্নান্নিত বাহু স্তগৌর বরণ,
 আবস্ত্রিম আভা শোভিত তায় । ৩১৭
 হাবভাব হেবি লয় লাহা মনে,
 পুন গোবার্চাদ উদ্ভিত এখানে,
 টুটাতে জীবের মোহ আবরণে,
 —সুচিবে এ ভব যাতনা যায় । ৩১৮
 রূপের সাগরে চিত নিমগন,
 অন্তরেতে হেবে সেকপ মোহন,
 চিত বিনোদন পুরুষ বতন ;
 তখনি তাহার হিসাবে ভুল । ৩১৯

বিভুব চরণ যেই ভাবে স্থল,
 সহজে বিষয়ে হয় তাব ভুল,
 পায সে ভবান্বিতের কুল,
 হেবে সে হৃদয়ে জগত মূল । ৩২০
 চারি বৎসবেতে শিশু উপনীত,
 তখন তাহার জ্ঞান উন্মেষিত,
 সাধু সন্ন্যাসীতে সদা রত চিত,
 সাধু সহবাসে প্রীতি সদাই । ৩২১
 এক দিন মাতা দেন সাজাইয়ে,
 মনোমত সাজে আপন গদ্যাক্ষে,
 স্থলস্থিত বেণী পৃষ্ঠেতে দোলায়ে,
 নব পীত বাসে শোভে গদ্যাই । ৩২২
 দোলে রক্ত তুল অরণ যুগলে,
 রক্ত মেন্থলা কটিতে দোলে,
 অলকা তিলকা সুশোভিত ভালে,
 সুবর্ণ বলয় কোমল করে । ৩২৩
 চলিল গদ্যাই হেলিতে তুলিতে,
 মোহিয়া সকলে নয়ন ভঙ্গীতে,
 আধ আধ ভাসে গাহিতে গাহিতে,
 অতিথি আনয়ে প্রবেশ কবে । ৩২৪
 সন্ন্যাসীসব সনে মিলিল গদ্যাই,
 মধুব সঙ্গীতে মোহিল সবাই,
 দেবতা প্রসাদ লয় কোন ঠাই;
 কেহ বা ভজনে ভোষিল তার । ৩২৫

হেবি সাধু এক কোপীন ধারণে,
 নিজ চিত লয় সে বেশ গ্রহণে,
 ছেদিয়া বালক আপন বসনে,
 কোপীনে সাজাতে কহিল তা'য। ৩২৬
 কোপীন ধারণে সন্ন্যাসী সাজিয়া,
 চলিল পান্দাই নাচিয়া নাচিয়া,
 অতিরিক্তা মাতা সে বেশ হেরিবা;
 কত তিরস্কার করিল হায়। ৩২৭
 “কেন রো'ষ মাতা এবে অকারণ ?
 কেমন দেখায় হেব না এখন” ?
 শুনি শিশু-বাণী জননী তখন—
 কোলে শিশু ল'য়ে চুম্বিল তা'য। ৩২৮
 যে দিনে ধারণ সন্ন্যাসী'ব বেশ,
 সেই দিন হ'তে নবভাবাবেশ,
 কভু বা বহে না বাহুজ্ঞান লেশ,
 ভাবের আবেশে ডুবিয়া রহে। ৩২৯
 আহারে বিহারে কভু বা খেলায়,
 কভু মেঘ পানে যবে চাহি বয়,
 বাহু জ্ঞান বাহু দর্শন হারায়,
 দুর্গা নামে তবে চেতনা বহে। ৩৩০
 পূজিতে বিশেষে বসুবীর শিলা,
 স্কুন্দিরাম্ন স্প্রে আদিষ্ট হইলা,
 শয্যা ছাড়ি দ্বিজ প্রভাতে উঠিলা;
 হরষিত অতি পবিত্র চিত। ৩৩১

৩২৬। ভগবান রামকৃষ্ণ বালো ও ভাগের আভাস দিবার অস্ত্র স্বীয় নববস্ত্র দ্বিগ্ন করিয়া কোপীন ধারণে ভগবত্বে কোপীনধারী রূপে ত্যাগ শিক্ষা দিয়াছেন বখা, কোপীনবস্ত্রঃখলু বর্ণবস্ত্রঃ।

প্রাতঃস্নান আদি কবি সমাপন,
 সঙ্খ্যাবন্দনাদি কবিয়া সাধন,
 আবস্থিল যত পূজা আয়োজন ,
 রীতি মত সব হয় উচিত । ৩৩২

নানাবিধ ফুল কবি আহরণ,
 মস্তপুত কবি তুলসী চয়ন,
 কুন্দ ফুল মালা কবিয়া বচন ,
 চন্দনেব সহ সাজায়ে বাখে । ৩৩৩
 রসাল স্তমিষ্ট ফল নানা হাবে,
 নৈবেদ্য সাজায়ে বাখে থবে থবে,
 মিষ্ট দ্রব্য যত বাখে পাত্র পূবে ,
 মিশিবি মাখম্ তাহাতে বাখে । ৩৩৪

ধূপ ধুনাবাসে গৃহ সুবাসিত,
 নব কিসলয়ে বচন বচিত,
 ঘৃত দীপে গৃহ বহে আলোকিত ,
 বিধানমত পূজা উপচাবে । ৩৩৫

সুদীর্ঘাশ্রম বসি স্বস্তিক আসনে,
 প্রাণায়ামে হৃদে উত্তোলিয়া মনে,
 নিমীলিত অঁখি নিজ ইষ্ট ধ্যানে ,
 চিত্তবনে পূজে মানসোপচাবে । ৩৩৬

জনকে হেবিয়া ধ্যান পবাষণ,
 মানস পূজায় মিলিত নয়ন,
 শিশু গদ্যোচ্চর ত্রীঅঙ্গ তখন,
 স্তবতি চন্দনে চর্চিত করে । ৩৩৭

শ্রীপদে স্থাপিল তুলসী চন্দন,
 কুন্দ ফুলমালা কণ্ঠেতে ধারণ,
 নিজ শিরে ফুল কবিল স্থাপন,
 ফল মিষ্ট আদি ভোজন করে । ৩৩৮

বিজবর বহি ধ্যান-নিমগন,
 মন-মানসেতে পূজে শ্রীচরণ,
 কুসুম অঞ্জলি তুলসী চন্দন,
 পান্দাই চরণে হয় অর্পণ । ৩৩৯

নয়ন উন্মীলি হেবিল তথায়,
 তুলসী চন্দনে বিভূষিত কায,
 নৈবেদ্য ভক্ষণ কবিতা শ্রীবায়,
 বসে স্থিতি ভাবে মুদি নয়ন । ৩৪০

কহে ক্ষুদ্রহীন করি ঘোড় কব,
 “সাধাবণ শিশু নহে গদাধব,
 তুমি গদাধামে স্বয়ং গদাধব ।
 তোমাতে পালিতে নাহি শকতি । ৩৪১

বল না আমায় কহি যে কাতরে ।
 মম পূজা কিহে লয়েছ সাদরে ?
 কি আছে বলনা তুমি দীন ঘরে ?
 বিনা এ দাসেব শুদ্ধা ভকতি” । ৩৪২

শিশু গদাধব কহে পিতৃবরে,
 “কেমন সেজেছি দেখ না আমারে ?
 চন্দন মেখেছি দেখ কলেবরে ।
 দেখ ফুল মালা দোলে গলায়” । ৩৪৩

মনে মনে দ্বিজ করেন বিচাব,
 আজি সমাহিত এ পূজা আমাব,
 নিজের গদাধর পূজা উপচাব ;
 স্বহস্তে লইয়া ভুঞ্জিল তায় । ৩৪৪

দেবতা তুল্য বিভু-দবশন,
 পূর্ণ জ্ঞানে হয় জ্যোতি নিরীক্ষণ,
 দেহধারী পূর্ণ দেব নাবাষণ ,
 পুত্র রূপে আজি মন আলাষ । ৩৪৫

অতীব আদবে শিশু বোলে নি'ল.
 অমল কমল বদনে চুম্বিল,
 স্নেহভবে দ্বিজ সকলি ভুলিল ,
 মোহে জ্ঞানরাশি হইল লয় । ৩৪৬

শ্রীশ୍ରীরামকৃଷ୍ଣভାଗବତ ।

পঞ্চম কল্প।

$$\rightarrow + \frac{2}{3} - \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} =$$

বাললীলাধায় ।

†††††

বালকেব সনে যত রামাগণে,

খেলে 'হোলি' একদিন। ৩৪৭

সবম টটিয়া ভবম ছাডিয়া,

খেলিল সন্নিবে মীন । ৩৪৮

যত বামাদলে সবে কুতূহনে

যেবিল পান্দাহে ধরি। ৩৪৯

ব্রতভী যেমন বেড়ি তরুগণ

দুট কাপে বহে ধবি । ৩৫০

কোন প্রোটা বামা কপে অনুপমা

লয তা'য কোলে তুলি । ৩৫১

বদন মণ্ডল

হেবে তা'য দুখ ভুলি। ৩৫২

প্রেমে মাথা মুখ হেরে হয় লুপ্ত

যেন নব প্রেম খনি । ৩৫৩

স্নেহ পরবশে মনের উল্লাসে,

চন্নিল বদন খানি । ৩৫৪

ଲ'ସେ ବତି ପତି ଖେଳେ ସଖା ରତି,

মনের উল্লাসে ভাসি । ৩৫৫

জানেক যুবতী অতি প্রীতিমতী,

খেলে শিশু সনে হাসি। ৩৫৬

বিলম্বিত বেণী যেন কাল ফণি,
 মুকুতাব ধুপি ঝোলে । ৩৫৭
 কর্ণে কর্ণ ছল নাহি সমতুল,
 চাঁদ তলে তারা দোলে । ৩৫৮
 বালকের সনে হরষিত মনে,
 বালিকা সাজিয়া খেলে । ৩৫৯
 চিবুকে ধবিয়া আদব কবিয়া,
 কথা ক'য় কত ছলে । ৩৬০
 কোন বৃদ্ধা আই “বলে শুন ভাই,
 গাও দেখি গীত গুলি” । ৩৬১
 হরষ অন্তবে কহে কবে ধবে,
 “ভাল লাগে মধু বুলি” । ৩৬২
 কহে আর জনে “গাহত এক্ষণে
 দিব খাচু কত খেতে” । ৩৬৩
 হেবিয়া মিঠাই হবষ গান্দাই,
 ধবে ছুটী ছুই হাতে । ৩৬৪
 আধ আধ বুলি দিয়ে কবতালি,
 নেচে নেচে ভাল ধবে । ৩৬৫
 সঙ্গীতে মাতিল জ্ঞান হাবাইল,
 গাহিল পঞ্চম স্ববে । ৩৬৬
 চবণে নূপূব বাজিল মধুব
 হরিল শ্রোতার প্রাণ । ৩৬৭
 সঙ্গীতে মজিল প্রাণ বিমোহিল,
 কোন বালা ধবে তান । ৩৬৮
 বালকের দল জুটিল সবল,
 গান্দাশের গান শুনি । ৩৬৯

সবে একমনে ধবি একতানে,
 গা'য লয়ে গুণমণি । ৩৭০
 যতেক রমণী খাচ্ছ নানা আনি,
 দেয় সবে বিলাইয়া । ৩৭১
 সুখাচ্ছ লইয়া সঙ্গীত গাহিয়া,
 দেয় সবে মাতাইয়া । ৩৭২
 হবি নাম গাই মিলি একঠাঁই,
 ধরাধরি কবি হাতে । ৩৭৩
 গাহিতে গাহিতে হেলিতে ছলিতে
 চলে যত খেলি সাথে । ৩৭৪
 মাঠেতে চলিল আইলে মিলিল,
 মিলি সবে গীত গায় । ৩৭৫
 মেঘ পানে চেয়ে নেচে যায় ধেয়ে,
 যেন কি হেরিয়া তা'য় । ৩৭৬
 গদাই মাতিল চিত হাবাইল,
 অবশে পড়ে ধুলায় । ৩৭৭
 যত সাখীগণ বেষ্টিয়া তখন,
 কবে নাম উতবায । ৩৭৮
 গাহিতে গাহিতে নাম উচ্চারিতে,
 গদাঘর অঁখি মেলে । ৩৭৯
 জয় জয় বাণী করে হবিশ্রনি,
 মহোৎসবে সবে খেলে । ৩৮০

শ্রীশ୍ରীরামকৃষ্ণভাগবত ।



অষ্ট কল্প ।



বাললীলাধায় ।

পীরদর্শনে বালকেব ভাব ।

জননীবে ল'য়ে মাতুল আলয়ে,

যাত্রা কবে পদাশ্রয় । ৩৮১

আশ্রাপুর নাম আছিল যে গ্রাম

মাতুল আলয় তাব । ৩৮২

প্রভাত না হতে যাত্রা কবে পথে,

বহু দূর হবে যেতে । ৩৮৩

গো-শকটে যায় ধীবি ধীবি ধায়,

সবে আনন্দিত চিতে । ৩৮৪

প্রহবেক পবে বিশ্রামেব তবে

বসে বট-বৃক্ষ ছায় । ৩৮৫

ছায়া স্নানীতল অতি নিবমল,

পবিমল বাহে তায় । ৩৮৬

সেই তরুমূলে সত্যপীল বলে,

আছে এক পীব স্থান । ৩৮৭

সেই পীব-তলে নমিল সকলে,

সাধ্য মত অর্থ দানে । ৩৮৮

গলগ্ন বাসে চন্দ্রমণি আসে,

পূজিতে যথা বিধানে । ৩৮৯

ମହୁଳ୍ଲ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଦିଆ ଯବ ଧାନ୍ୟ

পুজিল ভকতি ভার । ৩৯০

পূজি দেবতায় প্রণমিল তায়

মান্নে স্তুত হিত তৰে । ৩৯১

মৃদু অশ্ব-যুগ কবি মন্ত্রপূত

পীরে দিয়া উপহাস। ৩৯২

বচনা স্থাপিল কডি ছড়াইল.

দিল ৬ত উপচার। ৩৯৩

অশ্রুযুগ ল'তে ধাইল ছবিতে

যবে স্তম্ভ পদাধির । ৩৯৪

পশি পীল স্থানে ঢকিত নয়নে,

বসিল তাহার পব । ৩৯৫

সহসা তাহাব হ'ল ভাবান্তর,

চিত্রাঙ্কিত মত্ত বয় । ৩৯৬

সে ভাব নেহারি মাতা ছাড়া করি,

জল আনি মুখে দেয় । ৩৯৭

কহে “সত্যপীর হও প্রভু স্থির

অপবাধ ভূমি ক্ষম । ৩৯৮

অনোধ সন্তান পশে তব স্থান

না। বসি। 'তব মরম' । ৩৯৯

ଜତାପୀବ ନାମ ହସ ଅବିରାମ,

বালক চাহিল তবে । ৪০০

ক্রমেতে চেতন হইল যখন,

গলবাসে নমে সবে । ৪০১

পরে বুঝানে কাতর পরাণে,

যায় মাতা শিশু লয়ে । ৪০২

বিশ্রাম লভিয়ে শ্রান্তি বিদূরিয়ে,
 চলে বৃষ দ্রুত ধেয়ে । ৪০৩
 চলিতে চলিতে মাতা লয় চিতে,
 কেন শিশু হেন হয় । ৪০৪
 থাকিয়া থাকিয়া চিত হারাষ্টয়া,
 কেন বা অবশ বয় । ৪০৫
 যুকাবি জননী কহে “যাদুমণি ।
 কেন হেন হ’ল ভাব” । ৪০৬
 “হৃদ-অশ্রু আশে পীব স্থানে পশে,
 হেরি এক শত্রু-ধাবী । ৪০৭
 বিমান হইতে আসি আচম্বিতে
 শুভকায় অশ্বোপরি । ৪০৮
 আমাবে হেবিয়া কব প্রসাবিয়া
 লয় নিজ অঙ্কোপরি । ৪০৯
 তাহার পবশে ঘুমেব আবেশে
 ঘুমাইলু তটপরি” । ৪১০
 চলিতে বলিতে চলিতে চলিতে,
 সমাগত বহু দূর । ৪১১
 তাহাব অদূবে অরণ্যানী পাবে,
 আছে গ্রাম আশ্রাপুর । ৪১২
 তক শাখা পরে আনন্দে বিহরে,
 যত বানরেব দল । ৪১৩
 হেবিয়া বানরে হরষ অস্তুরে,
 গদাধর উতবিল । ৪১৪

হেরি গা নাহিলে শাখি-শাখা-পরে

নাচে তারা কুতূহলে । ৪১৫

হনুমান বীর

অতীব সুধীব

পড়ে আসি পদতলে । ৪১৬

উঠি হনুমান্

বহে দণ্ডমান্

দাস সম ঘোড় করে । ৪১৭

কিন্নর তেমতি

বাচে অনুমতি

বানবে তেমতি করে । ৪১৮

ঈঙ্গিতে ঈঙ্গিতে

পূর্ব স্মৃতি মতে

যেন হয় পবিচয় । ৪১৯

কেহ বা লক্ষ্মনে

দেখায় কেমনে

সাগর লঙ্ঘন হয় । ৪২০

কেহ লক্ষ দিয়া

ভরু-শাখে গিয়া

আনে কত চূত ফল । ৪২১

‘বালি’ সমপরে

লাঙ্গুলের ভাবে

উঠাইল নভন্তল । ৪২২

লাঙ্গুল তাডনে

লক্ষার দহনে—

দেখাইল কোন কপি । ৪২৩

দহন কারণ

কালিমা বদন

খেদে কহে পুনবপি । ৪২৪

৪১৬।৪১৯ । হনুমান দর্শনে পূর্ব স্মৃতি মত রাম ও কুবাবতারের ভাব স্মরণ হওন ।
শ্রীকৃষ্ণ ত্রয়ে গোধন চাবণ কালীন ও যশোলাব বহন্ত প্রস্তুত হোহোহোস্তব নবনীত বিতরণ
কালীন বানরের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন । এখানেও সেই ভাব প্রদর্শিত হইল ।

৪২২ রানাবতারে বানরগণ বীর বালীকে বেক্রপ লাঙ্গুলের দ্বারা উর্দ্ধে উঠাইয়াছিল
তদ্রূপ ভাব এখানে প্রদর্শিত হইল ।

৪২৩।৪২৪ । লক্ষা দহন কালে বেক্রপে বানরের মুখ পুড়িয়া যাব এখানে সেই ভাব
দেখান হইল ।

বানরের সঙ্গে খেলে কত বঙ্গে,

যেন তারা অন্তরঙ্গ । ৪২৫

জননী ত্রাসিতা সতত চিন্তিতা,

কিসে হয় খেলা ভঙ্গ । ৪২৬

ডাকি স্মৃতে কয় অপরাহ্ন হয়,

যেতে হবে বহু পথ । ৪২৭

পাছে বা বানরে শিশু গদাধরে,

লয়ে যায় অন্য পথ । ৩২৮

মাতার আদেশে আসিল অবশে,

শকটেব সম্মিধান । ৪২৯

বানরের দল চলিল সকল,

হয়ে সবে আগুয়ান । ৪৩০

অর্ভক যেমতি বেড়িয়া প্রসূতি,

আনন্দেতে নৃত্য করে । ৪৩১

পদাঙ্ক তেমন করিয়া বেটন,

কপিদল খেলা করে । ৩৩২

কপিসনে মেলা কপিসনে খেলা.

হেবি চমকিত সবে । ৪৩৩

জয় জয় রাম । বলে অবিবাম,

পদাঙ্ক উচ্চরবে । ৪৩৪

শিশু কোলে ল'য়ে শকটে উঠিয়ে,

যায় মাতা পিত্রালায়ে । ৪৩৫

সঙ্গে দূর কত যায় কপি যুথ,

পরান্ধ মুখ কভু নয় । ৪৩৬

রাম নাম শুনি উল্লাসে অমনি,

মাতিল কপির দল । ৪৩৭

গান্ধাধরে হেরে সেই ধনুর্ধরে,

ব্রাহ্ম রূপ অবিকল । ৪৩৮

লক্ষ্য রাখা কত করে অবিরত.

হেরি সবে সেইকপ। ৪৩৯

যে দিকে নেহারে রামকণ হেরে.

শ্যাম কান্তি অপরূপ । ৪৪০

প্রাণ প্রণোদিত চিত্ত চমকিত.

• প্রণয়িত পদতলে । ৪৪১

জাতীয় আরাবে করে উচ্চরবে.

রামনাম কপিহলে । ৪৪২

অরুণা উত্তরি পশি মায়া পুরি.

ଫିରିଙ୍ଗି ବାନର ଘର । ୫୫୭

পাছে মাথাঘোরে ভোলে রাখবেরে,

তাই চলে করি ছল। ৪৪৪

দাস্তাভাবে যবে কশিকুল সবে,

রাম অবতারে সেবে । ৪৪৫

ବନ୍ଧିଆ ରାବଣେ ବଡ଼ ଶଙ୍କଗଣେ,

ମହିଳା ଲଙ୍କାୟ ଯବେ । ୪୪୬

মাগরে বাঁধিয়া সীতা উদ্ধারিয়া,

দাস-ভাবে চলে সাথে । ৪৪৭

অযোধ্যা নিকটে সরযুর তটে,

বিদ্যায় চাহিল যেতে । ৪৪৮

হুম্মান কহে এ উচিত নহে,

नाम-कार्य ब्रह्म वाकि । ४४९

୫୩୪ । ଦାମରେହା ବାସକୁକାକେ ବାସକୁମାରୀ ପର୍ବନ କରିନ ।

৪৪৩। রূপান্তর হনুমান মায়ার অতীত বলিয়া মায়াপুরে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া প্রত্যাবর্তন করিল।

রাজ-সিংহাসনে বসায়ে দুজনে
 যুগল মুরতি দেখি । ৪৫০
 যাউব চলিয়ে দাস খত লয়ে,
 তবে'ত দাসত্ব হবে । ৪৫১
 যতদিন ভবে রবি শশী রবে,
 দাস্ত ভাব কথা ববে । ৪৫২
 তাই এই যুগে প্রেম অনুরাগে,
 প্রেম খেলা প্রভু খেলে । ৪৫৩
 প্রেমেতে বিহ্বল প্রেম অবিরল,
 লীলা এবে প্রেম ছলে । ৪৫৪
 স্বকার্য সাধন নহে প্রয়োজন,
 জগতের হিত তরে । ৪৫৫
 বাঞ্ছাকল্পতরু দেব জগদগুরু,
 আছে প্রসারিয়া কবে । ৪৫৬
 এ যুগের ধর্ম নহে অম্ব কন্দ,
 নহে তপ যোগ যাগ । ৪৫৭
 শুদ্ধাভক্তি লয়ে বিশ্বাস স্থাপিয়ে,
 বহ মাখি অনুরাগ । ৪৫৮
 চাডিয়া বানর যবে গদাধর
 মাতুল আলয়ে আসে । ৪৫৯

৪৪৯।৫২ । দাসত্বের অতি হৃদয় ভাব । রামাবতারে ঐ ভাব হুমানের দ্বারা পাইয়া ভগবান লাভ করে ।

৪৫০।৫৪ । এই অবতারে সকল ভাবের দ্বারা পাইয়াছিল । গদাধর বালাকালেই প্রেমভাব দ্বারা পাইয়াছিল ।

৪৫১।৫৮ । ভগবান রামকৃষ্ণ এ যুগে শুদ্ধা ভক্তি লইয়া সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইলেন, তাই লোক কল্যাণতরে জীবগণকে শুদ্ধা ভক্তি শিক্ষা দিবার্থ হইলেন ।

সেস্তাব ঘুটিল শিশু-ভাব এল,
 মাতুলানী ক্রোড়ে পশে । ৪৬০
 প্রেম সঙ্কোচিল মায়া প্রকাশিল
 বহে স্নেহ নিরমল । ৪৬১
 যেন মায়াপুরে সবে মায়া ঘোরে,
 মুগ্ধ রহে অবিরল । ৪৬২
 চিৎখন রূপ ভুলিল স্বরূপ,
 হেরে সবে শিশু তথা । ৪৬৩
 ত্রীকৃষ্ণে যেমতি নন্দ যশোমতি,
 বালকপে হেরে যথা । ৪৬৪
 যবে উত্তরিল মায়া উপজিল,
 শিশু-রূপী সবে হেরে । ৪৬৫
 মাতুলানী গিয়া কর প্রসারিয়া,
 লয় কোলে গদাধরে । ৪৬৬
 শির আত্মাণিয়া বদন চুম্বিয়া,
 ল'য়ে শিশু গৃহে পশে । ৪৬৭
 শিশু বলেবর হেরি মনোহর,
 পুর-নারী স্নেহে ভালে । ৪৬৮
 আগে যোগ মায়া মায়া বিস্তারিয়া,
 মোহে গোপ-নর-নারী । ৪৬৯
 তাই তো গোকুলে ত্রীকৃষ্ণ পশিলে,
 মোহে ডোবে পুরনারী । ৪৭০

৪৬৩৮৫। রামকৃষ্ণদেব ভাবের চিস্তন মূর্তি, কিন্তু মাতুলালয়ে প্রবেশকালীন সে ভাব পরিত্যাগ করিয়া বলকভাবে অবলম্বন করেন।

৪৬১।৪৭০। ভগবান মায়া বিচারিয়া জীবগণকে তাঁহাকে চিনিতে দেননা। তাই গোবুলে প্রবেশ কালে শ্রীকৃষ্ণ গোপ নন নাট্যগণকে মহামায়াধারা আবৃত করিয়া তাঁহাকে চিনিতে দেন নাই। গোপীগণ প্রেমের উজ্জ্বলকণ্ঠে আত্মক হইয়া আত্ম সমর্পণ করে।

হেথা পূর্ণভরে রহে গান্ধারীনে,
 প্রেম ভক্তি একাধারে । ৪৭১
 চিৎখন রূপ আনন্দ স্বরূপ,
 যে ভাবে হের তাঁহারে । ৪৭২
 সখাভাবে হেবে সকল বানরে,
 প্রেমে সবে মেলামেলি । ৪৭৩
 স্নেহ নিরমল অতি সুবিমল,
 স্নেহ-ভরে করে কেলি । ৪৭৪
 মাড়ুল-আলয়ে সবে শিশু ল'য়ে,
 স্নেহ পারাবারে ভাসে । ৪৭৫
 প্রেম পরিমল উছলি দ্বিদল,
 অবিরল ধারে ভাসে । ৪৭৬

৪৭১।৭৫। এ অবতারে ভগবান রামকৃষ্ণ পূর্ণজ্ঞানের বনীভূত মুক্তি, তাই সহজে তাঁহাকে বোঝা যায় না। তাঁহাকে যিনি যে ভাবে লইয়াছেন তিনি তাঁহাকে সেই ভাবে পাইয়াছেন বা বুঝিয়াছেন। তাঁহার নিগূঢ় ভাব বুঝিতে গেলে, আপনাকে আপনি হারাইতে হয়। তিনি বোধের অগম্য। তবে যাহাকে তিনি কৃপা করিয়া ধরা দিয়াছেন তিনিই কতক বুঝিয়াছেন।

৪৭৬। বোপে জ্ঞানীব্যক্তি ক্রমধ্যে জ্যোতি নিরীক্ষণ করেন কিন্তু পবিত্র প্রেমে সর্বপ্রকার মিশ্রিত স্বাভাৱ্য ক্রমধ্যে করিত হয় এবং প্রেমিক সাধক সেই স্বাভাৱ্য পান করে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত ।

সপ্তম কল্প ।

— ৮৪ —

গৌৰ্ণলীলাধ্যায় ।

+ ৪৪ ১৩ +

একদিন গদাধর প্রভাত সময়,
অঞ্চলে বাঁধিয়া মুড়ি যায় শিশু গুড়ি গুড়ি,
মিলি পল্লিবাসী যত বালকেব দল,
গায় সবে মাঠ পানে খেলিতে কেবল । ৪৭৭

মাঠেতে মিলিল যথা চরে গাভীগণ,
রাখাল বালক সনে হয় বাঞ্ছা গোচারণে,

কেহ বান্ধে কটিতটে গোপালের দড়ি,
কেহ বা লইল হাতে পাচনের বাড়ি । ৪৭৮
কেহ লক্ষ্মে উঠি বৃক্ষে পড়িল ধরায,
কেহ তাবে আসি তোলে কেহ আহা আহা বলে,
আনি বারি কেহ মুখে কবিল সিঞ্চন,
কেহ বা কটির বন্ধ করিল মোচন । ৪৭৯

কোন শিশু বৎসতরী ধরিল কোশলে,
নানা নব তৃণ চয় কেহ বা করি সঞ্চয়,
কেহ তাহা সম্বতনে ধরে বৎস মুখে,
শিশু হস্তে বৎসতরী খায় মহাস্বখে । ৪৮০

প্রধাবিতা গাভী কেহ ধরে পুচ্ছে ধরি,
দ্রুতগতি নিবাবণে ব্যথিত পুচ্ছে তাড়নে,
উন্ডোলিয়া পদদ্বয় করে সঞ্চালন,
কছু শৃঙ্গদ্বয়ে করে মৃন্তিকা তাড়ন । ৪৮১

স্তম্ভ-পান-রত বৎস করিয়া হরণ,
 কেহ রাখে সঙ্গোপনে কেহ বা বাঞ্ছিল বনে,
 বৎস অদর্শনে গাভী করে আর্তনাদ,
 হান্ধারবে হেথা বৎস করিল নিনাদ । ৪৮২

নব তৃণ আসে গাভী চরে বনাস্তরে,
 গান্ধাই রাখাল সনে চলে গাভী অগ্ৰেষণে,
 না হেরিয়া এক বনে অশ্রুবনে ধায় ;
 গদাধর পাছু পাছু তার সনে যায় । ৪৮৩

রাখাল গরুর পাল হেরে বনাস্তরে,
 নব নব তৃণ চয় মনোলোভা অতিশয়,
 সানন্দে শ্যামল ক্ষেত্রে চরে গাভীগণ ;
 পরিতৃপ্ত গাভীদল করি বিচরণ । ৪৮৪

পরিশ্রান্ত গোপালক গাভীর সন্ধানে,
 শ্যামল তৃণ আসনে বসি তারা ছুইজনে,
 খুলিল অঞ্চল-বন্ধ মুড়ি-জলপান,
 আনন্দে ভাখিল তারা হয়ে একপ্রাণ । ৪৮৫

অপর রাখালগণ, বালকের দলে,
 না হেরিয়া গদাধরে যায় চলি বনাস্তরে,
 অশ্বেষিতে প্রিয় সখা ব্যাকুল অন্তরে,
 গুল্ম লতা অরণ্যানী নিকুঞ্জ ভিতরে । ৪৮৬

কত স্থান অশ্বেষিয়া দেখিতে না পায়,
 গোস্পদ অশুসরি গাভী রব লক্ষ্য করি ,
 অবশেষে আসি হেরে অরণ্য মাঝারে,
 রাখালের সনে সখা একত্র বিহরে । ৪৮৭

মিলি সবে সেই খানে বসে চক্রাকাৰে,
 অঞ্চল বিছায়ে তায় মুডি বাঞ্চে রাশি প্রায়,
 কেহ খায় কেহ দেয় অপবেব মুখে,
 প্রেমানন্দে শিশুদল ভুঞ্জে কত স্থখে । ৪৮৮

এই ভাবে সখা-ভাব উঠিল উথলি,
 সেই ভাবে নিবন্তব পূর্ণ যবে গদাধব,
 মানস বিহঙ্গ তার উঠি চিদাকাশে,
 হারাইয়া বাহু-জ্ঞান পূর্ণানন্দে ভাসে । ৪৮৯

স্পন্দন বহিত যেন পুতলিকা-প্রায়,
 পান্দাশ্রবণ বোডকবে আধ দৃষ্টি নাসা-পবে,
 যোগ-বশে স্থখাসনে উপবিষ্ট র'য,
 বাহ্যিক চেতনা শিশু সকলই হারায় । ৪৯০

ব্যাকুলিত চিত যত খেলুড়িয়াগণ,
 কেহ বা কবে বোদন কেহ আকুলিত মন,
 কেহ বা বদনে বাবি কবিছে সিঞ্চন,
 কেহ কবে ধীব চিন্তে নাম সঙ্কীৰ্ত্তন । ৪৯১

কীৰ্ত্তনের সুরে শিশু উঠিল জাগিয়া,
 দাঁড়াইয়া বৃত্তাকারে কৃষ্ণ লীলা গান করে,
 বাখাল বালক সবে ঘেবি গদাধবে,
 আনন্দের উৎস যেন উঠিল অন্তবে ॥ ৪৯২

৪৮৮।৯১ । সখ্যভাব উপভ্রিয়া গদাধরের চিত্ত রাগালকপী শ্রীকৃষ্ণে অভি-নিবিষ্ট হইয়া একাগ্রতা আনাইয়া ভগবানেই মনের সংযোগ হয় । ইহাই যোগাবস্থা, তৎকালীন নাসাগ্রভাগে দৃষ্টি সংযত হয় ।

৪৯২ । সমাধি অবস্থায় যে নামের বা ভাবের সমাধি হয়, সেই নামের বা ভাবের • সঙ্কীৰ্ত্তন করিলেই সমাধির অবস্থা অগনিত হইয়া সহজাবস্থা আসে ।

গোষ্ঠ-লীলা সাজ করি চলিল গদাই,
 গোপাল করিয়া সঙ্গে রাখাল চলিল সঙ্গে,
 খেলুড়িয়া সখাগণ চলে তার সঙ্গে,
 ভাসিয়া চলিল সবে প্রেমের তরঙ্গে । ৪৯৩

বেলা হ'ল গদাধর কেননা ফিরিল ?
 চিন্তিতা হ'য়ে জননী ডাকে ধনী কামারিণী,
 “কোথায় গদাই মম কর অন্বেষণ ?
 এত বেলা হ'ল কিছু করেনি ভ্রমণ । ৪৯৪

শুকায়ে গিয়াছে তাব বদন কমল,
 হুকুমার দেহ খানি যেন লাষণোর খনি,
 শুকায়ে গিয়াছে আহা ! তপনের তাপে,
 না হেরে জীবন-ধনে প্রাণ মম কাঁপে” । ৪৯৫

ধনী তার অন্বেষণে করিল গমন,
 প্রতিবাসী ঘরে ঘরে শিশু অন্বেষণ করে,
 খেলুড়িয়া শিশু গণে না হেরিয়া ঘরে,
 ডাক দিয়া ডাকে পরে ব্যাকুল অন্তরে । ৪৯৬

হেথা ঘরে গদাধর হয় উপনীত,
 স্নেহাননে মধু হাস অধরে অমৃত ভাস,
 প্রেম-উৎস প্রবাহিত সত্তত অন্তরে ;
 মা ! মা ! বলি ডাকে শিশু অতি সমাদরে । ৪৯৭

হেরি সন্তানের মুখ জুড়াল জীবন !
 চুন্নিয়া কমলাননে কহে অতি প্রীত মনে,
 “কেন যাছ মণি ! তব এত বেলা হ'ল,
 না খেয়ে শুকায়ে গেছে বদন কমল ।” ৪৯৮

আর এক দিন শিশু মিলিল গোষ্ঠেতে,
রাখাল বালকগণ বেষ্টিয়া তমাল বন,
মন-স্থখে করে খেলা ল'য়ে গদাধরে,
কেহ বা চুস্বন কবে কোমল অধরে । ৪৯৯

শিখি পাখা-যুত চূড়া বাঁধি শিরোপরে,
খড়া বাঁধি কটীতটে পীতাম্বর পরি সঁটে,
বন ফুল-মালা গলে কদম্ব তলায়,
বাঁশরী লইয়া কবে শ্রীকৃষ্ণ দাঁডায় । ৫০০

কেহ বা ধরিল তান মাতিয়া উল্লাসে,
কেহ সাজে গোপবালা কবে লয়ে ফুলমালা,
পান্দাই সাজিল সাজে রাধা বিনোদিনী,
কুঞ্জবনে বসে ধনী বেষ্টিয়া গোপিনী । ৫০১

কৃষ্ণ অদর্শনে যথা কাতরা শ্রীমতী,
কহে বৃন্দা সন্তাষিয়া বিনাইয়া বিনোদিয়া,
“কহ সখি। কোথা কৃষ্ণ কোথা প্রাণ-ধন ।
না হেরে তাহারে মম যায় যে জীবন” । ৫০২

কদম্বের মূলে কৃষ্ণ বাজাইল বাঁশী,
হরিল গোপিনী মন চিত মন উচাটন,
বাধা কহে “সখি। আর বহিতে না পাবি,
চল চল যথা কৃষ্ণ বাজায় বাঁশরী” । ৫০৩

কবে ল'য়ে ফুলমালা শ্রীমতী ধাইল,
আলু খালু কেশ-পাশ স্নান পরিধান বাস,
শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার পড়িছে খসিয়া,
চরণে নুপুর বাজে চরণে লাগিয়া । ৫০৪

হরিত গমনে রাধা চঞ্চল চরণে,
সঞ্চারিণী দীপশিখা মেঘেতে চপলা দেখা,
চলিলা শ্রীমতি তথা কৃষ্ণ দৰশনে,
বিরহিনী প্রেমাধিনী সজ্জল নয়নে । ৫০৫

গদাধর বাধাপ্রায় ভিন্ন দেহ মাত্র,
হাব ভাবেতে শ্রীমতি যেন রসিকা যুবতী,
প্রেম উন্মাদিনী পারা চলিছে সঘনে,
কৃষ্ণ মন কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণের কাবণে । ৫০৬

সাগর সঙ্গমে যথা ধায় তবঙ্গিনী,
দ্রুকুল ভাঙ্গায়ে ল'য তীব ভূমি বালুময়,
উপাডিষা মহীকহ ধায় তীব বেগে,
তেমতি গদাই ধায় মনের আবেগে । ৫০৭

আবাব বাঁশবী বাজে কদম্বের মূলে,
গোপিকা বেষ্টিত হয়ে বাধালতা জড়াইয়ে,
কদম্বের মূলে কিবা শোভিল শ্রীধর,
গুলা লতা পবিত্রত যেন তরুবব । ৫০৮

৫০৬ । গদাধর শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে এতই উন্মত্ত যে আত্মহারা হইয়া আপনাকে শ্রীমতি জ্ঞানে কৃষ্ণ বিবহ যেন সত্তা করিতে না পারিষা শ্রীকৃষ্ণ দশনে ঐক্য ধাবমান হইলেন, ইহাই মহাভাব ।

৫০৮ । বৃন্দাবনলীলা সাক্ষ করিয়া গদাই মাথুরলীলা প্রদর্শন করিবার মানসে রাধাবেশে বৃক্ষান্তরে গমন করিয়া বাহুবেশ পরিত্যক্ত শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপনীত হইলেন ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।



অষ্টম কল্প।



মাধুবলীলাধ্যায়।

কদম্বেব মূল তাজি চলিল গান্ধাই,
বসে তরুবর শাখে কৃজিত পাপিষা পিকে,
চূড়া ধড়া বাঁশী ছাড়ি পবে বাজবেশ,
বৃন্দাবন ভাব লীলা যবে অবশেষ। ৫০৯

গোপ গোপী মিলি তথা চলিল শ্রীমতী,
দেহ ধূলা ধূসবিত অঙ্গবাগ অবসিত,
তিতিয়া নয়ন নীবে কহিলা শ্রীমতী,
বল হে গোকুল নাথ। একি তব বীতি ৭ ৫১০

কহ কৃষ্ণ। কাঁহা তুষা ধবলি শ্যামলি,
কাঁহা সে তমাল বন কাঁহা কুঞ্জ নিধুবন ৭
কাঁহা সে প্রেমিকা বাধা কাঁহা গোপীগণ ৭
কাঁহা সে বাঁশরী তুষা কাঁহা বৃন্দাবন ৭ ৫১১

কাঁহা তুষা পিতা নন্দ কাঁহা যশোমতী ৭
কাঁহা পয়ঃ নবনীত কাঁহা তু অবলা যুত ৭
কাঁহা গোপ সখা তুষা শ্রীদাম সুদাম ৭
কাঁহা উপানন্দ তুষা সদা অভিবাম ৭ ৫১২

କାହା ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରେମ ସାଥୀ କାନନ-ବନ୍ଧୁ ?

କାହା ବନ ଫୁଲ ମାଳା ଲହ ତୁମ୍ଭେ ଗୋପ-ବାଳା ?

କ୍ରିତ କ୍ରିତ ତୁମ୍ଭେ ଧ୍ୟାତ ନିକୁଞ୍ଜେ,

ତୁମ୍ଭେ ଲାଗି ସବ କ୍ଳେଶ ଗୋପୀଜନ ଭୁଞ୍ଜେ । ୧୧୦

ତୁମ୍ଭେ ଲାଗି ଭେଦାଗିତା, କୁଳ ଶୀଳ ମାନ ।

କାମିନୀ ପ୍ରେମ ସାଗରେ ଭୁବିନୀ ତେହର ନୀରେ,

ପେଦିନୁ ସେ କାଳ ଜଳେ କାଳ ପ୍ରେମ ଆତ୍ମା,

ସେ କାଳ ବରଣେ ତେହ ପେଦିନୁ କି ପ୍ରଭା । ୧୧୧

ଚିତ୍ତ ମନ ଭରଣେ ଉଦ୍ଧୃତ ପ୍ରେମ,

ମୁହିଁ ସବ ଉଠିବିନୁ କୁଳ ଶୀଳ ନା ପେଦିନୁ,

ତୁମ୍ଭେ କାଳକ୍ରମେ ଧରି ଉଠିବି ଗୋକୁଳେ,

କଳଙ୍କ ପଥରା ତୁମ୍ଭେ ମାଧେରେ ଥୁଲିଲେ । ୧୧୨

ରାଜବେଶ ଏବେ ତୁମ୍ଭେ କାହାତେ ମିଳିଲ ?

କାହା ତୁମ୍ଭେ ମିତ୍ର ଧରା କାହାତୁ ମୋହନ ଚୂଡ଼ା ?

କୁଳତ ତୁ ଅବିରତ ଶିଖି ପାଖା ଯାହେ,

କାହା ତୁ ଗୋପାଳ ବନ୍ଧୁ କାହା ସବ ରହେ ? ୧୧୩

କି ଲାଗିଲା ଭୁଲିଲ ତୁ ବନ୍ଧାବନ ଲୀଳା ?

ତୁମ୍ଭେ ଲାଗି ବନ୍ଧାବନ ତୁମ୍ଭେ ଗୋପିନୀ ମୋହନ ,

ତୁମ୍ଭେ ଲାଗି ବହୁତ ସମ୍ଭାଷଣ ଉଦ୍ଧୃତ,

ତୁମ୍ଭେ ଲାଗି ଶେଷରତ ବ୍ରଜ ବଧୂଗଣେ । ୧୧୪

କାହା ତୁ ରାଧାଙ୍କ ବେଶ ? କାହା ଗୋଚାରଣ ?

କାହା ତୁମ୍ଭେ ଗୋପ ଲୀଳା କାହା ତୁମ୍ଭେ ବାଳ-ଧେନୁ ?

କି ଲାଗି ତୁ ଉଠିବିନୁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ।

ମନ ତୁ ଗୋକୁଳବାସୀ ନା ଜିନ୍ଦେ ଏବନ । ୧୧୫

কাঁহা তুয়া রাস-লীলা . প্রেমের তুফান !
 নিরঞ্জে প্রেম বুঝে প্রেম তটিনীর নীরে,
 প্রেম তু বহতু ত্রজে সুখীর সমীরে,
 ত্রজ বালা কলিকায় তু প্রেম সঞ্চারে । ৫১৯

ফুটয়তি সরোরুহ সরস বসন্তে,
 গুঞ্জয়ত অলিকুল কুঞ্জয়ত পিক দল ;
 ফুরয়তি ফুল দল তরুণর শাখে,
 নাচয়ত শিখি কুল কাদম্বিনী দেখে । ৫২০

কহ কৃষ্ণ কি লাগিয়া সব তেয়াগিলে ?
 কান্দে মাতা বশোমতী কান্দে ত্রজ কুলবতী ,
 কান্দে গোপ-কুল বালা না বাঁধে কুন্তল,
 গোপ বালকের দল কান্দে অবিরল । ৫২১

গোপবালা তুয়া লাগি কিয়া দশা ভেল,
 হের তুয়া চন্দ্রাবলী ললিতা বিশখা কলি ;
 হের বৃন্দা কিয়া দশা গোপিনী প্রধানা ?
 কিয়া দশা ভেল তুয়া রাধা চন্দ্রাননা । ৫২২

গোকূলে গোকুল দল নীরব যে ভেল,
 তুয়ালাগি ওহে শ্যাম নীরব তু ত্রজ-ধাম ;
 নীরব সে বৃন্দাবন পাখীর কাকলী,
 নীরব ভেল তু সব যত ত্রজবুলি । ৫২৩

শুক ভেল তরু লতা কানন-বল্লরী,
 শুক ভেল ফুল-হার শুক ফুল অলঙ্কার ;
 শুক ভেল নিরঞ্জন তটিনীর ঝারি ।
 যমুনায না বহল উজানের ঝারি । ৫২৪

সঁপিছু তুষার করে জীবন যৌবন,
মুয়ে রাখা বিনোদিনী তুয় শ্যাম-সোহাগিনী ;
হে'র মুখে, তুয়া বিমু কিয়া দশা ভেল,
তুয়া না পেখিয়া কেন পরাণ না গেল ? ৫২৫

তুয়া পদে সব মুহি কৈমু অবপণ .
কুল মান তেমাগিনু লাজে জলাঞ্জলি দিমু ;
শেষ ছিল তনুখানি সেও কাল ভেল ।
সকলই কালার পদে বিসর্জন গেল । ৫২৬

নয়নে বহিল নীর কহিতে সে বাণী,
চরণ চলেনা আর নেত্র নিমীলিত তাব ;
স্পন্দন বিহীন যেন জড়ের সমান ।
মহাভাবে গদাধর চিত-সমাধান । ৫২৭

এত কৈমু তবু তুয়া কেন না মিলল ?
তুয়ে তু অতি লম্পট তাহে তুয়া অতি শঠ,
চিত মন মজাইয়া রহ দেশান্তর ।
তুয়া মুখে কেন হবে এতই অন্তর । ৫২৮

না চিনল মুখে মন তুয়া যে কেমন,
তুয়া গভীর সাগর মুখে নীচ নিরবর,
অবগাহি তু সলিলে হামে মিলাইল,
স্বর গবলর ভাব তাহে উপজিল । ৫২৯

হারাইমু তুয়া চিতে তীর না পেখমু,
সাঁতারি প্রেম-সাগরে বিকল দেহের ভাবে,
ডুবিমু প্রেমের নীরে তুয়া না পাইমু,
চরণ পঙ্কজ ধ্যানে পরাণ সঁপিমু । ৫৩০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত

নবমকল্প ।



খাদ্যদানাদ্যায় ।



বাঁড়ুয়ে উঠান ছিল গোচারণ স্থান,
সঙ্গী লয়ে গদাধর খেলে তথা নিরন্তর ;
কখন সাজিয়া কৃষ্ণ গোধন চরায়,
কভু বা বাধিকা সাজি মান ভবে বয় । ৫৩১

রাখালের বেশে কেহ চরায় গোধন,
তৃণ শল্পে প্রপূরিত ধেনু সব তৃষাষিত ;
নিদাঘ-তাপে-তাপিত জল আশে ধায়,
গোধন লইয়া সবে ভূতিব খালে যায় । ৫৩২

স্বচ্ছ শুশীতল জলে তৃষ্ণা করি দূর,
ধেনু সব ধীবে ধীবে নব তৃণ ভক্ষিবাবে ;
চলে যায় মাঠান্তরে খালেব অদূবে,
বৎস সহ গাভী-দল চবে তৃণপরে । ৫৩৩

ধেনুর সন্ধানে গিয়া রাখাল বালক,
আতপ-তাপ-তাপিত ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রপীড়িত ;
মলিন বদনে যবে ফিরিল তথায়,
গদাধর দ্রুতগতি খাদ্যতরে ধায় । ৫৩৪

মানিক বন্দোব বাটী পূজা মহোৎসব,
 দেবী সুষোভিত সাজে ঢাক ঢোল বাজুবাজে
 কাংস্য ঘণ্টা মৃদঙ্গ দি বাজে অনিবার
 পূজা গৃহে জনে জনে আমোদ সবার । ৫৩৫

সুগন্ধি গুলগুল ধুনা গন্ধকুণ্ডলাস্তিত
 আমোদিও প্রামাদিত পুৰবাসী জন যত ,
 পুৰাবাহিত পূজা তবে বসিল আসনে
 থামিল বাজুৰ বোল বহে দেবী ধ্যান । ৫৩৬

পূজাস্থানে খাচু লাভ স্তুবিধা না হেবি
 প্রবেশিয়া অন্তঃপুরে বাচিব ভক্তোব তাব
 মানিক চুহিতা দেয় খাচু নানাতাবে
 বাবিয়া অকলে তাহা চলিল বাহিবে । ৫৩৭

কৰ্ম্মচাৰী একজন হেবিয়া গোপান
 গিয়া গৃহ স্বামী স্থান নিন্দে নাবাঁ আচরণে ,
 তাব বণ্ডা পূজা আগ বাব চিত্তবণ,
 নানা খাচু পূজাতবে যাহা আচরণ । ৫৩৮

খাচু লগে গদাধব যায় হুঙ্ক মান
 মিলি বয়স্বেব সান খায় সবে তুণ্ডমনে
 নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য কবিয়া ভক্ষণ
 সুশীতল জল কবে ভূষা নিবারণ । ৫৩৯

নিজ কন্যা আচরণে ব্যথিত মানসে,
 অন্দবে আসিয়া হেথা মানিক জানিল তথা;
 মিষ্টান্ন দিয়াছে কিছু আপন তনয়া,
 ক্ষুদিবাম স্তুতববে ক্ষুধিত জানিয়া । ৫৪০

কন্যাবে কথিয়া তদা কবে তিবস্কাব,
 পান্দাই পূজাবি-ঢেলে দেবল ব্রাহ্মণ বলে,
 এক সাবে লয়ে কেহ না কবে ভোজন,
 দেশ-প্রথা অনুসাবে যতেক ব্রাহ্মণ । ৫৪১

কি সাহসে অগ্রভাগ তাহে বিতরণ ?
 বহুব্যয়ে আয়োজন পূজাব উপকরণ,
 সকলি হইল ভ্রষ্ট তব আচরণে,
 বহুধন ব্যয় মম হ'ল অকাবণে । ৫৪২

ক্রোধে অন্ধ দ্বিজবব বত কটু ক'য,
 তিবস্কাবে অপমানে পায় বাধা বালা মনে
 স্মাবিল একান্ত মনে গদাধব হবি,
 থাকিতে না পাবে ভক্ত-বাস্তবপূর্ণ-কাবী । ৫৪৩

বোষ ভবে দ্বিজবব পশি দেবালয়,
 নিবেদিল দেবতাবে চুহিতার অনাচারে,
 নিবেদিল পান্দাশ্রম অশিষ্ট আচারে,
 মাগিল অনিষ্ট তাব দেবতা গোচরে । ৫৪৪

গলবস্ত্রে দেবী পদে কবি নমস্কাব,
 দ্বিজ হেবে পান্দাশ্রম প্রসাদিয়া নিজকব,
 পূজা উপচার যত কবিছে ভক্ষণ,
 দেবী পীঠে পান্দাশ্রম স্থাপিত তখন । ৫৪৫

মানিকের জ্ঞান চক্ষু হ'ল উন্মেষিত,
 বিচারিল সেইক্ষণে দ্বিজবর মনে মনে ;
 সামান্য বালক নহে শিশু গদাধর,
 অভীষ্ট দেবতা শিশু পরম ঈশ্বর । ৫৪৬

বহু পুণ্য-কলে কণ্ঠা পেয়েছি এমন,
 পূর্ণ ব্রহ্ম গদাধরে দিল খাচ্ছ নিজকরে
 পাপী আমি তাই তাবে করেছি ভৎসনা
 অপরাধ ক্ষম দেব কবিতা মার্জ্জনা ॥ ৫৪৭

শ্রীশ୍ରীରାମକୃଷ୍ଣଭାଗବତ ।

দশমবর্ষ ।

—44— 34—

বিদ্যারাস্ত্র ও বালখেলাধ্যায় ।

✂

শুভ তিথি শুভক্ষণে শুভ দিন পঞ্চ সনে,
 বিজ্ঞারম্ভ হইল প্রভুর। ৫৪৮
 পিতা দিবে হাতে খড়ি পাঠাইল গুরু বাডী,
 শিখিবারে বিজ্ঞা সুপ্রচুর। ৫৪৯
 মাধব গুরুর নাম শিষ্ট শাস্ত্র গুণধাম,
 আশ্রমে অক্ষর শিখাইল। ৫৫০
 পাঠশালে অল্প দিনে প্রভু পড়ে দাতাকর্ণে,
 প্রহ্লাদ চরিত্র পড়াইল। ৫৫১
 গুরু কহে পদাশ্রয়ে শুন শিশু সবিস্তারে,
 অক্সান্ত্র অতি হিতকর। ৫৫২
 পাঠ সব করি শেষ পড়ে নাম অবশেষ,
 ধ্যান শেবে লাগে শুভকর ৫৫৩
 সমপাঠী সাধিগণ সহ সদা বিচরণ
 খেলে দেব দেবলীলা যত। ৫৫৪
 গোষ্ঠলীলা অভিনয় অতি মধুরতাময়,
 হরে ল'য় দর্শকের চিত্ত। ৫৫৫
 কি সুন্দর কৃষ্ণ সাজে রাখাল সনে বিরাজে
 পদাশ্রয় খেলুড়িয়া সনে। ৫৫৬

- ১ কটীতটে পীতধড়া - শিবেতে মোহন চূড়া, .
 . বিচবিছে লইয়া গোধনে। ৫৫৭ .
- স্বকণ্ঠে স্তন্দব গীত মনোহর স্তলিত,
 মুগ্ধ বহে শ্রোতাগণ সবে। ৫৫৮
- কে বলিবে বাল খেলা যেন সত্য “কৃষ্ণলীলা”,
 অভিনীত পুন এই ভবে। ৫৫৯
- ভাবে গীত ভাবে খেলা ভাবেতে হইয়া মেলা,
 ভাবুকের ভাব উচ্চল। ৫৬০
- কভু বা হবে শ্রীমতি বহিছে কবে মিনতি,
 প্রাণ মন হয় তাহে লয়। ৫৬১
- কাম্মার-পুকুর-বাসী সতত আনন্দে ভাসি,
 ঘাপিতেছে দিবস শরবী। ৫৬২
- যেন মর্দে ব্রজধাম সদা বাধা-বৃষ্ণ নাম,
 . সদা বহে প্রেমের লহরী। ৫৬৩
- প্রতিদিন দিবাভাগে , পড়িতেন অনুবাগে,
 দাতাকর্ণ মধুযুগি ঘরে। ৫৬৪
- গৃহ,পাদুর্ধ আত্ম ডালে বসি শুনে কুতূহলে,
 কপি এক অতি ভক্তি ভরে। ৫৬৫ .
- পাঠ শেষে কপিবর পর্শে পদ গদাধর,
 পর্শে পুঁখি হ'য়ে নভশিব। ৫৬৬
- ভাব হেবি গদাধবে দাস্ত্র ভাব কপিববে,
 . তারে পশু-হইল সুধীব। ৫৬৭
- ক্রমে দিন বর্ষ গত ষষ্ঠ বর্ষে উপনীত,
 পিতা যবে লীলা সম্বিল। ৫৬৮
- শিতৃশোকে গদাধর শোকাভুব নিবস্তব,
 ভ্রাতৃদ্বয় কত প্রবোধিল। ৫৬৯

অষ্ট বর্ষে উপনীত হ'ল তাঁর উপবীত,
 ত্রিগুজ্ঞান-দীক্ষা সমাধান। ৫৭০
 ধরি নব-কলেবর দ্বশবিধ সংস্কার,
 দেহ শুদ্ধি কাবণ প্রধান। ৫৭১
 উপেক্ষিয়া বংশ বীতি অনুসরি ধর্ম নীতি,
 উপদেশে চইয়া বধিব। ৫৭২
 ধাতু গুণ শুধিবাবে ত্রিগুচারী নিজ কবে,
 অগ্রভিক্ষা লভিল ঘনীভূত। ৫৭৩
 যবে হ'ল উপবীত ত্রিগুদীক্ষা সমাহিত,
 জন্ম হ'তে ত্রিগু জ্ঞান যাব। ৫৭৪
 বামগ্রন্থ হ'ল নাম মুখে নাম অবিবাম,
 জ্ঞান অজ্ঞানেব যিনি পার। ৫৭৫
 ব্যাকবণ স্মৃতি তত্ত্ব পূজা পাঠানিয়মিত,
 পূজা তবে শিখে গদাধর। ৫৭৬
 পুরাণাদি শাস্ত্র কথা ভাগবত আদি গীতা,
 লাহাঘবে শুনে বিপ্রবর। ৫৭৭
 শুনে বাহ্য পদাবলি শিখে যেন শ্রুতিধর,
 স্মৃতিপটে বহে চিরাক্তিত। ৫৭৮
 যাত্রা কীর্তনেব গীত বহে মনে চিরাঙ্কিত,
 হাব ভাব অতি সুললিত। ৫৭৯
 আহুত পণ্ডিতগণ করে শাস্ত্র বিচারণ,
 লাহা গৃহে আত্মশ্রাদ্ধ দিন। ৫৮০
 শাস্ত্র অর্থ মীমাংসায় মানে সবে পবাজয়,
 সমবেত পণ্ডিত প্রবীণ। ৫৮১
 পাণ্ডিত্যের অভিমান শাস্ত্র-লব্ধ ভ্রম-জ্ঞান,
 চূর্ণ কবে শিশু গদাধর। ৫৮২

সর্বলোকে খ্যাত ক'র জয় গদাধর জয়,
 কহে সবে দৈব প্রতিধর । ৫৮৩
 প্রধান পণ্ডিত যিনি সিদ্ধাস্ত অত্রাস্ত গণি,
 মানি লয় সবে পরাজয় । ৫৮৪
 বিশুদ্ধ অত্রাস্ত জ্ঞান প্রচারিল সর্বস্থান,
 দেশে দেশে সেই কথা কয় । ৫৮৫
 কামার পুকুর গ্রামে চিনু শ্রীপ্রবাক্স নামে,
 ছিল এক সাধু সদাশয় । ৫৮৬
 ধর্ম্য কর্ম্মে ছিল মতি দেব বিজ্ঞেতে ভকতি,
 সত্য-নিষ্ঠ সরল হৃদয় । ৫৮৭
 গদাই সরল চিত্ত ভাবেতে হয়ে উন্নত,
 নেচে নেচে বলে হবিবোল । ৫৮৮
 হরিনামাহৃতমুখে হরিনামাঙ্কিত বৃকে
 সদাগীত সুধাহরিবোল । ৫৮৯
 যারে হেরে বলে তারে পদ রেণু শিরে ধবে,
 হরিবোল বলবে বদনে । ৫৯০
 হৃদয় শীতল হবে হরি-রূপ নেহাবিবে,
 র'বে সদা আনন্দিত মনে । ৫৯১
 গদাধর অতি প্রীতি চিনু-চিত্তে বহে মতি,
 প্রাণ-পূবে করে ভক্তি ভাষ । ৫৯২
 গর গর ভাবে ভোরা মনে যেন লয় গোরা,
 আসক্তি প্রবৃত্তি নাহি যায় । ৫৯৩
 সব তরু এক মত যথা হয় অনুমিত,
 প্রবল ঝটিকা বহে যবে । ৫৯৪

৫৮০-৫৮৫ বিংশটি ভেক্সেলসে ইকুপ তর্কে পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করেন । (মার্ক)

৫৯৩ । গৌরাঙ্গাবতার ।

ভেদ জ্ঞান নাহি রয় সবে সম জ্ঞান হয়,
নির্বিকার চৈতন্য সাগর । ৫৯৫

জীব শিব সম ভাব বিশিষ্টাধৈত ভাব,
ধৈত ভাব না রহে তাঁহার । ৫৯৬

গদাধর চিদানন্দে সদা ভাসে প্রেমানন্দে,
তাই হেরে সমভাবে সবে । ৫৯৭

বুঝেছিল চিনু তাঁবে ভগবান স্বশরীরে,
আবির্ভূত কামাবপুকুবে । ৫৯৮

তাঁর সনে সহবাস তাঁর সনে প্রেমানন্দ,
তাঁর সনে জ্ঞান-জ্যোতি ফুরে । ৫৯৯

তাঁহার পুণ্য পবনে চিনুতে শক্তি বিকাশে
পুলকিত তমু দবশনে । ৬০০

তুলসী ফুল চন্দনে পূজি বাতুল চরণে,
তোষে চিনু মিষ্টি ভোজনে । ৬০১

চন্দন চর্চিয়া ভালে ফুল মালা দিয়া গলে,
খাদ্য দ্রব্য কবে নিবেদন । ৬০২

মাঠে গিয়া ঢুই জনে খেলে অতি সঙ্গোপনে,
“দাদা” বলি হয় অচেতন । ৬০৩

গদাধর “চিনিবাসে” হেবে যেন কীর্তিবাসে,
মন তাঁহে বহে নিমগন । ৬০৪

কড় মাতি প্রেমোন্মাদে গায় গীত অবসাদে,
চিত যাহে কবে আকর্ষণ । ৬০৫

৬০৩ । সমাধি হওয়া ।

৬০৪ ৬০৫ । নির্বিকল্প সমাধিতে মন সহস্রারে লীন হয় । বহাভাবে প্রেমানন্দ উপস্থিত হয় ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

একাদশকল্প।



কালীপূজাধায়।



কালী-ভাব উদ্দীপনে পূজিবাবে হ'ল মনে
আদ্যাশক্তি কালী জগন্মাতা। ৬২৫

আপন হৃদয়ে হেরে যেন শব শিবোপবে,
জ্যোতির্ময়ী জগত প্রসূতা। ৬২৬

মিলি বালিকাব দলে তাই খেলিবাব ছলে,
কালীব প্রতিমা নিজে কবে। ৬২৭

জীবন্ত শ্যামাপ্রতিমা সকলের মনোবমা,
নয়নেতে খেলিছে জুবুটী। ৬২৮

অধরে ঈষৎকাসী চমকে চপলা বাশি,
কটাতট অতি পরিপাটী। ৬২৯

ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি আয়োজন হ'ল যদি,
পূজা নিজে গান্ধার্য কবে। ৬৩০

বলি তরে পার্শ্বদল আহবিল শিশুদল
গান্ধাই আপনি দেয় বলি। ৬৩১

পূজা হয় বিধি মত্ত পল্লিবাসী হেবে যত,
হয়ে তারা সবে কুতূহলি। ৬৩২

গান্ধাই বালক দলে অমাবস্থা নিশা কালে,
কালী পূজা কবে নিরজনে। ৬৩৩

বালক বালিকা যত হয়ে সবে সম্মিলিত,
পূজা কর্যা করে একমনে । ৬৩৪
নাবীভাব উঠি অঙ্গে মাজিয়া নাবীর সঙ্গে,
রমণী স্থলভ হাব ভাবে । ৬৩৫
অলঙ্কারে বিভূষিত নারী সম সঙ্কোচিত,
পূজা ত্যজি যায় নারীভাবে । ৬৩৬
শুভ বরণের আশে সম্মিলিত দেবী পাশে,
পল্লীবাসী যত কুলবালা । ৬৩৭
কেহ হাতে লয়ে ঝারি পূর্ণ কুম্ভ কক্ষে কবি,
কেহ লয়ে বরণের ডালা । ৬৩৮
পান্দামূল নাবী বেশে দাঁড়ায়ে দেবীর পাশে,
চামর ঢুলায় ভাবাবেশে । ৬৩৯
কালীপদকোকনদে চিস্তা ডুবে অবসাদে,
দেহ জ্ঞান নাহি বহে শেষে । ৬৪০
কালী মুক্তি সচেতন করি কর প্রসাধন,
যেন কবে ফ্রোড়েতে স্থাপন । ৬৪১
ক্রমে ভাব প্রশমিত ভাবেতে গাইল গীত,
গীতে মুগ্ধ সমবেত জন । ৬৪২

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত ।

দ্বাদশস্কন্ধ ।

পৌগণ্ডলাধ্যায় ।

ষোড়শ বৎসব যবে প্রৌঢ়া প্রতিবাসী মনে,
অতি প্রীত গদাযেব গীতে । ৬৪৩
সদা তাবা সযতনে লয়ে তাঁবে নিবজনে,
শ্রীচরণ পূজে ভক্তি যুতে । ৬৪৪
শ্রীপদ পূজিবে যবে ভাবেতে মজিয়া বনে,
মহাভাবে বহে জ্ঞান হাবা । ৬৪৫
তদা প্রেম উপজিয়ে প্রেমে মাতোষাবা হয়ে,
হেবে যেন প্রেমে ভাসে ধবা । ৬৪৬
তাই তাবা বস ভাসে প্রেমের তৃফানে ভাসে,
প্রেম তবি নাবিক পদাই । ৬৪৭
প্রেমেতে কবে চুম্বন প্রেমে কবে আলিঙ্গন,
গৌর-প্রেমে যেমন নিতাই । ৬৪৮
স্ববর্ণ বণিক শ্রেষ্ঠ সীতামাখ বয়োজ্যেষ্ঠ,
পদান্বয়ে জানিয়া গোবিন্দ । ৬৪৯
লয়ে তুলসী চন্দনে পূজে বাতুল চরণে,
চন্দনে চর্চিল ঢাক অঙ্গ । ৬৫০
কভু কবে কবে ধবে ভাবে ভাবে নৃত্য কবে,
শ্রীমুখ হেবিষা সব ভুলে । ৬৫১

কভু হবি হরি ব'লে নৃত্য করে কুতূহলে,
আবেশেতে উর্ধ্বে বাহু তুলে । ৬৫২
হেবিলে নয়ন দুটী মনে হয় মায়া কুটী,
দাবা পুত্র প্রিষ পবিজ্ঞন । ৬৫৩
মায়া পাশ কাটিবাবে নিবজ্ঞনে লয়ে তাবে,
ভব মুক্তি কবে আকিঞ্চন । ৬৫৪
সীতনাথ-অষ্ট কন্যা পিতৃঘরে বহে ধনা
সকলে সম্প্রীতি সদা বহে । ৬৫৫
সবে শুদ্ধা প্রেমময়ী কপেব লাভণ্যময়ী,
গদাধরেন সবে প্রীতা বহে । ৬৫৬
হৃদয়-প্রেমিকা বাধা গদাধরে মন বাঁধা,
যোডনী যুবতী সাধা সতী । ৬৫৭
গদাধরেন প্রেম বতি প্রেমেতে নিভোবা অতি,
কবে তাবে প্রেমের আবতি । ৬৫৮
হেবে যেন প্রেমময় শুদ্ধ সহ গুণ ময়,
প্রেমেব লহবী সদা বহে । ৬৫৯
নয়নে নয়নে হেবে মানসে নিদিধাসনে
মূর্ত্তি জাগকক রূপে বহে । ৬৬০
গুহ কণ্ঠ সবে কবে মন বাধি গদাধরে,
শয়নে স্বপনে চিন্তা তাব । ৬৬১
গদাধর ইষ্ট জ্ঞান লইতাব ভগবান,
সেই তাব হৃদয়-আধাব । ৬৬২
কমনীয় অনুবাগে স্তবজিত প্রেম-বাগে,
মানস সর্বোজ্ঞে সদা পুজ্যে । ৬৬৩

৬৪। বামকূল দোবাক প্রতিবাসিনীগণ ভগবান বিশ্বাসে ঠাহাব নিকট মুক্তিলাভ, পাচঞা করেন।

শ্রীঅঙ্গে ভাবের রেখা কত ভাব যায় দেখা.

ভাবেতে ভাবের খেলা হয়। ৬৭৫

ভাবময় গদাধর ভাব-রাজ্যে নিরন্তর.

ভাবেতে বিচারে বিশ্বময় । ৬৭৬

সঙ্গীত সুখালহরী মন প্রাণ জয় হরি.

বাংলাকণ্ঠে যবে হয় গীত । ৬৭৭

বিভোবা সঙ্গীত রাগে শুদ্ধাপ্রীতি অনুরাগে.

হাতে সবে গীতে স্থললিত । ৬৭৮

শ্রুতমধুর মধু মাসে পূর্ণ শনি নীলাকাশে.

ব্রাহ্ম লীলা ইয় সমাধান । ৬৭৯

শুন্দর মধুর ভাবে কামিনী লইয়া সবে.

ভজ লীলা কবে অবমান । ৬৮০

সীতানাথ অন্তঃপুরে রমণীব বেশ ধ'রে,

ଶନ୍ଦାଧରୁ ମାଧେ ନାରୀ-ଲୀଳା । ୬୪୧

નાદૌ-લીલા માધનાથ કામ હય પરાજય,

ক্রোধ বিপ্লু হানে সম্ভবিতা । ৬৫২

সদা অমৃত্যুপুৰে বাস নারী সনে বস ডাব,

নারী সনে করে জল খেলা । ৬৮৩

শূন্য কুম্ভ কক্ষে কবি চলে আনিবারে বারি,

নিত্যস্বোত্ত পবিয়া মেখলা । ৬৮৪

বাস্তব মুখ আবরণ মন্থব গতি গমন.

পবিত্র সুন্দর ভাষণ । ৬৮৫

কবরী বন্ধন ফুলে বন্ধ হার গলে দোলে,

হাব ভাব নাবী সুশোভন । ৬৬৬

ଅଜ୍ଞେ ଯାଆନ୍ତା ଅଜ୍ଞରାଗ ଚିତ୍ତେ ମନା ଅନୁରାଗ

হাব ভাব চিন্তা বিনোদন । ৬৮৭

সদা কৃষ্ণ অনুরাগী	বিষয় বাসনা ভ্যাগী
কৃষ্ণগত তাঁব দেহ মন । ৬৮	
নারী-প্রেম মধুময়	তাই নারী ভাব হয়
পুরুষের ভাব হৃদে লয় । ৬৯	
পুরুষ প্রেমের বশ	রমণী চিত্ত সবস
চিত্ত ভবা মধু তাহে র'য় । ৭০	
নারীব ভাবে গদাই	শুণ্ডভাবে সাথে তাই
রমণীর মধুর সাধনা । ৭১	
অকপট সাধনায়	প্রেম মুকুলিত তা'য়
কৃষ্ণ-ভাব হৃদে উদ্দীপনা । ৭২	
নারী ভাব সংসামিষা	সে সাধন উদ্বাপিয়া,
সাম্য ভাব কবেন সাধনা । ৭৩	
সর্ব জীবে সম জ্ঞান	নাহি তাঁব অভিমান,
জীব শিব একই ধারণা । ৭৪	
যতন করিয়া দেবী	শ্রদ্ধা সহ সদা সেবি,
ভক্তি উৎস হৃদে বহমান । ৭৫	
সে হৃদয় সিংহাসন	পবিত্র দেব আসন.
নাবাষণ যাহে অধিষ্ঠান । ৭৬	

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

অশ্লোদশ কল্প ।

—§§—

ব্রহ্মজ্ঞানাধ্যায়

—*—

ব্রাহ্মণী "বৃন্দার" মাতা গদাধর অতি প্রীতা,
সতত তাঁহার সেবা রতা । ৬৯৭

নিজাপত্য নির্বিশেষে অভিষয় ভালবাসে,
সদাই তাঁহার অনুগতা । ৬৯৮

অন্ন বাস্তুনাদি কত পাষেসাদি নানামত,
নিজ হস্তে করিয়া বন্ধন । ৬৯৯

প্রস্তুত করিয়া যত সুমিষ্ট পিষ্টক কত,
গদাধর করান ভোজন । ৭০০

মাতৃভাবে সেবি তারে উদ্ধারিলে ব্রাহ্মণীরে,
জনম সফল হ'ল তার । ৭০১

পূজা জপ উপাসনা দেব দেবী আরাধনা,
গদাধর পদ মাত্র সার । ৭০২

যেমতি বর্ষিত বারি উচ্চ ভূমি পরিহারি,
নিম্ন স্থান করে অধিকার । ৭০৩

তেমতি ভকত চিত সর্ব গুণ সমাধিত
হয বিভূ করুণা আধার । ৭০৪

সঙ্কিত সলিল চয়ে ভূমি যথা সিক্ত রহে,
উর্ব্ববতা শক্তি সমাধিত । ৭০৫

সেই সে আদি শক্তি যিনি পরমা প্রকৃতি,
যাইতে জগত প্রতিষ্ঠিত । ৭০৬

অতি প্রীতি দুই জনে সদা বাস নিরঞ্জে,
 প্রেমলাপ শ্রুতির সন্তোষ । ৭২০
 জাতির বিচার প্রথা উচ্চ নীচ ভাব তথা,
 পূর্ণ জ্ঞানে না পায় আশ্রয় । ৭২১
 সাম্যভাব দেখাবারে ঘাঁর আসা এ সংসারে,
 ভেদ জ্ঞান তাঁহার না র'ষ । ৭২২
 এক বৃন্তে দুটি ফুল কেহ সূক্ষ্ম কেহ স্থূল,
 কেহ দেব কেহ নবরূপ । ৭২৩
 গুহক চণ্ডাল যথা ছিল শ্রীরামের মিতা,
 তথা দৌড়ে যেন অনুকপ । ৭২৪
 কামিনী কাক্ষন ত্যাগী পরব্রহ্ম অনুরাগী,
 পান্দ্যব্রহ্ম পরম বৈরাগী । ৭২৫
 যেন খেত শত দল চল চল পরিমল,
 সদা আদ্যাশক্তি অনুরাগী । ৭২৬
 শ্রীরাম সংসার পাতি খেলিল সে দিবারাতি,
 তৃপ্ত নহে সংসার খেলায় । ৭২৭
 সংসার বন্ধন যত ছিন্ন হ'ল রীতি মত,
 তথাপি না তৃপ্ত বাসনায় । ৭২৮
 ইচ্ছাময়ী ইচ্ছাবশে খেলিছে সবে আবেশে,
 বঁড়সিতে বদ্ধ মীন সম । ৭২৯
 যে দিকে কিরাও তুমি সেই দিকে কিরি আমি,
 শক্তি তোমার অনুপম । ৭৩০
 তাই বলি ওমা তুমি । আমাতে নহি মা আমি,
 দাস হয়ে খেলি এসংসারে । ৭৩১
 খেলা যবে ফুরাইবে তব কোলে উঠাইবে,
 এই কথা ক'রো সন্তানেয়ে । ৭৩২

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত ।

চতুর্দশকল্প ।

আসন সিকি ও হবি সাধনা ।

পদাঙ্কের বাল্য লীলা অবসান হ'ল খেলা,
সাধনা করিতে চিত হয় । ৭৩৩
হৃদয়ে না রহে শাস্তি সংসারেতে হয় ভ্রান্তি,
প্রাণ আকুলিত সদা র'য । ৭৩৪
একদা সন্ন্যাসী যত হয় আসি সমবেত,
লাহাদের সদাব্রত স্থানে । ৭৩৫
সমাগত সাধু যত নিজ পন্থা অমুমত,
ধ্যানে বসে বিবিধ আসনে । ৭৩৬
মিলি তথা সাধু সনে বসে দেব যোগাসনে,
অঁখিঘর অর্ধ নিমোলিত । ৭৩৭
মেকদণ্ড সমুন্নত হস্ত পদ একত্রিত,
যেন দেহ একত্র জড়িত । ৭৩৮
জ্ঞান নাড়ী জাগরিত স্মৃতি প্রসারিত
মূলে শিরে রহে বিস্তারিত । ৭৩৯
অন্তর্বাযু প্রবাহনে প্রাণ বায়ু সংযমনে
কুস্তকের যোগ সমাহিত । ৭৪০
মন তলা নিম্নভূমি যায় চলি অভিক্রমি
নিম্নস্তরে না করে দর্শন । ৭৪১

হৃদয় দ্বাদশ দলে বায় ছাড়ি অবহেলে
 কণ্ঠেতে শক্তির আবাহন । ৭৪২
 ক্রমে ব্রহ্ম দর্শন নিবাত নিকম্প মন
 জ্ঞানবাগ সাগরে বিকাশে । ৭৪৩
 অমৃত সাগর জল শাস্তি রহে অবিরল
 অমরত্ব তাহাব পরশে । ৭৪৪
 হেবিয়া আসন তাঁর হয় সবে চমৎকার,
 অস্থি তাঁব বেন নাহি দেহে । ৭ ৪৫
 প্রাণায়াম কবে যবে স্পন্দ হীন রহে তবে,
 সহস্রাবে প্রাণ বায়ু বহে । ৭৪৬
 জন্মার্জিত কর্মফলে কিস্বা সাধনার বলে,
 সাধক আসনে সিদ্ধ হয় । ৭৪৭
 গান্ধাই কি দৈব বলে অথবা সিদ্ধাই ফলে,
 সর্বাসনে সিদ্ধ হস্ত র'য । ৭৪৮
 জপ তপ নাম বিনে গান্ধাশ্রয় ল'য মনে,
 কিসে নব হইবে উদ্ধাব । ৭৪৯
 হবি নাম স্র্গ তরি উত্তবিত্তে নর নারী,
 অকুল সাগর ভব পাব ৭৫০
 নর নাবী মুক্তি তবে সদা আকুল অন্তবে,
 ডাকে অদ্যাশক্তি অনিবাব । ৭৫১
 “কোথা গো মা শক্তিদ্ভাত্রি । শক্তি দে মা ভবধাত্রি ।
 হরিনাম সুখা বিলাবাব” । ৭৫২
 লয়ে নিজ দল বল মৃদঙ্গাদি করতাল,
 হরি নামে মাতাইলা সবে । ৭৫৩
 হরি প্রেমে মাতোয়ারা হবি নাম মুখ ভরা,
 হরি সংকীৰ্ত্তন করে যবে । ৭৫৪

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

পঞ্চদশকল্প।



শাস্ত্রাধ্যয়নাধ্যায়।



কি পাঠ পড়িবে প্রভু পড়িতে কি নাকী ?

জ্ঞান শিক্ষা শাস্ত্র পাঠে

বিদ্যা কি বিকায় হাটে ;

পর বিদ্যা সাধনার ফল। ৭৬৭

অবিদ্যা সাধনে হয় অর্থ উপার্জন,

শাস্ত্র ব্যবসায় যাহা,

পবা বিদ্যা নহে তাহা ,

তাহে মাত্র আর্থিক সম্বল। ৭৬৮

জ্যোতীর টোলেতে দেব আবস্তিল পাঠ,

যাহা কিছু প্রয়োজন,

কবিলেন অধ্যয়ন ,

শ্রুতি মাত্র স্মৃতির উদয়। ৭৬৯

দশবিধ বস্তুতবে শিক্ষা প্রয়োজন,

শ্রায় আদি ব্যাকরণ,

জ্যোতিষের প্রকরণ ;

ব্রতজাদি কৰ্ম্ম শিক্ষা হয়। ৭৭০

শাস্ত্র শিক্ষা ত্যজি শেষে করেন পূজন,

পূজা, সুপদ্ধতি মত,

স্তব স্তোত্র কণ্ঠগত ;

যেন সব গাঁথা স্মৃতিপটে । ৭৭১

উজ্জ্বিতা ভক্তির বশে স্তব প্রণোদিত

দেব দেবী জাগরিত,

সদা মন প্রকুল্লিত ,

যেন অঁাখি রহে সন্নিকটে । ৭৭২

চাল কলা উপার্জনে নহে অভিরুচি ।

কাল কাটাবার তরে,

নিত্য পূজা করি ফেরে,

কাল বশ জীব নাম ধারী । ৭৭৩

কালের নিয়ন্তা যেই সেই কাল বশ ।

তাই কাল কাটাবাবে,

ফিরে প্রভু দ্বারে দ্বাবে ;

কাল বশে যেমতি ভিখারী । ৭৭৪

সেই ধন্য যার বাটী কবেন পূজন ।

নাথের বাগানে গিয়া

পূজা কার্যে নিয়োজিয়া,

কিছু কাল কাটান তথায় । ৭৭৫

গোবিন্দ চাটুয্যে বাটী ঝামাপুকুরেতে,

তথা বাসস্থান পাতি

নানা স্থানে গিয়া নিতি ,

নিত্য পূজা সাধেন লীলায় । ৭৭৬

আশৈশব পরিচিত তথা গদাধর,
 পল্লিবাসী নারীগণ,
 ভাবি যেন নিজ জন ,
 অকুণ্ঠিত ছিল সর্বক্ষণ । ৭৭৭

নিঃসঙ্কোচে সব সনে ছিল সদালাপ,
 কুমারী যুবতী কিবা,
 প্রৌঢ়া বৃদ্ধা রহে যেবা,
 অবাদেতে তথায় গমন । ৭৭৮

পল্লীবাসী হিত তরে সদা নিয়োজিত,
 সতত মধুর হাসে,
 সদাই প্রেম সম্ভাষে,
 সর্বপ্রিয় সবল হৃদয় । ৭৭৯

আকুমার ব্রহ্মচারী সত্যনিষ্ঠাবান,
 তেজপুঞ্জসমগ্নিত,
 রিপুদল পরাজিত,
 সদাচাবী দেবতা তন্ময় । ৭৮০

সদানন্দ প্রেমোল্লাসে উল্লসিত মন,
 আচাণ্ডালে সমভাব,
 নরনারী একভাব,
 কুমারী, যুবতী, বাল, যুবা । ৭৮১

স্বকণ্ঠেতে পদাবলী অতি শুল্ললিত,
 গীতে চিত আকর্ষিত,
 প্রাণ মন সমাহিত,
 ভক্তি উদ্দীপনকারী কিবা । ৭৮২

অনুপম রূপরাশি কিবা মনোরম ।

সুন্দর স্থাণু কিবা,

সুতপ্ত কাঞ্চন আভা,

রমনীষ মন হরে লয় । ৭৮৩

সরাট বিরাট আত্মা যাব অন্তর্ভূত,

পূর্ণ বোধে যার বোধ,

যাহাঁতে নাহি অবোধ,

বোধাবোধ তাঁহাতেই লয় । ৭৮৪

সর্বজীবে সমদর্শী আত্মজ্ঞানী জন,

তাই সবে সম ভাবে,

নব নারী কিবা জীবে,

আত্মভাবে করেন দর্শন । ৭৮৫

পদ্মাস্তরে সমাদরে পল্লীবাসী জন,

নিরঞ্জে রামাগণ,

করে তাঁরে আবাহন,

শুনিবাবে দেহ-তত্ত্ব গান । ৭৮৬

কেহ শুনে হয় মুগ্ধ ভক্ত-পদাবলী ।

কেহ বা কীর্তন গীত,

শুনে হয় বিমোহিত,

কেহ তপ্ত হয় ভজনেতে । ৭৮৭

আধার যেমতি যার তেমতি ধারণা,

যে ভাবে ভাবিত জন,

আকৃষ্ট তাহার মন,

মুগ্ধ যথা হরিণী সঙ্গীতে । ৭৮৮

একেত ব্রাহ্মণ তায় সরল বালক ।

রূপের নাহিক তুল,

কেবা তাঁর সমতুল,

গদাধর দেবতা আকার । ৭৮৯

সরল রমণী-চিত আকর্ষিত তা'য়,

সুমার্জিত লৌহ ষথা,

চুম্বুকেতে আকর্ষিতা,

বিদ্যাবামা তেমতি প্রকার । ৭৯০

সর্ববজনে নিজভাবে করে আচরণ,

কেহ হেরে ভ্রাতৃভাবে,

কেহ পূজে পিতৃভাবে,

কেহ হেরে স্নেহের নয়নে । ৭৯১

সমুদয় পল্লীবাসী বিরাট সংসার,

তাই কবে গদাধর,

যাতায়াত নিরন্তর,

সঙ্কোচ কভু না রহে মনে । ৭৯২

প্রারব্ধ কর্মের ভোগ অবশ্য সম্ভব,

ধরিয়া নরের দেহ,

এড়াতে কি পারে কেহ,

সংস্কার আজন্ম সঞ্চিত ? ৭৯৩

দেব-ভাব উদ্দীপন সংস্কার বশে,

দেব-ভাব রক্ষাতবে,

নিজে নিত্য পূজা ক'রে,

সকলের ঘবেতে ফিরিত । ৭৯৪

লক্ষ্যত্যাক্ত শর যথা প্রারদ্ধ করম,
 নাহিক শক্তি কা'র,
 প্রত্যাচ্ছতে শর তা'র,
 পরিত্যাক্ত লক্ষ্যের সন্ধানে । ৭২৫

বুঝিতে প্রারদ্ধ কৰ্ম্ম নাহি সাধ্যাকার,
 সঙ্কল্প সিদ্ধির তরে,
 বদ্ধজীব সদা ঘোরে.
 জন্ম মৃত্যু তাহারই কারণে । ৭২৬

সঙ্কল্পের নাশ হয় বিকল্প উদযে,
 পরশে পরশ মনি,
 লৌহ স্বর্ণ হয় গনি,
 শুদ্ধ জ্ঞান পরশ রতন । ৭২৭

ভগবান দরশনে পূর্ণজ্ঞানোদয়,
 প্রারদ্ধ কৰ্ম্মের ভোগ,
 দেহেতে হয় সম্ভোগ,
 সেই ভোগ স্বায়ত্ত্ব শাসন । ৭২৮

সেই তরে দেব ইচ্ছা হয় সম্পূরণ,
 নিত্য নব নব ঘবে,
 কভু মিত্রদের পুরে,
 দেব পূজা করিত সাধন । ৭২৯

এইরূপে কোন ভাবে কেটে ছিল কাল.
 প্রবল রিপুৰ দাপে,
 জীবগণ সবে কাঁপে,
 প্রবৃন্তি পাশব আচরণ । ৮০০

পবিচিত্র সহবেতে “রাজা দিগম্বর,”

প্রথর বুদ্ধির বলে,

জন্মার্জিত কর্মফলে,

স্বনামেতে ধন্য মিত্রবর । ৮০১

বহু অর্থ উপার্জনে ধনিক প্রবর,

জমিদারী কবি ক্রয়,

লক্ষাধিক আয় হয়,

আয়ে আয় বৃদ্ধি নিরন্তর । ৮০২

ইংবাজি বিজ্ঞায় তদা ছিল মুখপাত্র,

বিজ্ঞানশিক্ষা শিখাবারে,

দান ছিল অকাতরে,

ছাত্রাবাস চিকিৎসা আশ্রয় । ৮০৩

সবল চরিত্রবানে ভালবাসা তাঁর,

তাই গদাধরের প্রীতি,

ভালবাসিতেন অতি,

ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল মাথা তাঁয় । ৮০৪

অন্দবেতে গদাধরের প্রবেশাধিকার,

পূজা পর্বে নারীগণ,

বহে তৃপ্ত অগুণ্ণ,

জানে দেবে জয়, পূজা তাঁর । ৮০৫

৭৯৭-৯৮ । জ্ঞানোদয়ে বাসনার নাশ হয়, তাই সিদ্ধ ব্যক্তির বর্ধকক্ষেত্র প্রতি
লক্ষ্য থাকে না ।

৭৯৯ । নর দেহ ধারণ করিয়া কর্মফল ভোগের জন্তই তাঁহার পূজা পাঠ ।

৮০০ । অজ্ঞানে অর্থাৎ দেহ-বুদ্ধি থাকিলে রিপুগণ কর্মভোগের সহায়তা করে ।

৮০১ । রাজা দিগম্বর মিত্র ঋষিপুত্রে বাস করিতেন তাঁহারই পৌত্র বর্তমান
কুমার মন্থনাধ মিত্র রায় বাহাদুর ।

পদাশ্বেষ পূজা পাঠি অদ্বুত কথন,
দেব দেবী অচেতন,
পূজাবশে সচেতন,
লয় পূজা সাদবে তাঁহার । ৮০৬

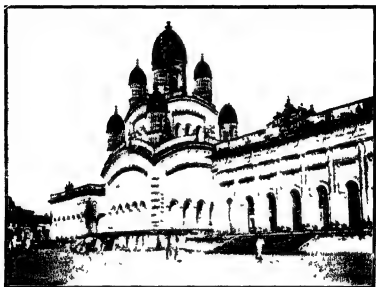
প্রাণ হাবা গীতে তাঁর মুখ মিত্রবব,
মুখ প্রতিবাসী যত,
মুখ নব নারী কত,
গীতে চিত কবে আকর্ষণ । ৮০৭

সাধকে সঙ্গীত হয় প্রধান সাধনা,
কাঁপাইয়া মূলাধাবে,
উঠি হৃদে স্তবে স্তবে,
সহস্রাবে সুধা ববিষণ । ৮০৮

শুললিত গীতে মুখ হরিণী যেমন,
গীত-ধ্বনী লক্ষ কবি,
বনাস্তব পবিহবি,
উপনিত গায়কেব স্থান । ৮০৯

অচঞ্চল ভুজঙ্গম সঙ্গীতে যেমন,
চঞ্চলতা পরিহবি,
উগ্রবালী বিষধবী
হাবায় সঙ্গীতে নিজ প্রাণ । ৮১০

লোক শিক্ষা হেতু দেব সাধিলা সাধন,
সাধনেব আয়োজন,
অচিবাৎ প্রয়োজন,
তাই সে বিপুল আয়োজন । ৮১১



ଚତୁର୍ଥାୟାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମିତ ଓ ଉଦ୍ଘାଟିତ ମନ୍ଦିର ।

তীর্থ পর্য্যটনে রাণী করে আয়োজন,
বজ্রবা পিনেশ যত,
বহু সবে স্তম্ভিজিত,
প্রবাস উচিত আহরণ । ৮১২

যাত্রিকের শুভদিন রজনী প্রভাতে,
পুণ্যতীর্থ পর্য্যটনে,
হুট পুরবাসী জনে,
বহু স্তম্ভ নিদ্রায় মগন । ৮১৩

স্বপ্নে শুকতারা ভাসে পূর্ব গগনে,
হেথা দাস দাসী যত,
হায়ে সবে ভবাস্থিত ,
স্বপ্ন শয্যা ত্যজিছে তখন । ৮১৪

হেবিল স্বপনে তদা রাণী রাসমণি,
নবীন সন্ন্যাসী বর,
গৌর কান্তি মনোহর ,
পুণা তেজপুঞ্জ সমস্থিত । ৮১৫

সদ্বশুণ বিভূষিত সন্ন্যাসী বশে.
শান্তভাবে সন্তাষিয়া,
কহে তদা বিনোদিয়া,
'তীর্থ পর্য্যটনে কেন চিত্ত ? ৮১৬

অই দেখ শ্যামামূর্ত্তি সম্মুখে তোমার ।
ফিরিয়া তোমার সনে,
তাড়িছে বিপদ গণে ,
জাগরণে স্বপনে শবণ । ৮১৭

তাঁরে তাজি প্রবাসেতে কি ফল এমন ?

কাশীভীর্ষ পর্য্যটন,

নহে এবে প্রযোজন ;

তরগিতে কি কাজ ভ্রমন ?” ৮১৮

প্রভাতে উঠিয়া রাণী প্রচাবে আদেশ,

“ফিরাও নাবিকগণ,

নাহি তরি প্রযোজন .

আন হেথা ডাকিয়া মধুব । ১১৯

দেবালয় তরে স্থান ভাগীরথী ভীবে,

যত কন্দ্রচাবীগণ,

কবিরেক অন্বেষণ ,

অর্থ ব্যয় করিব প্রচুর । ৮২০

গঙ্গার প্রতীচীকূলে স্থান প্রযোজন,

গঙ্গার পশ্চিম কূল,

বারাণসী সমতুল ,

তথা স্থান কব অন্বেষণ ? ৮২১

স্বপ্নদৃষ্ট ব্রাহ্মণেব করিবে সন্ধান,

যদি কভু ভাগ্য বলে,

সেই ব্রাহ্মণেবে মিলে ,

মনোরথ স্তম্ভিত তখন ।” ৮২২

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত।

মোড়শকল্প।

—

দক্ষিণেশ্বরেব দেবালয় প্রতিষ্ঠাধায।

—

মাড-কুল-ধন্য দাসী রাণী বাসমনি,
জারুবীর পূৰ্ণ তীবে,
নগরী দক্ষিণেশ্ববে,
প্রতিষ্ঠিলা কীর্তি দেবালয়। ৮২৩

কলিকাতা নগরীর উত্তরে স্থাপিত,
তিন ক্রোশ ব্যবধান,
অতীত স্মর্য স্থান,
সদা ব্রত সাধুব স্থালয়। ৮২৪

পদ প্রক্ষালিয়া বহে পুত ভাগীরথী,
সুন্দর সোপান শ্রেণী,
উপরে শোভে চাঁদনি,
স্নানার্থীর বিশ্রাম ভবন। ৮২৫

সোপানের দুই পার্শ্বে উন্নত প্রাকার,
সুদৃঢ় সুন্দর কায,
সুভিত্ত তবঙ্গ তায়,
উত্তর দক্ষিণে প্রসারণ। ৮২৬

প্রাকারের উচ্চদেশে পথ প্রসারিত, ’

পথের উভয় পার্শ্বে,

রোপিত চিত্র আদর্শে ,

কুসুমের বৃক্ষ নানা জাতি । ৮২৭

কাঞ্চন চম্পক তরু কুরুবক শ্রেণী,

কুম্ভিকা মাধবী লতা,

করবী অপবাজিতা ,

স্থল পদ্ম জবা বকুল ভাতি । ৮২৮

চাঁদনীর দুই পার্শ্বে পথপ্রাস্তস্থিত,

দ্বাদশ শিব মন্দির,

প্রসারি উন্নত শিব ,

প্রতিষ্ঠিত গঙ্গাব শৈকতে । ৮২৯

মন্দিরের পবপাবে বিস্তৃত চত্বর,

ইষ্টকোণে স্থানির্দিষ্ট

দিক ত্রয় পবিত্র ,

সপ্রকোষ্ঠ প্রশস্ত কক্ষেতে । ৮৩০

অঙ্গনের মধ্যদেশে শোভিছে বিশাল—

সুন্দর মন্দির দ্বয়,

প্রসারি বিবট কাষ ,

দর্শকের চিত্ত মুগ্ধকারী । ৮৩১

বাম পার্শ্বে পশ্চিমাশ্রু বিষ্ণুর মন্দির,

সম্মুখে সোপানচয়,

উৎকৃষ্ট কঙ্কদ্বয় ,

তলদেশ মর্ম্মর বিস্তারি । ৮৩২

সম্মুখে বজ্রতাসনে মূর্তি রাধা-কৃষ্ণ,

যুগল মূৰ্ত্তি কিবা,

কারুকার্য্য তাহে যেবা ,

ভক্ত-চিত্ত হয় বিনোদন । ৮৩৩

দক্ষিণে ভবতাবিণী-মন্দির স্থাপিত,

নব বস্ত্র শীর্ষ যুত,

বিমানেন্তে সমুখিত ,

দক্ষিণাশ্র মন্মথ সোপান । ৮৩৪

মন্দিবেব বহির্দেবে প্রাকোষ্ঠ স্তম্ভব,

আবোহি সোপানচয়,

প্রাকোষ্ঠে উঠিতে হয় ,

অভাস্তবে দেবীৰ মন্দিব । ৮৩৫

নিচিত্র পশ্বেব কার্য্যে গৃহ স্তুমার্জ্জিত,

মন্মথ প্রস্তবাবৃত,

হস্তাতল স্তম্ভোভিত ,

ধ্বজায়ুত নববস্ত্র শিব । ৮৩৬

সোপান সহিত বেদী মন্মথ বচিত,

সহস্র দল সহিত,

বজ্রত কমল স্থিত ,

শ্যামা কালী প্রস্তব খোদিত । ৮৩৭

পদতলে শবকপে শিব সমাসীন,

শ্বেত প্রস্তব বচিত,

শিবে ফণি সমন্বিত ,

কনক ধ্বস্তব কর্ণস্থিত । ৮৩৮

পরিধৃত শ্যামাকালী চেলি বাবাণসী,
 সুবর্ণের অলঙ্কার,
 গলে দোলে তারাহাব ,
 চবণে নূপুর অনুপম । ৮৩৯

সমুজ্জল ত্রিনয়নী যেন সজীবিতা,
 গলে স্বর্ণ মুণ্ড মালা,
 কটীতে অস্থি মালা ,
 পদে শোভে পীজব পঞ্চম । ৮৪০

পদ-যুগ্মে বক্ত-জবা শোভে অনুপম,
 নব শিব বাম করে,
 অসি বহে তদুপবে ,
 ববান্ধয ধৃত সবো তবে । ৮৪১

পদ্মাসন পূর্ব ধাবে ত্রিশূল, গোধিকা,
 সিংহ বহে পদ্মাসনে,
 দেবী চবণ দক্ষিণে ,
 হংস বৃষ শিবা রহে পবে । ৮৪২

সন্মুখে মঙ্গল ঘট সিদ্ধুব বজ্রিত
 রজত আসনে শিলা,
 বাণলিঙ্গ, 'বামলালা' ,
 নানা দেব দেবীর মূৰ্তি । ৮৪৩

বেদী পার্শ্বে বৌদ্য স্তম্বে শোভে চন্দ্রাতপ,
 বজ্রত স্বর্ণ খচিত,
 মুক্তা ঝালব বেষ্টিত ,
 বামে শয্যা সুশোভন অতি । ৮৪৪

সম্মুখেতে বিরাজিত নাট্য স্তম্ভদ্বির,
স্তম্ভচয় স্তম্ভোভিত,
প্রস্তবেতে স্তম্ভাশ্রিত ,
কাঁচ ঝাড় রহে বিলম্বিত । ৮৪৫

সম্মুখেতে মহাদেব প্রস্তর মূর্তি,
নন্দি ভৃঙ্গি আদি যত,
দেব মূর্তি পরিবৃত ,
এই স্থানে হয় যাত্রা গীত । ৮৪৬

গৃহ শ্রেণী বিবাজিত দক্ষিণ উত্তর,
মধ্যেতে প্রবেশ দ্বার ,
দ্বারবান চৌকিদার ,
পাহারায় রহে নিয়োজিত । ৮৪৭

পশ্চিম উত্তর কোণে ঠাকুরের কক্ষ,
বৃত্তাকারে স্তম্ভাশ্রিত,
প্রকোষ্ঠ পশ্চিমে স্থিত ,
চতুর্কোণ বাবাগুতা উত্তরে । ৮৪৮

ঘবেব উত্তরে রহে পঞ্চবটী বন,
সাধিত সাধনা কত,
পুরাণাদি শাস্ত্র মত ,
তপ যোগ সাধিত কুটীরে । ৮৪৯

অশ্বখ বট বিটপি উত্তরে তাহার,
ইষ্টকে বেদী নির্মিত,
বৃত্তাকারে স্তম্ভাশ্রিত ,
ধান যোগ সাধনের স্থান । ৮৫০

৮৪৮ । ঠাকুরের কক্ষ—রামকৃষ্ণদেব ঐ কক্ষে বাস করিতেন

৮৪৯ । পঞ্চবটী ও বিল্লতল ঠাকুরের সাধনার স্থান, ইহা সাধনাধায়ে বিবৃত হইবে ।

তদন্তবে বিল্লবৃক্ষ সাধন আশ্রম,
পঞ্চমুণ্ডি শবাসন,
ত্রিশূল করি স্থাপন ,
তন্ত্র মতে কবেন সাধন । ৮৫১

বিবচিয়া দেবালয় স্তবধুনী তীবে,
স্থাপিয়া নৃবতি শ্যামা,
বাসমণি মনোবমা ,
অন্নভোগ কবে আকিঞ্চন । ৮৫২

দেশ দেশান্তরে বাগ্গা হইল ঘোষণা,
সমবেত বুধগণ,
কবি শাস্ত্র আলোড়ন ,
ভিন্ন মত প্রচারে তখন । ৮৫৩

শাস্ত্রবিৎ বুধগণ দেব এই ভাষ,
বাসনা রাগীৰ চিতে,
সামিধান্ন ভোগ দিতে .
শাস্ত্রব বিধান নহে তাতা । ৮৫৪

দেব দেবী যথা হয় শূদ্র প্রতিষ্ঠিত,
অন্ন-ভোগ নিবারিত,
মিষ্টান্ন বহে বিহিত ,
আচমনি দান বিধি ইহা । ৮৫৫

স্তব্রাক্ষণে দেবালয় যদি হয় দান,
অন্নভোগ বিধিযুত,
বামবুমাব শাস্ত্রমত ,
সেইমত কবিল প্রচার । ৮৫৬

সেই মত মনোমত হয় নির্বাচিত,
সাদবে গ্রহিল বাণী,
সেই ভাষ শ্রেষ্ঠ মানি,
লভে শ্রেষ্ঠ দান রামকুমার । ৮৫৭

বাবশ উনষট্টি সালে স্নান যাত্রা দিনে,
বহুব্যায়ে বাসমণি,
বমণীব শিবোমণি .
প্রতিষ্ঠিলা পুণা দেবালয় । ৮৫৮

বহু সঙ্কানেতে লব্ধ দ্বিজ রামকুমার,
শাস্ত্র জ্ঞান সমর্থিত,
সদাচারী দেবোচিত ,
নিয়োজিত হইল পূজায় । ৮৫৯

প্রতিষ্ঠিয়া গুরু-নামে বাণী দেবালয়,
বাঘ সংকুলান তবে,
জমিদারী ক্রয় কবে ,
দেবদ সম্পত্তি বিধানিলা । ৮৬০

সম্পত্তির আয়ে হয় বাঘ সংকুলান,
পূজা কার্য্য বিধিমত,
নিতা বহে সদাশ্রিত ,
দযাবতী ধন্য দানশীলা । ৮৬১

বাণী বাসমণি হয় অষ্টম নাথিকা,
সাধনার অনুকূলে,
পুত্র জারুণীকূলে ,
প্রতিষ্ঠিলা কীর্ত্তি অতুলন । ৮৬২

৮৬২ । রামকৃষ্ণ দেব বলিষ্ঠেন বাণী বাসমণি ভগবতীৰ অষ্টম নাথিকা, তিনি সাধারণ প্রলোক ছিলেন না । এই বন্দ্র বিগ্রহেব বগে শক্তি সাধনার জন্য ভগবানেব অবতার ও তাঁহাব সাধনার সহায়তা করিবাব জন্য বাসমণিব জন্ম ।

গদাশ্বেত তরে সব হয় আয়োজন,
 শ্রীমতী ভব-তাবিণী
 সচ্চিদানন্দ দায়িনী ,
 মাতৃকপে দিলা দবশন । ৮৬৩

সদাব্রত উপলক্ষে আসে সাধুগণ,
 সাধনাব অনুকূল,
 গুরু নহে অপ্রতুল ,
 যবে যাব হয় প্রয়োজন । ৮৬৪

প্রতিষ্ঠাব শুভ দিনে আসে গদাশ্বেত,
 উৎসবের আয়োজন,
 কবি পবিত্রবশন ,
 উপবাসে দিবস যাপন । ৮৬৫

অনশনে গদাশ্বেত যাপিল দিবস,
 তথাপি না পবশিল,
 কৈবর্তেব অন্ন জল ,
 গৃঢ় তত্ত্ব নিহিত লীলায় । ৮৬৬

মাঝে মাঝে সহোদবে আসা দেখিবাবে,
 কলিকাতা বাসা হ'তে,
 আসি প্রয়োজন মতে ,
 প্রত্যাবৃত্ত হয় পুনবায । ৮৬৭

কুলগত নিষ্ঠাচার অশ্বি মজ্জাগত,
 তাই দ্বিজ ভ্রামকুমার.
 অন্নাহার একবার,
 পূজাশেষে স্বপাকে সাধিত । ৮৬৮

৮৬৬ । ঠাকুর মন্দির প্রতিষ্ঠার দিবস পূৰ্বী মথো অনাহার থাকিবা সমস্ত তত্ত্বাব-
 ধারণ করিয়া ও বাহাতে কাব্য অশাস্ত্রীয় না হয়, তাহা দেখিবার জন্য সমস্ত দিবস
 তথায় ছিলেন ও রাত্রে এক পরসী বুড়কি গাইয়া কলিকাতা চলিয়া যান । কেন যে
 অনাহারী ছিলেন তাহার কোন মীমাংসা হইল না । অনাহারে দেবপূজা প্রশংসাই জনা
 বোধ ২য় উপবাসী ছিলেন ।

কৈবর্তেব অন্নাহাবে হেবি ক্ষুদ্রমতি,
কহিলেন সহোদরে,
“গঙ্গাজলে দোষ হবে,
গঙ্গাতটে সকলই বিহিত” । ৮৬৯

জিজ্ঞাসেন সহোদবে দেব গদাধব,
“কি বিধি অনুসরণে,
কৈবর্ত দান গ্রহণে,
প্রস্তুতি হইল তব এবে” ৭ ৮৭০

শাস্ত্রবিধি অনুসাবে কৰ্ম্ম আচরণ,
হেবি দেব শাস্ত্র বিধি,
চৰ্য্যিত নিবৰ্য্যি,
দেশাচাব বিধি না মানিল । ৮৭১

লোক শিক্ষা তবে তাঁব অপূৰ্ব্ব ছলনা,
দেশাচাব সংস্কাব,
ভাস্কিবাবে অবতার ,
শাস্ত্রবিধি প্রধান গণিল । ৮৭২

শাস্ত্রে দেশাচাবে বহে কত মত ভেদ,
শাস্ত্রেব বিধান যাহা,
দেশাচাব নহে তাহা ,
শাস্ত্র মূল ভগবত বাণী । ৮৭৩

কৈবর্তেব অন্নভোগ নহে দেশাচাব,
শাস্ত্রেতে পৃথক বিধি,
ভক্তি হৃদে থাকে যদি,
দেব গ্রাহ নীচ অন্ন মানি । ৮৭৪

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত ।

সপ্তদশ কল্প ।

স্বদেশ যাত্রাধ্যায় ।

নট যথা বঙ্গচ্ছলে পশি বঙ্গালয়ে,
নাট্য গীতি অভিনয় করিতে সূচনা,
সুসঙ্গীতে সম্মোহিয়া দর্শক নিচয়ে,
অভিনব ভাবে যথা কবে প্রস্তাবনা । ৮৭৫

নবযুগ-নেতা তথা দেব গান্ধার্বজ,
পশিয়া দক্ষিণেশ্বরে হেবি দেবালয়,
হেবি জগন্মাতা স্ট্রাচ্চা স্ত্রীম সুন্দর,
বিনা স্ত্রীতে লীলা-হাব গাণে লীলাময় । ৮৭৬

নিদাঘ তপনে শুষ্ক পাদপনিচয়,
উর্বরতা লুপ্ত প্রায় ক্ষেত্র তৃণ হীন,
মুহূর্ত্তেকে চয়ে যথা জলদ সঞ্চয়,
বর্ষা প্লাবিত হয় ক্ষেত্র বাবি হীন । ৮৭৭

বাবি বসাস্বাদপ্লুত যথা তরুবর,
নব কিশলয়ে পুষ্ট দেহ আবরণ,
কুসুম ভূষণে শোভে অখি তৃপ্তিকর,
প্রসূত বসাল ফল সুমিষ্ট যেমন । ৮৭৮

উৎপাদিকা শক্তি তথা হইয়া সঞ্জাত,
সহসা যেমতি শস্ত্রে পূর্ণা বসুন্ধরা,
হবিত বরণে ক্ষেত্র নেত্রে প্রতিভাত,
আপাতত কৃষকের মনোমুগ্ধকরা । ৮৭৯

- তেমতি প্রচ্ছন্নভাবে শক্তি সঞ্চরণে,
সুবিপুল আয়োজন লীলা প্রকটনে,
(১) নিতা মুক্ত জীব মত্ত প্রেম আশ্বাদনে,
(২) প্রহস্ট ভাণ্ডাবী যত ধন বিতরণে। ৮৮০

কোথা পল্লীবাসী এক সামান্ত ব্রাহ্মণ,
কোথা বাণী বাসমণি ঐশ্বর্যশালিনী,
কোথায় নিব্বন্ধ তাঁব তীর্থ পর্য্যটন,
কোথা পুণ্য দেবালয় অপূর্ব কাহিনী? ৮৮১

হেথা ক্ষুদিবাম-সুত কৈবর্ত যাজক,
কৈবর্তের অন্ন-ভোজী দেব গান্ধার্য

* কোথা গোবী সংযোজন অপূর্ব সাধক?

(a) বৈষ্ণব চরণ কোথা পণ্ডিত প্রবব? ৮৮২

† কোথা বা ব্রাহ্মণী শক্তি হয় সম্মিলন,

‡ কোথায় অচলানন্দ কোথা তোতাপুৰী? §

|| কোথা বা পদ্মলোচন, বামাং ব্রাহ্মণ, ॥

বামাবপুকু কোথা, কোথা দেব-পুৰী? ৮৮৩

(১) নিতা মুক্তজীব নৈশ্চল্যাদি সমাসী সেবকগণ।

(২) ভাণ্ডাবী মণ্ডলবাসী বাসমণি স্যবস্ত্র মত্ত, সজ্জমিষ উত্থানি।

• বীকড়াব অত্যাঁত ঈদশ গ্রাম গোবী নামক পণ্ডিতের বাস। ইনি এককালে প্রবান ত্যাগিক সাধক ছিলেন এবং অষ্ট সিদ্ধান্ত লাভ করিয়া হাবের লাহোদর জননী কং ঘামি শরণ্য শব্দে, সৰ্বজগৎ শক্তি চরণ করিয়া পণ্ডিতগণকে বিচাবে পবাস্ত করিতেন।

(a) বৈষ্ণবচরণ একজন অধিতীয় পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন। ইনি ঠাকুরের ভাবাবেশ শাস্ত্রানুসারে অষ্ট সাত্ত্বিকভাবের সমাবেশ বলিয়া প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণের মতের অনুমোদন করেন এবং ঠাকুরকে অবতাব তাক্ত মন্তব্যে প্রচাব রাখেন।

† ব্রাহ্মণী অধিতীশ বিদ্বদী এ তত সাধান স্বয়ং ভগবতী স্কৃপা ছিলেন। বামকৃষ্ণদেব ইচ্ছাবন্ত সভায়তায় সঙ্গপ্রকাশ তত্ত্ব সাধনা রাখেন।

‡ অচলানন্দ স্বামী ৮ বালীঘাটের একজন বিখ্যাত তত্ত্ব সাধক ছিলেন। ইনি মধ্যে মধ্যে দক্ষিণপথে ঘাইয়া চত্ৰ দিবচনাথ বামকৃষ্ণ দেবের সচিত্র তত্ত্ব সাধনা করিতেন।

§ তোতাপুৰী একজন পশ্চিম দেশীয় পবন্ত স বা ন্যাটা বাবা। ইনি বামকৃষ্ণ দেবকে সমাসে ধাম্ম ভীষণ্য মেন এবং ঠাকুর ১ দিনে নিরীক্স সমাধি লাভ করেন।

|| পদ্মলোচন বর্ধমানমণ্ডপে সভাপণ্ডিত ছিলেন, ইনি একজন অধিতীয় বেদান্তিক, ছিলেন এবং ঠাকুরকে অবতাব বলিয়া মুক্তবাণ্টে স্বীকার করেন।

• বামাং ব্রাহ্মণ একজন পশ্চিম দেশীয় সাধু। ইনি বামকৃষ্ণদেবকে পিতৃলের বাম-লালা মুষ্টি দিয়া যান। উহা অজ্ঞাপি দক্ষিণেশ্বরের বালী যবে আছে।

କୋଥା ହୃତେ କାବ ସହ ହସ ସଂଯୋଜନ,
କୋଥାୟ ଭୂତିବ ଧାଳ କ୍ଳୁଦ୍ର ଜ୍ଵଳାଶୟ ?
କୋଥା ଭାଗୀବତୀ-ତୀବ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ।
ମାଣିକ-ଉଦାନ କୋଥା, କୋଥା ଦେବାଳୟ ? ୮୮୪

କୋନ ଐଶୀ ପ୍ରେବଣାୟ ବାଣୀ ବାସମଣି,
ଅକାତବେ ଛଡାଉବା ବହୁ ଅର୍ଥ ବାସି,
ନିର୍ନ୍ୟାସିନି ଦେବାଳୟ ପୁରୀ ଶିବୋମଣି,
ବୋପିଲ ବଟ ବିଟପୌ କିବା ଅଭିଳାଷି ? ୮୮୫

ଆଶାନବାସିନୀ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତାନୁମୋଦିତ ,
ଆତ୍ମାବ ମନ୍ଦିର ଯଥା ଚଢ଼ିଲ ନିର୍ନ୍ୟାସ,
ସେଈସ୍ଥାନ ଗୋର ସ୍ଥାନ ସକଳେ ବିଦିତ ,
ବିଜୟମୁଖ, ଶୁଣ୍ଠାସନ, ଭୀଷଣ ଆଶାନ । ୮୮୬

ଭାବି ଲୀଳା ସୂଚନାୟ ସମଗ୍ର ସୂଚିତ,
ଲୀଳା ପ୍ରସାବଣ କଲେ ବିଦ୍ୟ ବିମୋହିନୀ,
ଶକ୍ତିର ଉବେକ୍ଷ ସେନ ହସ ସଂସାରବିତ,
ବିସ୍ତାରିଣୀ ମହାତ୍ମାୟା ଭୁବନ ମୋହିନୀ । ୮୮୭

ଶୁଣ୍ଠାଲୀଳା ଶୁଣ୍ଠାଭାବେ ହସ ସମାହିତ,
ଶୁଣ୍ଠାଭାବେ ସମବେତ ଲୀଳା ସହକାରୀ,
ଲୀଳା ପୁଷ୍ଟି-ବିଧି ଅର୍ଥ ସହଜେ ସଂକ୍ଷିତ,
ସେନ ସବୁ ସମ୍ପାଦିତ ଯଥା ଯାଦୁକବୀ । ୮୮୮

ହେବିଣୀ ଲୀଳାବ ସତ ହସ ଆୟୋଜନ,
ସାପିଣୀ କୟେକ ଦିନ ସହୋଦର ସ୍ଥାନ,
ଅଗ୍ରଜ ଆଦେଶେ ବବେ ଅଦେଶେ ଗମନ,
ପଦ୍ମାବତୀ ମନେ ଯବେ ଜାଗିଲ ଭବନ । ୮୮୯

জননী জনম ভূমি অতি প্রিয়তম,
 প্রাণ সম নিজাগ্রজ প্রিয় বামেগব,
 ৭ বধুবীর জনকেব প্রিয় প্রাণ সম
 নিবজন পল্লীবাস অতি মনোহব । ৮৯০
 প্রিয়তম হেবি সব কামাব-পুবুবে,
 সংসাব কবিত্তে বাঞ্জা উদিল মানসে,
 তাই তথা, যথা “জড়” চলিলা শিউড়ে,
 বিবাহেব প্রস্তাবনা তাহাব সকাশে । ৮৯১
 ‘জদযেব’ সনে প্রীতি শিশু বাদ হ’তে,
 ‘জদয়’ তাহাব ছিল কথাব দোসব,
 কেহ না জানিত এত তাহাবে সেবিত,
 ততোধিক ‘জদযেব’ ছিল সহোদব । ৮৯২
 আমোদে প্রামোদে কাটে ‘জদয়-ভবনে’,
 স্থূললিত শ্যামা-গীত রস-পদাবলী,
 দিন কাটে সেই গীতে অপনা কীৰ্ত্তনে,
 পদাশ্লিষ্টে স্তম্ভধুব স্তম্ভব সকলি । ৮৯৩
 শিউড়ে বাবসা-জীবী বাহে বজজন,
 বিষয়ী বিষয় মদে বত চিত্ত সদা,
 ভ্রমেও ঈশব নাম কবেনা কখন,
 ক্রীড়ায় কাটায় কাল অবসব যদা । ৮৯৪
 তথাপি বিভুব নাম না আসে স্মরণে,
 এই এক শ্রেণী জীব এ মহিমণ্ডলে,
 আহাব বিভাব বিবা অর্গ উপাজ্জনে,
 জীবনের সাব ধর্ম্ম জেনেছে সকলে । ৮৯৫

আপন কবম ফলে না চেনে আপনে,
পশুবৎ ব্যবহার পাশব আচাবে,
প্রবল বিপুব দল তুষ্ট বিচরণে,
পবিপুষ্ট নীচ বৃত্তি জিঘাংসা তাহাব । ৮৯৬

বিষযীব চিত যথা পাষণেব প্রায়,
উপদেশ লৌহশলা না বিধ্বংষাহায়
সুললিত শাস্ত্র-বাণী পশিয়া হিয়ায়,
কোমলতা বসায়ন সিঞ্চিল তাহায় । ৮৯৭

ববধিল ক্লাব্ধক্লেশ অমৃতের ধাবা,
হবিণাম গুণ গান পাষণ হৃদয়ে,
মাতিল 'শিউড' বাসী হবি সঙ্কীর্ণনে,
যথা তথা হবিনাম উন্মত্তের পাবা । ৮৯৮

সুগায়ক একজন 'হৃদয়-ভবনে',
মাতাইল তান লয়ে সুধা বিলাইয়া,
সমবেত তথা যত পল্লীবাসী জনে,
সঙ্গীত সুধার বসে চিত হাবাইয়া । ৮৯৯

লয়ে সুকুমারী বালা পল্লীব বমণী,
সঙ্গীত শ্রবণে তথা উপনীত বহে,
বল দেখি হবে তুমি কাহার গৃহিণী ?
কৌতুকে জনেক সেই বালিকারে কহে । ৯০০

অঙ্গুলি নির্দেশে বালা গদ্যোচ্চর পানে,
দেখাইল ভাবি পতি তদা গদ্যোচ্চর,
'নারদে' ইঙ্গিতে 'উমা' 'হব' দবশনে,
অপূর্ব লীলার বার্তা বোঝে কিবা নবে । ৯০১



জীবন বাটিক

৩ নম্বর চন্দ্র মুদ্রাপত্রিকা।

আমোদে প্রমোদে দিন 'শিউড়ে' কাটিল,
স্বদেশ-বাবতা তদা উদিয়া মানসে,-
কামারপুত্রবোদেদে হবায় চলিল,
যথায় স্বজনগণ আছিল বিবসে । ৯০২

জননীৰ দবশন প্রধান কাবণ,
জননী জনম ভূমি ভূমে গবীয়সী,
জননী সাধনে হয় ঈশ্টেব সাধন,
ভূতলে জনম ভূমি সর্ব ববীয়সী । ৯০৩

তাই লাম্বকুম্ভ দেব উঠিয়া প্রভাতে,
জননীৰ শ্রীচরণ সর্বোজ্ঞ ধায়িয়া,
তবে মন নিযোজিত ইষ্টেবে স্মৃতিতে,
স্মরণ মননে মন উঠিত জাগিয়া । ৯০৪

কামাবপুরুবে পূর্ণ প্রীতি নাহি আব,
পাদাঙ্কুর-বালালীলা যথা অবমান ।
বমণীৰ প্রমালাপ নাহিক তাঁহাব,
গোচাবণ নাতি আব নাতি বলিদান । ৯০৫

জাগিছে হৃদয়ে সদা দক্ষিণ-ঈশ্বর,
জাগে হৃদে বিন্ম-মূল পঞ্চবটী-তল,
হৃদয়ে শ্যামাব মূর্তি জাগে নিবন্তুব,
যথা সমবেত সদা সাধকের দল । ৯০৬

সাধনাব দিন ব'য় চিত্ত সচঞ্চল,
প্রবল আবেগ-উন্মি, উন্মিৰ উপব,
প্রতিঘাত সদা তাঁব কবে মর্মান্বল,
চলিল হবায় তাই দক্ষিণ-ঈশ্বর । ৯০৭

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত ।

অষ্টাদশ কল্প ।

লীলাসূচনা পৰ্ব্বাধ্যায় ।

মহত্তম দৈব-শক্তি দৈব-আকর্ষণ,
কোন ভাবে কি আধাবে,
কেমনে শক্তি সঞ্চাবে ,
গুপ্ত তব নর বোধ্য নহে । ৯০৮

নরবুদ্ধি সীমাবদ্ধ বিজ্ঞান দর্শনে,
ফল হেবি মূলতত্ত্ব,
হয় আবিষ্কার তথ্য ,
দর্শন বিজ্ঞান ভিত্তি বহে । ৯০৯

জ্যোতিষের গ্রহতত্ত্ব কিসে নির্ধারণ ?
দিবস সর্ববী গত,
ক্রমপক্ষ পক্ষাতীত ;
পর্য্যায়তে ঋতুর উদয় । ৯১০

জ্যোতিষ্ক মণ্ডল গতি তাহার কারণ,
গ্রহ-গতি গণনায,
জ্যোতিষ প্রধান হয় ;
জড় জ্ঞান তাহাতে উদয় । ৯১১

নরবুদ্ধি পরাভূত লীলা ধারণায় !
 লীলা প্রকটীত যথা,
 প্রসারিত শক্তি তথা ;
 ঐশী বলে বিধি বিপর্যায় । ৯১২

অঘটন পটীগ্নসী মাযার শকতি,
 নর-মন অগোচরে,
 ঐশী-শক্তি কার্য্য করে ,
 চপলার তাহে পবাক্ষয় । ৯১৩

মাযার বিচিত্র গতি । ভড়িতের নয়,
 এই কঙ্কণ এই স্থির ।
 এই তীক্ষ্ণ এই ধীর ,
 এই রোদ্র ঘন বরিষণ । ৯১৪

এই দীন ভীক্ষা-জীবী পর-অন্ন-ভোজী,
 পুন ধনী ধনেশ্বর,
 ধন দান অকাতর ,
 ধন ধান্য কবে বিতরণ । ৯১৫

কোথা রাণী রাসমণি, বদান্য মধুর !
 কোথা দীন পদ্মোদর !
 নিরঙ্কর দ্বিজ বর ;
 কিবা ভাব চিন্ত আকর্ষণে । ৯১৬

শক্তির অপার লীলা শক্তি সঞ্চারণে !
 দেবলীলা প্রকটনে—
 নবধর্ম প্রচারণে—
 ভক্তজন চিত্ত বিমোহনে । ৯১৭

স্বদেশ হইতে দেব আসি দেবালয়ে,
ভক্ত মন আকর্ষণে,
নব প্রেম বিতরণে ,
দেবালয়ে কবে অবস্থান । ৯১৮

আত্মীয় 'হৃদয়' যবে কবে আগমন,
হৃদয়ে লভিয়া প্রীতি,
স্থখে কাল কাটে অতি ,
দুই জনে বহে মতিমান । ৯১৯

শুভক্ষণে একদিন হেবি গাঢ়াশ্রমে
প্রযুক্ত কমল সম,
কপে অতি অনুপম ,
'মথুর' হাবায় নিজ মন । ৯২০

কে নবীন যুবা মবি । আকর্ণ নয়ন,
হেবে মন আকুলিত,
সদা সচঞ্চল চিত্ত ,
মনে লয় কবি সম্ভাষণ । ৯২১

হেন কপ নব যোগ্য নহে কদাচন ।
'দেবতা-দুর্লভ কপ,'
মহাদেব অনুকপ ,
জ্ঞান ভক্তি নয়নে বঞ্জিত । ৯২২

স্থনিপুণ শিল্পকব দেব গাঢ়াশ্রম,
গঠিল কি মনোহর,
মৃণ্ময় মহেশ্বর,
মৃণ্ময় বৃষভে স্থাপিত । ৯২৩

বজতেব গিবি সম শোভে শুভ্রকাষ,
কিবা চিত্র মনোহব,
বাঘাস্ববে দিগম্বব,
ঢুলু ঢুলু বহে ত্রিনয়ন । ৯২৪

আধ-নিম্নলিত নেত্র, দৃষ্টি নাসাপবে,
ত্রিশূল ডমকু কবে,
ফণি বিভূষিত শিবে,
দেব ভাবে ভাতিছে বদন । ৯২৫

এহেন মূৰ্ত্তি কভু নব সাধা নষ ।
একে কপ মুগ্ধ কব,
তাহে কিবা কাবিকব,
তাই মজে 'মধুব' প্রাণ । ৯২৬

হেবিয়া 'মধুব' সেই জীবন্ত-প্রতিমা,
দেবালয়ে গান্ধার্য্যহরে,
বাখিতে আগ্রহ কবে,
মূৰ্ত্তি লইল বাণী স্থান । ৯২৭

দেখায়ে বাণীবে সেই মূৰ্ত্তি মনোহব,
কহিল বিনয় কবে,
বাখিবাবে গান্ধার্য্যহরে,
নিযোজিয়া দেবী পূজা কাষে । ৯২৮

নিবখিয়া বাসমণি অপূৰ্ণ প্রতিমা,
মুগ্ধ বহে স্তূৰ্ণঠানে,
ফলিত শুভ্র ববণে,
সুশোভিত মনোহব সাজে । ৯২৯

মনে মনে আলোচিয়া কহে রাসমণি,
 সুকৌশলী চিত্রকর,
 কেবা এই গদাধর ;
 হেরিবারে তারে চিত লয় । ৯৩০

মধুর সম্ভাষি তদা কহিল বাণীরে,
 ভট্টাচার্য্য সহোদর,
 ব্রহ্মচারী গদাধর ,
 দেবভাবে পূরিত হৃদয় । ৯৩১

অতি সুকোমল তনু স্ত্যাম সুন্দর,
 তেজঃপুঞ্জ কলেবর,
 দেবোপম মনোহর ,
 উদ্ভাসিত রহে দেবালায় । ৯৩২

মধুর কহিছে পুন করি অনুনয়,
 হেন মম চিতে লয়,
 দেবতা জাগ্রত হয় ,
 তাঁর সম পূজক মিলিলে । ৯৩৩

হেরেছি সে সৌম্য মূর্তি মন্দির প্রাঙ্গণে ।
 নয়নের ভাব কিবা,
 রক্ত জবা সম আভা ,
 বহে প্রেম নয়ন সলিলে । ৯৩৪

যখন হেরিষু তাঁয় মন্দির চত্বরে,
 সম্ভাষিতে তাঁর সনে,
 কতবার মনে মনে,
 ভেবেছি, কহিব কত তা'য় । ৯৩৫

হেরিলে তাহাঁব সেই দেবতা-মূৰ্তি,
 অঙ্কন গঙ্কন অঁাখি,
 নয়ন মুদ্রিয়া দেখি,
 প্রশান্ত মূৰ্তি, অনিবার । ৯৩৬
 শুনিয়া জামাতৃ-বাণী, বাণী রাসমণি,
 আদেশিলা একবাব,
 ডাকিতে 'বামকুমাব',
 বড ভট্টাচার্য্য গুণমণি । ৯৩৭
 কত্রীৰ আদেশে উপনীত দ্বিজবব,
 হেবিয়া 'বামকুমাবে,'
 কহে অনুরোধ করে ,
 আনিবাবে সহোদবে, রাণী । ৯৩৮
 মথুব কহিল তদা কবি অনুময়,
 মনে সাধ নিববধি,
 তব সহোদব যদি ,
 পূজাকার্য্যে রহে দেবালয় । ৯৩৯
 তব সহোদব যেন পূৰ্ণ শাস্তিময় ।
 জাগিবে ভবতারিণী,
 পুরীৰ শুভ দাযিনী ;
 হেন বার্তা মম মনে লয় । ৯৪০
 মূঢ় স্বরে তদুত্তবে কহে দ্বিজবব ;
 জঘন জাঘন কাজে,
 দেব দেবী সেবা সাজে,
 দাস ভাবে না রবে পান্দাই । ৯৪১

হেলিলে আদেশ হবে ক্রোধের উদয়,

পান্দালর ভাবময়,

ভাবে সদা ভূবে বয় ,

অনুবোধে সঙ্কোচ সদাই । ৯৪২

কত্রী-মাতা অনুবোধে কহিল তখন,

তবদেশে শিবে ধবি,

যাই আমি হবা কবি ,

আবাহন কবিনাবে তা'য় । ৯৪৩

চিন্তিত অন্তবে তদা দ্বিজ বামবুঝ,

ধীবে ধীবে নিজাবাসে,

সহোদর সমুদ্দেশে ,

মধুব গমনে তথা ধায় । ৯৪৪

পরিচিয়া বাসমণি মন অভিলাষ,

লয়ে নিজ সহোদবে,

ব্রহ্মচারী পান্দালর ,

হবিত তপায় উপনীত । ৯৪৫

পান্দালর সমাগত নিবন্ধি 'মধুব',

তেজঃপূর্ণ নিষ্ঠাচারী,

অভিনব ব্রহ্মচারী ,

দীন হীন ভাব সমগ্নিত । ৯৪৬

মিষ্টভাষে সবিনয়ে সম্ভোষিলা তদা,

ছিল জদে আকিঞ্চন,

পূজায় কবি বরণ ,

সবমে না সবিল বচন । ৯৪৭

মহেশ প্রতিমা হেরি টুটিল সরম,
 হেন মম মনে লঘ,
 পূজে যদি দয়াময় ;
 দেব দেবী তাহে জাগরণ । ৯৪৮
 নিবখিয়া বাসমণি মূর্তি মনোহর,
 কহে দ্বিজ বামকুমাবে,
 বাখিবাবে সজোদরে ,
 বেশকারী রূপে দেবালয়ে । ৯৪৯

সমাগত পদোৎসব কহে সসত্ত্বে,
 বহু মূল্য আভরণে,
 শক্তি নাহি বন্ধনে ,
 বাস্তব ব'ব প্রতিমাবে ল'য়ে । ৯৫০

দেব দেবী সেবা কায়ে—কবির স্বীকার—
 যদি মম ভাগিনেয়,
 'জদয়' নিজ আত্মীয় ,
 সহকারী সম বহে সাথে । ৯৫১

পবিত্র উভয়েতে শ্রদ্ধা জামাতায়,
 মাসিকবৃন্তি নির্দ্বাবিয়া,
 বাস—আহার বিধানিয়া ,
 বাখে তাঁহে অতি সন্ত্রমেতে । ৯৫২

পূত ভাগীরথী তীবে পুণ্য দেবালয়ে,
 বাল্যলীলা সাঙ্গ কবে,
 দুঃসাধ্য সাধন তবে ,
 সমাপিল মন সাধনায় । ৯৫৩

লীলাব সূচনা কবি দেব পাদাশ্রয়
নিষোজিয়া বেশ কায়ে,
দেবতা সাজান সাজে ,
সেই ভাবে বহেন তথায । ১৫৪

অলঙ্কারে বিভূষিয়া নটবব বেশে,
বহে বাধা, বাধাকাস্ত,
প্রকোষ্ঠেব বহিঃপ্রাস্ত ,
শুভ উৎসবের একদিন । ১৫৫

যবে বাধাকাস্ত দেবে কবিল বহন,
পূজক শযন হবে,
প্রকোষ্ঠেব অভ্যন্তরে,
পতনেতে হয় পদ হীন । ১৫৬

মহা ছলস্থল তদা পড়ে দেবালয়ে,
অঙ্গ হীন দেবতায়,
পূজা ভোগ নাহি হয় ,
বর্জ্যপক্ষ বিষাদ অন্তর । ১৫৭

আকৃত কবিতা সভা বাণী বাসমণি,
শাস্ত্র বিধি লইবাবে,
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ববে,
আবাহন কবে অতঃপব । ১৫৮

বুধগণ একমতে কবিল প্রচার,
“অঙ্গহীন দেবতাবে,
বিসর্জন করিবাবে ,
নব কলেববে পূজা বিধি” । ১৫৯

বুধগণ শাস্ত্র মত করিলে প্রচার,
অভিনব ভাষ শুনি,
বিবাদিত গুণমণি,
সেই বিধি গণিল অবিধি । ৯৬০

বুধগণ একবাক্যে প্রচারিলে মত,
কিবামত পান্দাম্বল
দেয় এবে অতঃপর,
শুনিতে উৎসুকা তদা বাণী । ৯৬১

শাস্ত্রের ব্যবস্থা দেব কাণ্ডে যুক্তি দিয়া,
“জামাতা কি ত্যজ্য বয়,
বিকলাঙ্গ যদি হয়”
উত্থাপিল প্রশ্ন গুণমণি । ৯৬২

রাণীবেরে কহিল তদা দেব পান্দাম্বল,
“ববধু সেবিয়া তা’ঘ
আরোগ্য ব্যবস্থা হয়,
এই যুক্তি যুক্তি যুক্ত মানি” । ৯৬৩

যুক্তি পেয়ে চমকিতা বত্রী ঠাকুরাণী,
চমকিত স্নধীগণ,
সমবেত সভ্যজন,
মানিল অভ্রান্ত যুক্তি জানি । ৯৬৪

‘মধুর’ কৌশলে তদা করে উত্থাপন,
“স্বকৌশলী শিল্পকর,
ভট্টাচার্য্য পান্দাম্বল,
ভগ্ন পদ কবিত্তে যোজনা” । ৯৬৫

সম্পাদিত চারুতায় পাদ সংস্কার,
অভিষেক সম্পাদিয়া,
নব বেশে সাজাইয়া ,
প্রতিষ্ঠিলা বামে পদ্মাসনা । ৯৬৬

বেশ কার্যো নিয়োজিয়া কাটে কিছুকাল,
রাধাকান্ত-দেব ঘবে,
পূজা কার্য্য করে পরে ,
বেশকাবী দেব রামকৃষ্ণ । ৯৬৭

পূজা করে বিধিমত দেব
প্রাণ মন এক কবে,
মানসেতে পূজা করে ,
শেষে পূজে মূর্ত্তি রামকৃষ্ণ । ৯৬৮

যুগল মূৰ্ত্তি দেব পূজে ভক্তি ভবে,
তুলসী চন্দন দিয়া,
বক পুষ্পে স্ত্রশোভিয়া ,
পূজে দেব বাতুল চরণ । ৯৬৯

স্থল পদ্মে স্ত্রশোভিত বাধার চরণ,
সিন্দূর শোভিত ভালে,
চন্দন চরণ তলে ,
হেম আভা হয় বিকীৰণ । ৯৭০

পূজা শেষে স্তব পাঠ হয় একমনে,
জয়দেব পদাবলী,
সুমধুর ব্রজবুলি ,
স্বকণ্ঠেতে হয় নিনাদিত । ৯৭১

মন প্রাণ সমর্পিত দেবের চরণে,
 শুদ্ধা ভক্তি সমুদিত,
 সর্ব গাত্র পুলকিত ,
 মন প্রাণ বহে প্রণোদিত । ৯৭২

ভোগারতি শেষে হয় বিগ্রহ শয়ান,
 প্রকোষ্ঠে পর্য্যঙ্কোপরে,
 বিগ্রহ শয়ন করে ,
 দেব দেবী আঙ্গবৎ সেবা । ৯৭৩

অপবাহ্নে সিংহাসনে হয় আবোহণ,
 সন্ধ্যাকালে দেবারতি,
 শীতলাদি হয় স্তুতি ,
 আবাব শয়ান হয় ঘেবা । ৯৭৪

এইভাবে কিছুকাল কাটে দেবালয়ে,
 কালেতে 'বামকুমার',
 তাজিলেন দেহভার ,
 কালী পূজা দেব আরস্তিল । ৯৭৫

বাধাকান্ত পূজা কার্যা সাধে 'রামেশ্বর',
 লাম্বকুমার কালী ঘরে
 দেবতার পূজা করে ,
 প্রাণ মন তাহে সমাপিল । ৯৭৬

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত ।

উনবিংশ কল্প ।

—

বাললীলা-আতাস-অধ্যায় ।

গভীর তমসা আবৃত ধরা,
গগন ভালে উঠে সুখতারা,
নাশিতে তামসী নিশাব ঘোব,
উজল প্রভায় হাসিছে ভোর । ২৭৭

চঞ্চল চাহনীর বিদ্রুত খেলা,
কণেক সুখীক কণেক মেলা,
নিথর দামিনী উজল প্রভা,
যুব যোগীজন মানস লোভা । ২৭৮

রক্ত বরণ গগন গায়,
দিক উদ্ভাসিত হেম ছটায়,
উদ্ভিত অরুণ লোহিত কায়,
তমসা তখন মিলায়ে যায় । ২৭৯

গভীর তমসা ভারত ছায়,
ধবম করম লুপ্ত প্রায়,
মন বিষভবা বদনে সুখা,
কণ জ্যোতির্ময় কণেক ধাঁধা । ২৮০

মুখ হাসিভরা মানসে মলা,
পর জলাঞ্জলি আপন ভোলা,
আহাব বিহারে পশুব সম,
পব দুখে প্রীতি নাহিক মম । ৯৮১

মুখেতে মনেতে নহেক এক,
উভয়ে প্রভেদ বহে অনেক,
শঠতা শিখিলে মানুষ হয়,
সবলতা অতি দ্রবেতে বয় । ৯৮২

ধবমেব ভানে গৈরিক বাস,
মুখে হবি-কথা হৃদয়ে আশ,
অভিমান ভরা হৃদয় খানি,
ব্রূলেব গবব বতন-খনি । ৯৮৩

জাতীয় ধবম সকলি লোপ,
নিজ দেশাচাবে অতীব কোপ ,
আচাব বিচার নাহিক কা'র,
আহাবে বিজাবে নাহি বিচাব । ৯৮৪

কামিনী কাঞ্চনে সদাই বত,
ধবম সাধনে বহে বিবত,
স্তবেশ ভূষায় ভূষিত সদা ,
পব বেশে রক্তে আদব যদা । ৯৮৫

পব স্নুখে সদা কাতব চিত্ত,
পব দুখে কভু নহে ক্ষুভিত,
ধবম ছাড়িছে পেটেব দায় ,
পবাণ কাঁদিছে লাগিয়া তায় । ৯৮৬

ধবম লইয়া পশার করে,
 বামন হইয়া চাঁদিমা ধবে,
 জীবন কাঁদিলে ধনের আশে,
 অবশে অলসে কাটে ঘোড়শে । ১৮৭

বিবাহ বাঁধন বিপুব বশে,
 বমণীব বশ প্রীতিব আশে,
 পরকীয়া নাবী প্রেমেব ফাঁস,
 গলে পবে সদা কবিয়া আশ । ১৮৮

নাবী সনে বাস প্রেম তুফানে,
 তবণী ভাসিলে প্রেমেব টানে,
 তবণী ভাসিলে তুফান লাগি,
 সাবা নিশি তাব কাটিল জাগি । ১৮৯

সুখেব স্বপন ভাসিয়া যায়,
 রিপুব তাডনে যাতনা পায়,
 পবধন লয়ে সাজিলে ধনী,
 ধনেতে পিয়াস দিবা বজনী । ১৯০

সদাই উন্মত্ত বিপু তাডনে,
 সম্বন্ধ বিচার নাহিক মনে,
 সদা সুরা সেবী স্তমতি হীন,
 কুমতে কুপথে পথ বিহীন । ১৯১

কুয়ামা বেষ্টিত জ্ঞানেব জ্যোতি,
 ববিব কিবণে ঘন আভাতি,
 দাসত্ব জীবনে অতীব প্রীতি,
 সুপথ ছাড়িয়া কুপথে গতি । ১৯২

এঘোব তামসে জ্বালিলে দীপ,
নিশাব ললাটে চাঁদিমা টিপ,
ক্ষীণ আলোকে উদ্ভাসিত দিক,
কলি জীবে পায এদিক ওদিক । ২২১

কাটিল নরেব নেশার ঘোব,
চাবি শত বর্ষ ছিল অঘোর,
নদীঘাৰ চাঁদ উদি গয়ায,
বিভাতিল এবে চৌদিক ময় । ২২২

বিজ্ঞান প্রভাবে স্তম্ভিজ্ঞ নব,
ভূত-তদ্বিৎ খেচব চব,
উপাড়ে ভূধর, বোধে সাগব,
কতই অদ্ভুত শকতি ধব । ২২৩

গ্রন্থগণ লয়ে নয়ন পাশে, •
গ্রহ বিবরণ সবে প্রকাশে,
চপলা লইয়া বাঁধিয়া কবে
কত খেলা এবে দেখায় নবে । ২২৪

ভৌতিক সাধনে সাধিত নব,
বহু জুড়-বাদী বিজ্ঞ প্রবব,
অজ্ঞাত সতত শকতি-মূল,
ধায় নিবাকাব, সকলি স্থূল । ২২৫

স্থূলেব মূলেতে চিৎ-শকতি,
সেই সে আত্মা পবমা প্রকৃতি,
সাধনাব মত সাধিলে পবে,
ভাতিবে প্রকৃতি হৃদয় সবে । ২২৬

জাগিবে পাষাণী জাগে স্তাবব,
তক গুল্ম লতা ভূধর বব,
সেই সে সাধনা দেখায়ে নবে,
হেবে শ্যামাকপ পাষণ পবে । ১১৭

যেই সে প্রকৃতি সেই গদাই,
প্রকৃতি ভাবেতে বিভোবা তাই,
তাই কভু নব কভু বা নাবী,
কভু বা কঠিন কখন বাবি । ১১৮

কখন স্থলেতে কভুবা নূলে,
কভুবা সাধনা বিশ্বের নূলে,
কভু বা আসন কভু নিবাসন,
কভু হাসি খেলা যোগে মগন । ১১৯

কভু বা বিচারে বেদান্তসার,
কভু সবল শিশুব আকাব,
কভু বা নয়নে ভকতি নীব,
কভু বা কঠোর সাধক নীব । ১০০০

দীন তীন বেশ দীন আকাব,
কভু বা নিভীক বীর আচাব,
কভু পূর্ণ জ্ঞানী জ্ঞান বিচাব,
কভু বিদ্ব দলে পূজে সাকাব । ১০০১

কখন সন্ন্যাসী নঃ! বসন,
বসন গাত্রে মাত্র আবরণ
কখন নবা বাবুব মতন,
অঙ্গে অঙ্গ-বাখা অঙ্গাবরণ । ১০০২

উপদেশ দান আধাব হেবে,
যেন জ্বলে দীপ অঁধাব ঘরে,
সুচিব অঁধাব ঘুচিয়া যায়,
উজ্জল আলোকে উজ্জল বয় । ১০০৩

ভাব উপদেশ ভাবেব কথা,
ভাবেব সঞ্জিত ভাবেতে যথা,
ভাবেব বাজোতে ভাবেব মজা,
ভাব-ঘন ছবি ভাবুক বাজা । ১০০৪

বালো ভাব-লীলা ভাবেব খেলা,
রাখালেব সনে ভাবেব মেলা,
লাগাদেব ঘবে ভাব-তুফান,
মিটিল তুফান কঙ্গিনী স্থান । ১০০৫

জননী জঠবে ভাবেব স্কন্ধ,
ভাবময় যেন ভাবেব গুণ্ড,
বিকাশিল ভাব শক্তি সেবায়,
প্রচাবে ব্রাহ্মণী ভাব-কথায় । ১০০৬

ভাব-ঘোষ ওঠে শিবের সাজে,
ভাব বিনিময় পণ্ডিত মানে,
ভাবে নারী-প্রেম নারীর ভাব,
মরি অবতার প্রেম-ঘন ভাব । ১০০৭

বর্ণাঙ্কন ।

অঙ্ক	শব্দ	পৃষ্ঠা	শ্লোক সংখ্যা ।
অসিত	অসিত	১	১
আভাষ	আভাস	১৫	৬ নোট
উষ্টিবা	উঠাইবা	১৫	নোট (শেষে ৩ ছাত্রের ১ম ছাত্র)
বিভূতি	বিভূতি	১৬	২১
মুক্তজীব	মুক্তজীব	২৮	১৬৬
অদ্ব্যত	অদ্ব্যত	২৬	১২৫
বমর্গীতে	বমর্গীতে	১৩	৩০২ নোট
উগে	উঠিষে	৫৮	৪৩৫
মানিক	মাণিক	৭৫	৫৪০
মানিক	মাণিক	৭৬	৫৪৬
এই	সেই	৮৭	৬৬২
মুলাধাবে	মুলাধাবে	১০৪	৮০৮
উপনীত	উপনীত	১০৮	৮০৯
শৈকতে	সৈকতে	১০৮	৮২৯
পয়সা	পয়সাব	১১৮	৮৬৬ নোট
সম্মুখিক	শম্মুখিক	১১৭	২ নোট
শালা	শিলা	১১৯	৮৯০ নোট
প্রকটীত	প্রকটিত	১২৩	৯১২
জয়ন	যজ্ঞন	১২৭	৯৪১
জায়ন	যাজ্ঞন	১২৭	৯৪১
বামকৃষ্ণ	বাধাকৃষ্ণ	১৩২	৯৩৮

